সাপ্তাহিক
০১ এপ্রিল ২০১৯ সোমবার

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

বর্ষ: ৬০ সংখ্যা: ৩৩-৩৪

শেখ জায়েদ গ্র্যান্ড মাসজিদ, আবুধাবী।

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠাকাল – ১৯৫৭

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহবায়ক

عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক পত্রিকা

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

৬০ বর্ষ ॥ ৩৩-৩৪ সংখ্যা ॥ সোমবার
২৪ রজব ১৪৪০ হিজরী
১৮ চৈত্র- ১৪২৫ বাংলা
০১ এপ্রিল- ২০১৯ ঈসায়ী

রেজি নং ডি. এ. ৬০
প্রকাশ মহল :
৯৮, নবাবপুর রোড
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

নির্বাহী সম্পাদক
শাইখ হারূন হুসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
শাইখ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপনায়
আব্দুল্লাহ আল মামুন

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী
প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন
মো: রুহুল আমীন [সাবেক আইজিপি]
প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম
অধ্যাপক মীর আব্দুল ওয়াহ্হাব লাবীব
প্রফেসর ড. আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক
অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
উপাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ
শাইখ মুহাম্মাদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক : ০১৭১১ ৫৪৭ ১২৫
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৬১ ৮৯৭ ০৭৬
সহকারী সম্পাদক : ০১৭১৬ ৯০৬ ৪৮৭
ব্যবস্থাপক : ০১৯৯৮ ৮০০ ১৩০
বিপণন : ০১৭২৪ ৬২১ ৮৬৯

অভিযোগ/পরামর্শ : ০১৭১৬ ৯০ ৬৪ ৮৭

E-mail : weeklyarafat@gmail.com
: jamiyat1946.bd@gmail.com
Website : www.jamiyat.org.bd
Phone : 02-7542434
Bkash No.: 01768-222056 (Personal)

মূল্য : ২০/- (বিশ) টাকা মাত্র ॥

عرفات أسبوعية

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠ الهاتف : ٠٢٩٥١٢٤٣٤، الجوال : ٠١٧١٣٣٢٨٢٩٨

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي رحمه الله، الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة : الفقيد العلامة الدكتورمحمد عبد الباري رحمه الله، الرئيس الحالى لمجلس الإدارة : بروفيسر محمد مبارك علي، رئيس التحرير : الأستاذ الدكتورمحمد رئيس الدين.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য **অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা)** পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা **"বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায়** (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ (রেজি: ডাকমাশুলসহ)	৬০০/-	৩০০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২৮ ইউ.এস. ডলার	১৪ ইউ.এস. ডলার
সৌদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	৩০ ইউ.এস. ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৫০ ইউ.এস. ডলার	২৬ ইউ.এস. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ ইউ.এস.ডলার	২০ ইউ.এস. ডলার

দৃষ্টি আকর্ষণ

"সাপ্তাহিক আরাফাত"-এর সকল স্তরের **এজেন্ট, গ্রাহক ও শুভাকাঙ্খীদের** জানানো যাচ্ছে যে, **"সাপ্তাহিক আরাফাত"** সংশ্লিষ্ট সকলপ্রকার **আর্থিক লেনদেন–**

"দি উইকলি আরাফাত"

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ

বংশাল শাখা (সঞ্চয়ী হিঃ নং- ৪০০৯১৩১০০০০১৪৩৯) অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে। অথবা **"সাপ্তাহিক আরাফাত"** অফিসের নিম্নবর্ণিত মোবাইল নম্বরে **বিকাশ** করা যাবে–

বিকাশ নম্বর (পার্সোনাল) : ০১৭৬৮ ২২২ ০৫৬।

–সম্পাদক

বি. দ্র. অর্থ প্রেরণের পর উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত : সূচীপত্র

☞ **আল কুরআনুল হাকীম :**

- **শবে বারা'আতে নয়; বরং শবে কদরেই অবতীর্ণ হয় আল-কুর'আন**
  অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন- ০৩

☞ **হাদীসুর রাসূল :**

- **শা'বান মাসে নফল সিয়াম পালন করার গুরুত্ব**
  শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ- ০৭

☞ **সম্পাদকীয়– ১০**

☞ **প্রবন্ধ :**

- **আহলে হাদীসগণের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য**
  অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন- ১২
- **নববর্ষ পরবর্তী ভাবনা**
  প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম- ১৮
- **ইসলাম ও আধুনিক সংস্কৃতি : একটি বিশ্লেষণ**
  মুহাম্মদ আব্দুল জলিল খান- ২১
- **নাবী (সাঃ)-এর অনুকরণের নানান দিক**
  অনুবাদ : মুহাম্মদ রাজিউল ইসলাম- ২৪
- **শবে বরাত প্রসঙ্গ**
  কামাল আহমাদ- ২৭
- **ইসলাম ও বিশ্বে দাসপ্রথা**
  হাশিম বিন আবদুল হাকিম- ৩৩

☞ **ক্বাসাসুল হাদীস :**

- **'উমার (রাযিঃ)-এর শাহাদাত ও 'উসমান ইবনু 'আফফান (রাযিঃ)-এর হাতে বাই'আত**
  গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ৩৮

☞ **সমাজচিন্তা :**

- **প্রসঙ্গ : জন্ম দিবস**
  রচনায় : মোহাম্মদ আবু জাফর- ৪১
- **পহেলা বৈশাখ উদযাপন : ইসলাম ও.....**
  হাফেয তাজিবুল ইসলাম- ৪৩

☞ **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্নার– ৪৬**

☞ **জমঈয়ত সংবাদ- ৪৭**

☞ **আপনার স্বাস্থ্য- ৪৯**

☞ **ফাতাওয়া ও মাসায়েল- ৫১**

القران الحكيم ॥ আল কুরআনুল হাকীম

শবে বারা'আতে নয়; বরং শবে কদরেই অবতীর্ণ হয় আল-কুর'আন

–অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঙ্গসুদ্দীন*

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿حمٓ ۞ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ۞ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ ۞ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۞ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ رَبِّ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِيْنَ ۞ لَا إِلٰهَ إِلا هُوَ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأَوَّلِيْنَ﴾

সরল অনুবাদ : "হা-মীম। সুস্পষ্ট কিতাবের কসম! আমি একে অবতীর্ণ করেছি এক কল্যাণময়ী রাতে, কেননা আমি মানুষকে সতর্ক করতে চাই। এ রাতে প্রতিটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থির করা হয়। আমার আদেশক্রমে, আমিই প্রেরণকারী। তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্বরূপ তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর যিনি প্রতিপালক। তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদেরও প্রতিপালক।[১]

উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর সংক্ষিপ্ত তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি মহাগ্রন্থ আল কুর'আন এক বরকত তথা কল্যাণময় রাতে অবতীর্ণ করেছেন। আর সেই বরকতময় রাত হলো কদরের রাত। যেমন- **আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :**

﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾

"আমি আল-কুর'আনকে ক্বদ্‌রের রাতে নাযিল করেছি।"[২]

আর সূরা আল বাক্বারায় **আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :**

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ﴾

"রামাযান মাস– যার মধ্যে কুর'আন নাযিল করা হয়েছে।"[৩]

অর্থাৎ- কুর'আনুল কারীমকে একই সাথে প্রথম আকাশের ওপরে রামাযান মাসে 'ক্বদরের' রাতে অবতীর্ণ করা হয় এবং ঐ রাতকে لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ তথা বরকতময় রাতও বলা হয়। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) প্রমুখ মনীষী হতে এ ভাবার্থই বর্ণিত আছে।[৪]

একবার যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসিত হোন যে, কুর'আন মাজীদ তো বিভিন্ন বছর অবতীর্ণ হয়েছে, তাহলে রামাযান মাসে ও ক্বদরের রাতে অবতীর্ণ হওয়ার ভাবার্থ কি? তখন তিনি উত্তরে এই ভাবার্থই বর্ণনা করেন।[৫]

তিনি এটাও বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ রামাযানে কুর'আনুল কারীম দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ করা হয় এবং বায়তুল ইযযায় রাখা হয়। অতঃপর প্রয়োজন মত ঘটনাবলী ও প্রশ্নাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হতে থাকে এবং বিশ বছরে পূর্ণ হয়। অনেকগুলো আয়াত কাফিরদের কথার উত্তরেও অবতীর্ণ হয়। তাদের একটা প্রতিবাদ এটাও ছিল যে,

﴿وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾

"কাফিররা বলত যে, কুর'আনুল কারীম সম্পূর্ণ একই সাথে অবতীর্ণ হয় না কেন?"[৬]

এরই উত্তরে **আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :**

﴿كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيْلًا ۞ وَلَا يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيْرًا﴾

---

* *সহ-সভাপতি- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। সম্পাদক- সাপ্তাহিক আরাফাত।*

১. *সূরাহ্ আদ্ দুখা-ন ৪৪ : ১-৮।*

২. *সূরাহ্ আল ক্বাদ্‌র ৯৭ : ১। তাফসীর ইবনু কাসীর।*

৩. *সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৫।*

৪. *তাফসীর ইবনু কাসীর।*

৫. *তাফসীর ইবনু মারদুওয়াই প্রভৃতি।*

৬. *সূরাহ্ আল ফুরক্বা-ন ২৫ : ৩২।*

"যেন আমি এর দ্বারা তোমার অন্তরকে দৃঢ় রাখি এবং এটা আমি স্পষ্ট করে বর্ণনা করি। তোমার কাছে তারা এমন কোন সমস্যাই নিয়ে আসে না, যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করিনি।"[৭]

ইমাম ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, "কোন কোন তাফসীরকারক 'ইকরিমাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর সূত্রে বলেছেন যে, যে বরকত তথা কল্যাণময় রাতে কুর'আনুল কারীম অবতীর্ণ হয়, তা ছিল শা'বান মাসের পনেরতম রাত। কিন্তু এটা সঠিক নয়। কেননা, কুর'আনের স্পষ্ট ও পরিস্কার কথা দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে যে, কুর'আনুল কারীম রামাযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। আর যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, শা'বান মাসে পরবর্তী শা'বান মাস পর্যন্ত সমস্ত কাজ নির্ধারণ করে দেয়া হয়, এমনকি বিবাহ হওয়া, সন্তান হওয়া এবং মৃত্যু বরণ করাও নির্ধারিত হয়ে যায়, সেই হাদীসটি মুরসাল। এরূপ হাদীস দ্বারা কুরআনুল কারীমের স্পষ্ট কথার বিরোধিতা করা যায় না।"[৮]

অতএব, ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে ১৪ শা'বান দিবাগত রাতে যে বিশেষ 'ইবাদত বন্দেগী করা হয় এবং এর মাধ্যমে যে সাওয়াব ও ফযীলতের আশা করা হয়, তার পক্ষে কোনো সহীহ হাদীস পৃথিবীর কোনো হাদীসের গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি। তবে কতিপয় দুর্বল ও জাল হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যার ফলে জনসাধারণসহ কতিপয় 'আলেম উলামার মাঝে নিম্নোক্ত কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। আমরা উক্ত বিশ্বাস ও তার প্রতিউত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি।

প্রথম বিশ্বাস : এ রাতে কুর'আন অবতীর্ণ করা হয়;

উক্ত 'আক্বীদাহ্ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মূলত সূরাহ্ আদ্ দুখা-ন-এর ৩ নং আয়াতটিকে দলীল হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়। যা 'ইকরিমাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বর্ণনা করেন। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই বলেছি যে, ইমাম ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লা-হ) এরূপ কথাকে ভুল ও ভিত্তিহীন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বাস : এ রাতের শেষের দিকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন;

উক্ত বিশ্বাস এর পক্ষে নিম্নোক্ত হাদীসটি দলীল হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। হাদীসটি হলো–

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا يَوْمَهَا. فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ".

'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যখন মধ্য শা'বানের রাত আসে তখন তোমরা এ রাতে দাঁড়িয়ে সালাত পড়ো এবং এর দিনে সাওম রাখো। কেননা এ দিন সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর নিকটতম আকাশে নেমে আসেন এবং বলেন : কে আছো আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী, আমি তাকে ক্ষমা করব। কে আছো রিয্কপ্রার্থী, আমি তাকে রিয্ক দান করব। কে আছো রোগমুক্তি প্রার্থনাকারী, আমি তাকে নিরাময় দান করব। কে আছো এই প্রার্থনাকারী। ফজরের সময় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। তিনি এভাবে আহ্বান করেন।[৯]

সনদ পর্যালোচনা : উক্ত হাদীসের একজন রাবী ইবনু আবি সাবরাহ রয়েছেন যিনি হাদীস জালকারী। ফলে তার বর্ণিত হাদীস মুহাদ্দিসগণের নিকট য'ঈফ।

তাছাড়া হাদীসটি সহীহ হাদীস বিরোধী। কেননা সহীহ হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতেই দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হোন এবং উপরে বর্ণিত ঘোষণা দেন। যেমন- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

"يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ كُلَّ لَيْلَةٍ فَيَقُوْلُ مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ".

---

[৭]. *সূরাহ্ আল ফুরক্বান ২৫ : ৩২, ৩৩।*
[৮]. *তাফসীর ইবনু কাসীর।*
[৯]. *সুনান ইবনু মাজাহ্- হাঃ ১৩৮৮।*

প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে আমাদের মহান প্রতিপালক পৃথিবীর নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন এবং ফজর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বলতে থাকেন : আমার কাছে যে চাইবে আমি তাকে দান করব, আমার নিকট যে দু'আ করবে আমি তার দু'আ কবূল করব, যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করব।[১০]

কাজেই উপর্যুক্ত সহীহ হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতেই দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং আহ্বানকারীর আহ্বান শ্রবণ করেন। শুধু বিশেষ কোনো রাতে অবতরণ করেন না। এর উপর আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস পোষণ করতে হবে।

তৃতীয় বিশ্বাস : এ রাতে মানুষের ভালো মন্দ ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয়;

'ইকরিমাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর উক্তির ভিত্তিতেই ﴿فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ﴾ "এ রাতেই প্রতিটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থির করা হয়" আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, নিসফে শা'বান বা শা'বানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতেই মানুষের ভালো মন্দ ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। তা সঠিক নয়। কেননা, এখানেও নিসফে শা'বান উদ্দেশ্য নয় বরং কদরের রাতই উদ্দেশ্য। যা উক্ত আয়াতের তাফসীরে আরো স্পষ্ট হবে –ইন্‌শা-আল্লাহ। আর এ কথাটি নিম্নোক্ত হাদীসের বিপরীত নয়। যেখানে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

"كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ".

আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূকাতের তাকদীর লিখে রেখেছেন।[১১]

কেননা, অত্র হাদীসে পুরো জীবনের তাকদীর লেখার কথা বলা হয়েছে। আর উক্ত আয়াতে পুরো জীবনের বাজেট হতে আগামী এক বছরের বাজেট পেশ করার কথা বলা হয়েছে।

চতুর্থ বিশ্বাস : গুনাহ মাফের জন্য এ রাতে একশ রাকা'আত সালাত পড়তে হয় এবং তার পরের দিন সাওম পালন করতে হয়;

একশ রাকা'আত সালাত পড়া সংক্রান্ত হাদীসটি মূলতঃ মাওযূ' বা জাল। এই সালাত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম বায়তুল মুকাদ্দাস মাসজিদে আবিস্কৃত হয়। অতএব এর কোন ভিত্তি নেই। আর ভিত্তি ও দলীল বিহীন 'আমল করলে তা বান্দার জন্য লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি আনয়ন করে। যেমন- **আল্লাহ তা'আলা বলেন :**

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا ۞ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا﴾

"বলো, 'আমি তোমাদের কি সংবাদ দিব নিজেদের 'আমলের ক্ষেত্রে কারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত?' তারা হলো সে সব লোক দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে আর তারা নিজেরা মনে করছে যে, তারা সঠিক কাজই করছে।"[১২]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً﴾

"কতিপয় মুখ সেদিন নীচু হবে। হবে কর্মক্লান্ত, শ্রান্ত। তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।"[১৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوْرًا﴾

"তারা দুনিয়ায় যে 'আমল করেছিল আমি সেদিকে দৃষ্টি দিব, তারপর তাকে বানিয়ে দিবো ছড়ানো ছিটানো ধূলিকণা সাদৃশ্য।"[১৪]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

"مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ".

যে ব্যক্তি এমন কোন 'আমল করবে যাতে আমার কোন নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখাত।[১৫]

---

[১০]. *সুনান ইবনু মাজাহ্- হাঃ ১৩৬৬।*
[১১]. *সহীহ মুসলিম- হাঃ ৬৯১৯।*
[১২]. *সূরাহ্ আল কাহ্ফ ১৮ : ১০৩ ও ১০৪।*
[১৩]. *সূরাহ্ আল গা-শিয়াহ্ ৮৮ : ২-৪।*
[১৪]. *সূরাহ্ আল ফুরক্বান ২৫ : ২৩।*
[১৫]. *সহীহ মুসলিম- হাঃ ৪৫৯০।*

কাজেই মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ি কিরামের 'আমল বহির্ভূত কোনো 'আমল অবশ্যই মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং তা বিদ'আত হবে। সুতরাং এ ধরনের 'আমল থেকে সাবধান ও সতর্ক থাকা সকলের জন্য অপরিহার্য। অতঃপর **আল্লাহ তা'আলা বলেন,**

﴿إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾

"আমি তো সতর্ককারী।"

অর্থাৎ- আমি মানুষকে ভালো ও মন্দ এবং পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে অবহিতকারী। যাতে তাদের ওপর যুক্তি প্রমাণ সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং তারা শরী'আতের জ্ঞান লাভ করতে পারে। অতঃপর **আল্লাহ তা'আলা বলেন,**

﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾

"এ রাতে তথা কদরের রাতেই প্রতিটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থির করা হয়।"

অর্থাৎ- লাওহে মাহফুয হতে লেখক ফেরেশ্তাগণকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে যে, তারা সারা বছরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন- বয়স, জীবিকা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করে রাখে। حَكِيمٍ শব্দের অর্থ হলো, মুহকাম বা মযবূত, যার পরিবর্তন নেই। সবই মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে হয়ে থাকে। আর তিনি রাসূল প্রেরণ করে থাকেন যেন তাঁরা তার নিদর্শনাবলী তাঁর বান্দাদেরকে শুনিয়ে দেন, যেগুলোর তারা খুবই প্রয়োজন বোধ করে। অতঃপর **আল্লাহ তা'আলা বলেন,**

﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾

"এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের অনুগ্রহস্বরূপ। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যস্থিত সবকিছুরই প্রতিপালক এবং সবকিছুরই অধিকর্তা। সবারই সৃষ্টিকর্তা তিনিই। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।"

অতঃপর **আল্লাহ তা'আলা বলেন,**

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأَوَّلِينَ﴾

আল্লাহই একমাত্র মা'বূদ। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক। যেমন- **আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :**

﴿قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾

"বলো, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল, সেই আল্লাহর যিনি আকাশসমূহ আর পৃথিবীর রাজত্বের মালিক, তিনি ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, তিনিই জীবিত করেন আর মৃত্যু আনেন।"[১৬]

দারস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ–

১. মহাগ্রন্থ আল কুর'আন রামাযান মাসের শেষ দশকের কদরের রাতে অবতীর্ণ হয়েছে।

২. ১৪ শা'বান দিবাগত রাতের পক্ষে কোন সহীহ দলীল নেই।

৩. ১৪ শা'বান দিবাগত রাতকে ভাগ্য রজনী নামে নামকরণ করা বিদ'আত। কেননা এর সমর্থনে সহীহ কোনো দলীল নেই।

৪. সর্বকাজে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশনা মেনে না চললে তা যতই ভালো হোক পরিতাজ্য।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা বা বিধি-বিধান অনুযায়ী 'আমল করা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে সব 'আমলই বরবাদ হয়ে যাবে। ফলে পরকালে নিঃস্ব হয়ে যেতে হবে। সুতরাং একথা আমরা নির্দ্ধিধায় বলতে পারি যে, আল কুরআন রামাযান মাসের কদরের রাতেই অবতীর্ণ হয়েছে মধ্য শা'বানে নয়। যারা এ ধরনের মত পোষণ করে তারা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত পথে রয়েছে। আর যারা নিসফে শা'বানের রাতকে গুরুত্ব দিয়ে সাওয়াবের আশায় বিভিন্ন ধরনের 'আমলে লিপ্ত হয় তারা সহীহ সুন্নাহর বাইরে অবস্থান নিয়েছে। যা মহান আল্লাহর নিকট কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সহীহ সুন্নাহ অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন –আমীন। ###

---

[১৬]. *সূরা আল আ'রাফ ৭ : ১৫৮, আল কাহাফ ১৮ : ১০৩ ও ১০৪।*

حديث الرسول ॥ হাদীসুর রাসূল

শা'বান মাসে নফল সিয়াম পালন করার গুরুত্ব

–শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ : لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ : لَا يَصُوْمُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَل صِيَام شهر قطّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِيْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِيْ شَعْبَانَ.

"'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সিয়াম রাখতেন যাতে আমরা বলতাম যে, তিনি আর সিয়াম ছাড়বেন না। এভাবে তিনি সিয়াম ছাড়তেন, যাতে আমরা বলতাম যে, তিনি আর সিয়াম রাখবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে রামাযান ব্যতীত পূর্ণ মাস সিয়াম রাখতে দেখিনি এবং শা'বান মাস ব্যতিরেকে অন্য মাসে এত বেশি সিয়াম রাখতেও দেখিনি।"[১৭]

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা)'র সংক্ষিপ্ত জীবনী : 'আয়িশাহ্ সিদ্দীকা (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) আবূ বাকর 'আস সিদ্দীক (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর কন্যা। তাঁর মাতার নাম উম্মু রুম্মান। মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তার এই প্রিয়তমা স্ত্রীকে আদর করে হুমায়রা বলে ডাকতেন। তিনি নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে নয়টি বছর জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) থেকে বহু সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন এবং তা প্রচারও করে গেছেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) একজন বড় ফিকহ্বিদ সাহাবিয়া ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হতে যে ছয়জন সাহাবী সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি তাদের একজন। তাঁর সনদে দুই হাজার দুইশত দশটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[১৮]

হাদীসের শব্দার্থসমূহ– يَصُوْمُ -তিনি সিয়াম রাখতেন। حَتّٰى نَقُوْلَ -অবশেষে আমরা বললাম। وَمَا رَأَيْتُ - এবং আমি দেখিনি। اسْتَكْمَل -তিনি পূর্ণ করেছেন। أَكْثَرَ مِنْهُ -তা হতে অধিক, তা হতে বেশি।

হাদীসের মূল বক্তব্য : শা'বান মাস মহিমান্বিত মাহে রামাযানের পূর্বের মাস। এ মাসে আল্লাহ তা'আলার কাছে বান্দাদের বাৎসরিক 'আমল উঠানো হয়। এ মাসে অধিক নফল সিয়াম অশেষ পুন্যময়। তবে অর্ধ শা'বানের রাতকে ভাগ্যের রজনী জানা এবং তাতে রাত জেগে 'ইবাদত করা আর ১৫ শা'বান সিয়াম রাখা একাধারে অজ্ঞতা, আত্মপ্রবঞ্চনা এবং ভিত্তিহীন 'আমলের সমাহার।

হাদীসের ব্যাখ্যা : মাহে রামাযানের সিয়াম ইসলামের অন্যতম রুকন। মাহে রামাযানের সিয়ামে অফুরন্ত মর্তবা বিদ্যমান রয়েছে। মর্তবা বিবেচনায় অন্যান্য নফল সিয়ামেরও অশেষ মর্যাদা রয়েছে। সিয়াম বান্দার দুনিয়া ও আখিরাতে অশেষ কল্যাণ বয়ে আনে। সাহাবী আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ مُرْنِيْ بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِيْ اللهُ بِهِ، قَالَ : «عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ».

"আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আমার উপকার করবেন। মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তুমি সিয়াম পালন করবে, নিশ্চয়ই এর সমতুল্য আর কিছু নেই।"[১৯]

একটি নফল সিয়াম মু'মিন ব্যক্তিকে বাঁচানোর মযবূত হাতিয়ার। এ মর্মে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

*** *যুগ্ম সেক্রেটারী জেনারেল- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[১৭] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম, মিশকাত- হাঃ ২০৩৬।*

[১৮] *উমদাতুল ক্বারী : আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী, ১/৩৮।*

[১৯] *সুনান আন্ নাসায়ী- ২/৪৭৬, হাঃ ২২২১।*

«مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا».

"যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রাস্তায় একদিন সিয়াম রাখবে আল্লাহ তা'আলা তার চেহারাকে জাহান্নাম হতে সত্তর বছরের দূরত্ব করে দিবেন।"[২০]

শা'বান মাস মাহে রামাযানের আগমনী বার্তা ঘোষণা করে। অধিক সিয়ামের মধ্যে দিয়ে রামাযান মাসের ফর্‌য সিয়াম পালনের অনুশীলন এবং সাহস সঞ্চয়ের মাস মাহে শা'বান। এ মাসের বিশেষ মর্তবাও স্বীকৃত রয়েছে। উমামাহ্ ইবনু যায়িদ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন,

قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُوْمُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُوْرِ مَا تَصُوْمُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ : «ذٰلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيْهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِيْ وَأَنَا صَائِمٌ».

"আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! শা'বান মাসের মতো এত অধিক সিয়াম (নফল) অন্য মাসে আমি আপনাকে রাখতে দেখি না কেনো? তিনি বলেন, রজব ও রামাযানের এটি মাঝখানের মাস যাতে লোকেরা গাফেল থাকে। এটি এমন মাস যাতে রাব্বুল 'আলামীনের কাছে 'আমলসমূহ উঠানো হয়। তাই আমি পছন্দ করি সিয়াম রাখা অবস্থায় আমার 'আমল উঠানো হোক।"[২১]

শা'বান মাসের 'আমলের সীমারেখা : রামাযানের আগমন ঘোষণাকারী আর পূণ্যকর্মের উদ্যম সৃষ্টির অনুশীলনের মাস হিসাবে শা'বান মাসের মর্তবা অশেষ মূল্যায়ণযোগ্য তথাপিও পূর্ণ শা'বান মাস ব্যাপী সিয়াম পালন যথার্থ সঠিক 'আমল নয়। তবে এই মর্মে বর্ণিত হাদীস যা অর্ধ শা'বান পর্যন্ত সিয়াম পালনকে নির্দেশিত করে দেয়, সেই হাদীসটি য'ঈফ। হাদীসটি হলো– মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

«إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُوْمُوْا».

"শা'বান মাস অর্ধেক হয়ে গেলে তোমরা সিয়াম রাখবে না।"[২২]

অর্ধ শা'বানের পরও মানত কিংবা নিয়মিত সিয়াম পালনের অভ্যাসমূলক সিয়ামসমূহ পালন করা শরী'আত সম্মত রয়েছে –ইনশা-আল্লাহ।

শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে সালাত আদায় এবং ১৫ শা'বান 'বরাতের' সাওম রাখা সম্পূর্ণ বিদ'আতি 'আমল। এ সকল 'আমলের কোন ভিত্তি নেই। কতক জাল ও অগ্রহণযোগ্য হাদীসের অবতারণা করে এ সব 'আমলকে দাড় করানোর অপপ্রয়াস চালানো হয়। যেমন-

"إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا".

"অর্ধ শা'বানের রাত আসলে তোমরা এ রাতের সালাত আদায় করবে এবং পর দিবসে সাওম রাখবে।"[২৩]

এই রাত্রিতে ১০০ রাকা'আতের সালাতুল বারাত, বিপদ দূরীকরণের জন্য ছয় রাক'আত সালাত, হাজার রাক'আতের সালাতুল আলফিয়া আদায় এবং ফযীলতের জন্য হালুয়া-রুটি খাওয়া ভিত্তিহীন 'আমল এবং মারাত্মক কুসংস্কার। এই রাতে মাসজিদসমূহ আলোকসজ্জিত করা, কবর ও গোরস্তানে বাতি জ্বালানো, পটকাবাজি করা ইত্যাদি বিজাতীয় অপসংস্কৃতি এবং সুস্পষ্ট বিদ'আত।

এই রাতে রাতভর 'ইবাদতের কোন গ্রহণযোগ্য দলীল নেই। মধ্য শা'বানের এই রাতে সালাতে দাঁড়িয়ে থাকা আর পর দিবসে সিয়াম রাখার 'আমলকারীদের আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা ও রিয্‌কের জন্য আহ্বানকারী করেন– মর্মে বর্ণিত হাদীস য'ঈফ।[২৪]

পক্ষান্তরে সহীহ হাদীসে প্রতি রাতে আল্লাহ তা'আলার আহ্বান জানানোর প্রমাণ বিদ্যমান–

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

"يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُوْلُ : مَنْ يَدْعُوْنِيْ

---

[২০] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ২৮৪০, সহীহ মুসলিম- হাঃ ১১৫৩।*
[২১] *আবূ দাউদ, সুনান আন্ নাসায়ী- হাঃ ২৩৫৭, হাসান, আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- হাঃ ৪২৫, মাঃ শাঃ, হাঃ ১৮৬৫।*
[২২] *সুনান আবূ দাউদ- হাঃ ২৩৩৭, সহীহ।*
[২৩] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হাঃ ১৩৮৮, হাদীসটি মওযূ'।*
[২৪] *তাক্বরীবুত তাহযীব- পৃঃ ৬৩২।*

فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ؟".

"আমাদের রব প্রতি রাতেই নিকটবর্তী আকাশে অবতীর্ণ হোন, যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকে, এবং বলতে থাকেন– কে আছে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে আমার কাছে চায়? আমি তাকে দান করব এবং কে আছে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব।"[২৫]

সুতরাং নিয়মিত ফর্‌য 'ইবাদতসমূহ আদায় এবং রাতের প্রত্যহিক নফল 'ইবাদত করাই প্রকৃত পুন্যবান মু'মিনের করণীয়। শবে বরাতের নামে এক রাতের মুসল্লী হয়ে যাওয়া আত্ম প্রবঞ্চনা আর বিদ'আত কর্মের উন্মাদনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

একটি হাদীস ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা : মধ্য শা'বানের 'আমলের ফযীলত বিষয়ক কোন হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। নিম্নোক্ত হাদীসটিকে কোন মুহাদ্দিস সহীহ বলেছেন–

«إِنَّ اللهَ لَيَطَّلِعُ فِيْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ».

"আল্লাহ তা'আলা মধ্য শা'বানের রাতে সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষপ্রবন ব্যক্তি ব্যতিরেকে সকলকে ক্ষমা করে দেন।"[২৬]

সুধী পাঠক, লক্ষ করার বিষয় হলো– এই হাদীসটিকে বিদ'আতী নব্য মুফতিরা ঘটা করে প্রচার করছে, অথচ হাদীসটি শবে বরাত বা ভাগ্যের রজনী বলে কিছুই বলা হয়নি। তাছাড়া কোনরূপ 'ইবাদত বন্দেগীর বিষয়েও কোনরূপ নির্দেশনা হাদীসটিতে নেই। হাদীসটির মর্মমূলে আঘাত করে কবর পূঁজারীরা এই রাতেই কবর বা মাযার পূজার হাট বসিয়ে দেয়। অন্যদিকে একদল কট্টর বিদ'আতী 'আলেম ও তাদের অনুসারীরা তাওহীদবাদী ও সুন্নাহ প্রেমিদের প্রতি যারপরনেই বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে।

[২৫] *সহীহ মুসলিম, মিশকাত- হাঃ ১২২৩।*

[২৬] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হাঃ ১৩৯০, হাসান, আস্ সুনান- ১/৪৪৫, ইবনু হিব্বান, আস্ সহীহ- ১২/৪৮১।*

সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে এই রাতে ক্ষমা পাবে তাওহীদবাদীগণ এবং বিদ্বেষহীন ঈমানদারগণ। আর এই সৌভাগ্য ঐ রাতে বিদ'আতপূর্ণ মনগড়া 'আমল দিয়ে পাওয়া সম্ভব নয়, বরং জীবনব্যাপী 'আমলের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই পাওয়া সম্ভব।

পরিশেষে বলব, শবে বরাত বা ভাগ্য রজনী নামে মধ্য শা'বানের 'ইবাদত আত্ম প্রবঞ্চনা এবং চরম অজ্ঞতার নমুনা। এই রাতে 'ইবাদতের ফযীলত বিষয়ক সমস্ত হাদীস অগ্রহণযোগ্য। যেমন- আল্লামা আস সাইয়িদ সালিম বলেন,

لَا يَصِحُّ فِيْ فَضْلِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَا صِيَامِهِ حَدِيْثٌ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَكُلُّ مَا وَرَدَ فِيْ هٰذَا فَهُوَ شَدِيْدُ الضُّعْفِ أَوْ مَوْضُوْعٌ.

অর্ধ শা'বানের ফযীলত এবং তাতে সিয়াম রাখা বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) থেকে কোন বিশুদ্ধ হাদীস নেই। এ বিষয়ে যা কিছু বর্ণিত পাওয়া যায় সেসব অত্যন্ত দুর্বল এবং বানোয়াট।[২৭]

তাই আমরা শা'বান মাসে বেশি বেশি নফল সিয়াম রাখব। অন্যান্য সকল 'ইবাদত অব্যাহত রাখব। শবে বরাত জাতীয় কর্মকাণ্ড প্রত্যাখ্যান করব।

শিক্ষাসমূহ–

১. ১৪ শা'বানে শবে বরাত বা ভাগ্য রজনী বিশ্বাস করে 'আমল করা এবং পরের দিন সাওম পালন করা বিশুদ্ধ 'আমল নয়।

২. সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতেই দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন।

৩. শবে বরাত মনে করে হালুয়া-রুটি বিলানো ও খাওয়া সবই কুসংস্কার। কাজেই এসব কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা বাঞ্চনীয়।

উপসংহারে বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী 'আমল করার তাওফীক দান করুন, আর যাবতীয় শির্‌ক ও বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক প্রদান করুন –আমীন। ###

[২৭] *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- আস্ সাইয়িদ সালিম, ২/১২২।*

সম্পাদকীয় কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ ও বিদ'আত বর্জন অপরিহার্য الافتتاحية

মহান আল্লাহর অশেষ কৃপা ও মেহেরবানীতে আমরা রজব মাস অতিক্রম করে শা'বান মাসে পদার্পণ করেছি, আল-হামদুলিল্লাহ। তারপরের মাসই হলো রামাযান। যার ফযীলত ও গুরুত্ব সর্বজন বিদিত। শা'বান মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। কেননা মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রামাযান মাস ব্যতীত সবচেয়ে বেশি নফল সাওম পালন করেছেন শা'বান মাসে। এ মর্মে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শা'বান মাসের চেয়ে বেশি নফল সাওম অন্য কোন মাসে রাখতেন না।" কখনো তিনি পূর্ণ শা'বান মাস সাওম পালন করতেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে– "অল্প কিছুদিন ছাড়া মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পূর্ণ শা'বান মাস সাওম পালন করতেন।"[২৮]

উপর্যুক্ত হাদীসের আলোকে বুঝা যাচ্ছে, মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহ হলো শা'বান মাসে বেশি বেশি সাওম পালন করা। তবে অর্ধ শা'বানের পর নফল সাওম পালনের ব্যাপারে উম্মাতের জন্য মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে একটি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যেমন- এ মর্মে রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোষণা করেন : "যখন শা'বান মাসের অর্ধেক বাকি থাকবে, তখন তোমরা সাওম পালন করবে না।"[২৯]

এ মাসে বিশেষ কোনো নফল সালাতের নির্দেশনা মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়নি। তবে অন্য মাসের ন্যায় এ মাসেও তাহাজ্জুদের সালাতসহ অন্যান্য নফল সালাত আদায় করতে পারবে। এতে কোন বিধি-নিষেধ নেই। তবে শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে বিশেষভাবে নফল সালাত আদায় করা এবং পরের দিন সাওম পালন করা সহীহ সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত নয়। এ ব্যাপারে যত হাদীস রয়েছে তার সবই জাল ও য'ঈফ অর্থাৎ- দুর্বল ও বানোয়াট হাদীস। কাজেই জাল-য'ঈফ হাদীসের উপর নির্ভর করে কোনো 'আমলই মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন। এখানে কোনো অবস্থাতেই সুন্নাহ বহির্ভূত কোনো 'আমল করার সুযোগ নেই। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নি'আমত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"[৩০] আল্লাহ আরো বলেন : "তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?"[৩১]

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে– 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনে কোন নতুন বিষয় প্রবর্তন করল যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত।"[৩২] আর সহীহ মুসলিমের আরেক বর্ণনায় এসেছে– "যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করল যাতে আমাদের অনুমতি নেই তা প্রত্যাখ্যাত।"[৩৩]

সহীহ মুসলিমে জাবির (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে আরো বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জুমু'আর খুতবায় বলতেন : "নিশ্চয় সর্বোত্তম হাদীস হলো মহান আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম হিদায়াত হলো মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হিদায়াত, সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হলো নব আবিষ্কৃত বিষয় অর্থাৎ- বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা।"[৩৪]

উপর্যুক্ত বাণীসমূহের মাধ্যমে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো– যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতের জন্য দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন। তাঁর নি'আমতকে সুসম্পূর্ণ করেছেন। আর দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে পৌঁছানোর পরেই তিনি তাঁর নাবীর মৃত্যু দান করেন। তাই তো তিনি উম্মাতের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত শারী'আতের সব কিছু বর্ণনা করে দিয়েছেন। মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর মৃত্যুবরণের পর কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষ যে সমস্ত বিষয় নতুনভাবে আবিষ্কার করে দ্বীনে ইসলামের দিকে সম্পৃক্ত করবে তা সম্পূর্ণই বিদ'আত। যা তার আবিষ্কারকের প্রতি প্রত্যাখ্যাত হবে। যদিও তার উদ্দেশ্য ভালো হয়। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ ও পরবর্তী ইসলামের মনীষীবর্গও এ ব্যাপারে অবহিত ছিলেন, তাই তারা

---

[২৮] সহীহুল বুখারী- হাঃ ৪৩, ১১৩২, সহীহ মুসলিম- হাঃ ৭৪১, সুনান আন্ নাসায়ী- হাঃ ৭৬২।

[২৯] সহীহুল বুখারী- হাঃ ১৯১৪, সহীহ মুসলিম- হাঃ ১০৮২, জামি' আত্ তিরমিযী- হাঃ ৭৩৮।

[৩০] সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ১।

[৩১] সূরাহ্ আশ্ শূরা- ৪২ : ২১।

[৩২] সহীহ মুসলিম- হাঃ ৪৫৮৯, সহীহুল বুখারী- হাঃ ২৫৫০।

[৩৩] সহীহ মুসলিম- হাঃ ৪৫৯০।

[৩৪] সহীহ মুসলিম- হাঃ ২০৪২।

এই সমস্ত বিদ'আতকে অপছন্দ এবং তা থেকে সতর্ক করে সুন্নাহর গুরুত্ব ও বিদ'আতের নিন্দা বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

কতিপয় লোক যে সমস্ত বিদ'আত চালু করেছে তার মধ্যে ১৪ শা'বানের রাতে বা শবে-বরাতের মীলাদ ও বিশেষ নফল সালাত আদায় এবং দিনে সাওম রাখা একটি। এই দিনকে সাওমের জন্য নির্ধারিত করার এমন কোন দালীল নেই যার ওপর নির্ভর করা জায়িয। এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন বহু 'উলামায়ি কিরাম।

সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শবে-বরাত উদযাপন করা বিদ'আত। কাজেই এ জাতীয় বিশ্বাস ও 'আমল থেকে দূরে থাকা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কেননা এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

যেমন- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : "হে মু'মিনগণ তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত করো আল্লাহ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হও। এটিই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট।"[৩৫] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

"বলো! তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন।"[৩৬]

উপর্যুক্ত আলোচনান্তে এ কথা বলা যায় যে, শবে-বরাত উদযাপনের ব্যাপারে মহানাবী ও সাহাবায়ে কিরাম থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। বরং এসবই বিদ'আত, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

পরিশেষে বিজ্ঞ পাঠকবর্গসহ তাওহীদপন্থী আম জনতার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি– আসুন! জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করি এবং বিদ'আত পরিত্যাগ করি। আর এ পথের দিকে সকলকে আহ্বানের নিমিত্তে তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের পতাকা তলে সমবেত হয়ে দ্বীনী দা'ওয়াতী কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হোন –আমীন। ###

[৩৫] *সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৫৯।*
[৩৬] *সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ৩১।*

মৃত্যু সংবাদ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর প্রবীণ কর্মী পুরাতন ঢাকার বংশালের অধিবাসী আলহাজ্জ নূরুল হক নান্না ভাই (৮৩) গত ১৯ মার্চ মঙ্গলবার ইন্তিকাল করেছেন– "ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"। মৃত্যুকালে তিনি ০২ ছেলে, আত্মীয়-স্বজনসহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি আল্লাহভীরু ও জনদরদী মানুষ ছিলেন।

মাইয়্যেতের জানাযা অনুষ্ঠিত হয় পুরাতন ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বংশাল বড় জামে মাসজিদে। জানাযায় ইমামতি করেন তার ছোট ভাই বিশিষ্ট 'আলেম হাফেয শাইখ হুসাইন বিন সোহরাব। জানাযায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ও ঢাকা মহানগর জমঈয়তের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় মুসল্লীবৃন্দ। অতঃপর তাকে বংশাল পঞ্চায়েত কবরস্থানে দাফন করা হয়।

ঢাকা মহানগর জমঈয়তের পক্ষ থেকে মাইয়্যিতের শোকার্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের পাশাপাশি তার মাগফিরাতের জন্য সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মৃত্যু সংবাদ

পুরাতন ঢাকার নাজিরবাজার এলাকার অধিবাসী জমঈয়তের দীর্ঘদিনের সহযোগী আলহাজ্জ মোজাম্মেল হক (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর ৫ম পুত্র মুহাম্মদ আখতারুজ্জামান খালিদ (৫০) গত ১৮ মার্চ সন্ধ্যায় ইন্তিকাল করেছেন "ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"। তিনি ডায়াবেটিক-এ আক্রান্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ০১ ছেলে, ০১ মেয়ে, ৭ ভাই, ৫ বোন, আত্মীয়-স্বজনসহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মাইয়্যেতের জানাযা অনুষ্ঠিত হয় পুরাতন ঢাকার নাজির বাজার বড় জামে মাসজিদে। জানাযায় ইমামতি করেন তার বড় ভাই বিশিষ্ট 'আলেম হাফিয শাইখ শামসুল হক শিবলী। জানাযায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ও ঢাকা মহানগর জমঈয়তের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় মুসল্লীবৃন্দ। অতঃপর তাকে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

ঢাকা মহানগর জমঈয়তের পক্ষ থেকে মাইয়্যিতের শোকার্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের পাশাপাশি তার মাগফিরাতের জন্য সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

المقالة ॥ প্রবন্ধ

আহলে হাদীসগণের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

–অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন*

[পর্ব- ০১]

'আহলে হাদীস' শব্দের বিশ্লেষণ

'আহলে হাদীস' اهل حديث কথাটি ফার্সি বা উর্দু। মূলতঃ 'আরবী ভাষা 'আহলুল হাদীস' أَهْلُ الْحَدِيْثِ থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে। আহলে হাদীস ও আহলুল হাদীস উভয় উচ্চারণের অর্থ একই হয়। 'আহলুন' শব্দের অর্থ বংশধর বা অনুসারী। আর 'হাদীস' অর্থ হচ্ছে কথা বা বাণী। ইসলামী শারী'আতের পরিভাষায় মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা বা বাণীকে হাদীস বলা হয়। তাই আহলে হাদীস অর্থ হচ্ছে আল-কুর'আন ও সহীহ হাদীসের অনুসারী। অনেকে মনে করেন, মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনকেই শুধু হাদীস বলে। অথচ আল্লাহ তা'আলা নিজে কুর'আন মাজীদের অনেক জায়গায় তাঁর কথাকে হাদীস বলেছেন। যেমন- এ সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত নিম্নরূপ :

١. ﴿اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ﴾.

১. "আল্লাহ অতি উত্তম হাদীস অর্থাৎ- আল-কুর'আন নাযিল করেছেন।"[৩৭]

٢. ﴿وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ﴾.

২. "স্বপ্নের কথা বা ব্যাখ্যা তুমি আমাকে শিক্ষা দিয়েছ।"[৩৮]

٣. ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰى آثَارِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ أَسَفًا﴾.

৩. "হে নাবী! তারা এ বিষয়বস্তুর অর্থাৎ- কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে আপনি যেন তাদের এসব কার্যকলাপের ওপর আক্ষেপ করতে করতে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবেন।"[৩৯]

এ স্থলে আল-কুর'আনকে বুঝাতেই হাদীস শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

٤. ﴿فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ﴾.

৪. "তারা কুর'আনকে আল্লাহর কিতাব না মানলে এরূপ একখানি কিতাব এনে পেশ করা তাদের কর্তব্য। যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে।"[৪০]

٥. ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا﴾.

৫. "আল্লাহ অপেক্ষা আর কার কথা অধিক সত্য হতে পারে?"[৪১]

٦. ﴿فَمَالِ هٰؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا﴾.

৬. "এ সম্প্রদায়ের হলো কী যে, তারা কোন কথাই বুঝে না।"[৪২]

٧. ﴿مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ﴾.

৭. "এ কুর'আন কোন মিথ্যা রচনা নয়, বরং তাদের পূর্বে আগত কিতাবের প্রত্যয়নকারী। আর যাবতীয় বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণে সমৃদ্ধ। আর মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য পথের দিশারী ও রহমত।"[৪৩]

হাদীস শব্দের অর্থ কথা বা বাণী। পবিত্র কুর'আনের নিম্নের আয়াতসমূহে কথা বা বাণীর অর্থে হাদীস শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

٨. ﴿فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ﴾.

৮. "এরপর তারা কোন বাণীর ওপর ঈমান আনবে?"[৪৪]

٩. ﴿وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا﴾.

৯. "স্মরণ করো, যখন নাবী তাঁর স্ত্রীদের কোন একজনকে গোপনে একটি কথা বলেছিলো।"[৪৫]

١٠. ﴿اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ﴾.

---

* *সহ-সভাপতি- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। সম্পাদক- সাপ্তাহিক আরাফাত।*

[৩৭]. ৩৯ নং সূরাহ্ আয্ যুমার, আয়াত : ২৩।
[৩৮]. ১২ নং সূরাহ্ ইউসুফ, আয়াত : ১০১।
[৩৯]. ১৮ নং সূরাহ্ আল কাহ্ফ, আয়াত : ৬।
[৪০]. ৫২ নং সূরাহ্ আত্ ত্বূর, আয়াত : ৩৪।
[৪১]. ৪ নং সূরাহ্ আন্ নিসা, আয়াত : ৮৭।
[৪২]. ৪ নং সূরাহ্ আন্ নিসা, আয়াত : ৭৮।
[৪৩]. ১২ নং সূরাহ্ ইউসুফ, আয়াত : ১১১।
[৪৪]. ৭ নং সূরাহ্ আল আ'রাফ, আয়াত : ১৮৫; ৭৭ নং সূরাহ্ আল মুরসালা-ত, আয়াত : ৫০।
[৪৫]. ৬৬ নং সূরাহ্ আত্ তাহরীম, আয়াত : ৩।

১০. "তোমরা কি এ হাদীস তথা কুর'আন শুনে আশ্চর্যবোধ করছ?"[৪৬]

আল-কুর'আনে নতুন সংবাদ, খবর ও নতুন কথা প্রভৃতি অর্থেও হাদীস শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

١١. ﴿هَلْ أَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ إِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ﴾.

১১. "তোমার কাছে ইব্‌রা-হীমের সম্মানিত মেহমানদের খবর পৌঁছেছে কী?"[৪৭]

١٢. ﴿هَلْ أَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى﴾.

১২. "মূসার খবর তোমার কাছে পৌঁছেছে কী?"[৪৮]

١٣. ﴿هَلْ أَتٰكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ﴾.

১৩. "সেই সৈনিকদের কথা তোমার কাছে এসেছি কী?"[৪৯]

١٤. ﴿هَلْ أَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ﴾.

১৪. "সবকিছু আচ্ছন্নকারী ক্বিয়ামতের সংবাদ তোমার নিকট এসেছে কী?"[৫০]

١٥. ﴿أَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُوْنَ﴾.

১৫. "তবুও কি তোমরা এ কথার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করবে?"[৫১]

'হাদীস' শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে, 'তাহ্‌দীস' (تَحْدِيْث)।

আর কুর'আনে এটা ব্যবহৃত হয়েছে বর্ণনা করা, প্রকাশ করা ও কথা বলা অর্থে। যেমন- নিম্নের আয়াত :

١٦. ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾.

১৬. "আর তুমি মহান প্রতিপালকের নি'আমতের কথা বর্ণনা করো।"[৫২]

এরূপভাবে মোট ষোলটি আয়াতে আল-কুর'আন তথা মহান আল্লাহর কথাকে হাদীস বলা হয়েছে। তাই 'আহলে হাদীস' অর্থ হচ্ছে আল-কুর'আন ও সহীহ হাদীসের অনুসারী।

[৪৬]. *৫৩ নং সূরাহ্ আন্ নাজম, আয়াত : ৫৯।*
[৪৭]. *৫১ নং সূরাহ্ আয্ যায়িরাত, আয়াত : ২৪।*
[৪৮]. *৭৯ নং সূরাহ্ আন্ না-যি'আ-ত, আয়াত : ১৫।*
[৪৯]. *৮৫ নং সূরাহ্ আল বুরূজ, আয়াত : ১৭।*
[৫০]. *৮৮ নং সূরাহ্ আল গা-শিয়াহ্, আয়াত : ১।*
[৫১]. *৫৬ নং সূরাহ্ আল ওয়া-ক্বি'আহ, আয়াত : ৮১।*
[৫২]. *৯৩ নং সূরাহ্ আয্ যুহা, আয়াত : ১১।*

আহলে হাদীস নামের প্রয়োজন কেন?

সাহাবী ও তাবি'ঈন কর্তৃক পৃথিবীর যে সকল প্রান্তে মুসলিম উপনিবেশসমূহ স্থাপিত হয়েছিলো তার অধিবাসীবৃন্দ সকলেই আহলে হাদীস ছিলেন। বিশেষত হিন্দের সকল মুসলিম উপনিবেশে ইসলামের প্রথম আবির্ভাবের সময় থেকে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত আহলে হাদীসগণেরই পূর্ণ প্রভাব ছিলো। পরবর্তীকালে ইসলাম জগতে ফির্‌কাবন্দী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুসলিমগণের পরিচয় ছিলো একমাত্র আহলে হাদীস।

ইসলাম আহলে হাদীস তরীকায় নামান্তর মাত্র ছিলো বলে স্বতন্ত্রভাবে তখন আহলে হাদীসরূপে অভিহিত হওয়ার কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয়নি। কিন্তু এরপরে যখন খারিজী ও শী'আদের দল প্রতিষ্ঠিত হলো, ই'তিযাল ও ইরজার ফিতনার সাথে সাথে কিতাব ও সুন্নাতের পবিত্র দালীলে রায় ও ক্বিয়াসের আবর্জনা মিশ্রিত হতে লাগল, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তরীকাপন্থীগণের জন্য দু'টি পথ মুক্ত ছিল–

প্রথম পথ : খারিজী ও শী'আরা যেরূপ পৃথিবীর সকল মুসলিমকে কাফির বলে প্রচার করে কেবল নিজেদের জন্য মু'মিন ও মুসলিম আখ্যা একচেটিয়া করে নিয়েছিলেন, তদ্রুপ পৃথিবীর বিভিন্ন দলের মুসলিমদের কাফির ঘোষণা করে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তরীকাপন্থীগণের শুধু আপন দলের জন্য মুসলিম নাম পরিগ্রহণ করা।

দ্বিতীয় পথ : খারিজী, রাফিযী, জাহমী, মু'তাযিলী, মুর্জিয়া প্রভৃতি ভ্রান্ত দলকে মুসলিমরূপে গণ্য করা এবং নিজেদের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক একটি নাম আপন দলের জন্য মনোনীত করা।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তরীকাপন্থীগণের পক্ষে ভ্রান্ত দলসমূহের অস্বীকার করার উপায় ছিল না। কারণ এই তরীকার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, কোনরূপ পাপ বা কবীরাহ গুনার জন্য তাঁরা কোন মুসলিমকে কাফির বলতে পারেন না। সাহাবীগণের দলের সাথে খারিজী ও রাফিযী দলসমূহের এই স্থানে হচ্ছে মৌলিক পার্থক্য। রাফিযীরা আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু), 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু), 'উসমান (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) এবং লক্ষাধিক সাহাবীকে কাফির বলে থাকে। আর খারিজীরা আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) ও 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) এবং তাঁদের সময়ে যাঁরা

মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের মুসলিম বলে স্বীকার করে। কিন্তু পরবর্তী সকল সাহাবী ও তাবি'ঈন, যাঁরা খারিজীগণের মতবাদ বরণ করে নেননি, তাঁদের সকলকেই কাফির বলে থাকে। শুধু মত বৈষম্যের দরুন জাতীয় দেহের অঙ্গচ্ছেদের এই বিদ্'আত মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তরীকাপন্থীগণ কখনো সমর্থন করতে পারেননি। কাজেই বিদ্'আতী শী'আহ্ ও খারিজী দলের অস্বীকার করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। আর অদ্যকার সুবিধাবাদী বা Inferiority complex রোগাক্রান্ত অথবা সুলভ জন-প্রিয়তালোভী Cheap popularity monger-দের মতো সুন্নাত ও বিদ্'আত, শির্ক ও তাওহীদ, তাকলীদ ও ইত্তিবা' সবই একাকার করে প্রচলিত মাযহাবের পতন করাও তাঁদের ক্ষমতার অতীত ইতিহাস ছিল। তাই সকল দলের জন্যই মুসলিম আখ্যার দাবী স্বীকার করে নিয়ে তাঁরা আপন দলের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুখনিঃসৃত এবং সাহাবীগণের পরিগৃহীত আহলে হাদীস নাম গ্রহণ করলেন।[৫৩]

আহলে হাদীস কারা?

যারা আল-কুর'আন ও সহীহ হাদীসকে সরাসরি অনুসরণ করে, তারাই আহলে হাদীস। এই আহলে হাদীসের পরিচয় সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে আহলে হাদীস কোন বিশেষ মাযহাব বা দলের নাম নয়। সাহাবায়ি কিরাম, তাবি'ঈন, তাবি'-তাবি'ঈন ও চার মাযহাবের ইমামগণ আহলে হাদীস পথ ও মতের ওপর সু-প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হানাফী, শাফি'ঈ, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাব সৃষ্টির আগে তথা ইসলামের স্বর্ণযুগে চার মাযহাব ছিল না। তখনকার মুসলিমগণ কুর'আন ও সুন্নাহর ওপর কায়িম ছিলেন বলে তারা সকলেই আহলে হাদীস নামে পরিচিত ছিলেন।

কুর'আন ও সুন্নাহ বা ইসলাম যাদের মাযহাব বা চলার পথ তারাই আহলে হাদীস। যারা আহলে হাদীস তারা মুহাম্মাদীও বটে। কেননা তাঁরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মাত হিসাবে মুহাম্মাদী। তাঁদের দ্বীন হলো ইসলাম সেজন্য তারা মুসলিম। তাদের আরেকটি পরিচয় হলো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতের ওপর সু-প্রতিষ্ঠিত বলে তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। আহলে হাদীসগণ বিভিন্ন হাদীসের কিতাব ও ফিকহ গ্রন্থসমূহে 'আহলুল হাদীস' 'আসহাবুল হাদীস' আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বলে আখ্যায়িত হয়েছেন। এরা সৌদী 'আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে সালাফী নামে। সুদান, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশে আনসারুস সুন্নাহ নামে, ইন্দোনেশিয়াতে জামা'আতে মুহাম্মাদীয়া নামে এবং পাক ভারত উপমহাদেশে আহলে হাদীস নামে পরিচিত। মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে শুরু করে সাহাবী, তাবি'ঈন, তাবি'-তাবি'ঈন, আইম্মায়ি মুজতাহিদগণ আহলে হাদীস ছিলেন। তখন থেকে চারশত বছর পর্যন্ত মুসলিমগণ আহলে হাদীস ছাড়া অন্য কোন নামে পরিচিত ছিলেন না।

চারশত বছর পর ইসলামে ফিরকাবন্দী বা দলাদলি সৃষ্টি হয়ে চার মাযহাব তৈরী হয়। আবার অনেকেই এই ফিরকাবন্দীতে ভাগ না হয়ে আহলে হাদীস পরিচয়ে চলে আসছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত ইন্শা-আল্লাহ কায়িম থাকবে। বিভিন্ন ফিরকার অন্তর্ভুক্ত মুসলিমগণ মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েও কার্যত উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত কোন না কোন ব্যক্তির নিজস্ব মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যাখ্যা অথবা উদ্ভাবিত কর্মপন্থার অনুসরণ করে চলছেন। কিন্তু আহলে হাদীসগণ মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একচ্ছত্র নেতৃত্ব ব্যতীত উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত কোন মহাপুরুষের উদ্ভাবিত 'আক্বীদাহ্ ও সিদ্ধান্তকে আহলে হাদীসগণের 'আক্বীদাহ্ এবং মাযহাবরূপে গ্রহণ করেননি। এমনকি সাহাবী ও তাবি'ঈগণের মধ্য থেকেও কোন মাননীয় পুরুষকে আহলে হাদীসগণ অভ্রান্ত ও মা'সূম স্বীকার করে নিয়ে তাঁকে একক নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেননি। আহলে হাদীসগণ সাহাবী, তাবি'ঈন, মহামতি ইমাম চতুষ্টয় এবং পরবর্তী যুগের সমুদয় মহামনীষী এবং বিদ্বানগণকে অন্তরের সাথে শ্রদ্ধা করলেও জ্ঞানের মুক্তি এবং যুক্তির স্বাধীনতাকে প্রলয়কাল পর্যন্ত সমুদয় যোগ্য এবং উপযুক্ত নর-নারীর জন্য অবারিত রেখেছেন। তাঁরা তাঁদের জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধিকে একমাত্র আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং উম্মাতের সমুদয় বিদ্বানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ব্যতীত

[৫৩]. *আহলে হাদীস পরিচিতি- 'আল্লামাহ 'আব্দুল্লাহিল ক্বাফী আল কুরায়শী (রাহিমাহুল্লা-হ)- ৮-৯ পৃঃ।*

অন্য কোন নেতা বা মহাপণ্ডিতের পদতলে সমর্পণ করতে মুহূর্তের তরেও প্রস্তুত নন।[৫৪]

আহলে হাদীসগণের মূলনীতি

১. মুসলিমগণের একমাত্র অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয় ইমাম ও নেতা হচ্ছেন মহানাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। অন্য কোন ব্যক্তি নয় এবং হতেও পারে না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী নিম্নরূপ :

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ﴾

"বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৫৫]

﴿وَأَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ﴾

"তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাকো তবে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো।"[৫৬]

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ﴾

"আমি রাসূল এ উদ্দেশেই প্রেরণ করেছি, যেন আল্লাহর নির্দেশে তাঁর আনুগত্য করা হয়।"[৫৭]

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴾

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসার ভার তোমার ওপর ন্যস্ত না করে, তারপর তোমার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাদের মনে কিছু মাত্র কুণ্ঠাবোধ না থাকে। আর তারা তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে।"[৫৮]

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيْنًا﴾

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোন অধিকার রাখে না। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে সে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে।"[৫৯]

এ মর্মে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী নিম্নরূপ :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبٰى قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ يَأْبٰى؟ قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبٰى.

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : আমার সকল উম্মাতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করবে সে ব্যতীত। তারা বললেন, কে অস্বীকার করবে। মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই অস্বীকার করবে।[৬০]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوْا : إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هٰذَا مَثَلًا فَاضْرِبُوْا لَهُ مَثَلًا فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوْا : مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى دَارًا وَجَعَلَ فِيْهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ فَقَالُوْا : أَوِّلُوْهَا لَهُ يَفْقَهْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوْا : فَالدَّارُ الْجَنَّةُ

---

[৫৪]. *তাবলীগে দ্বীন ও আহলে হাদীস আন্দোলন- ড. মুহাম্মাদ 'আব্দুল বারী, ৭-৮ পৃঃ।*
[৫৫]. *৩ নং সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান, আয়াত : ৩১।*
[৫৬]. *৮ নং সূরাহ্ আল আনফাল, আয়াত : ১।*
[৫৭]. *৪ নং সূরাহ্ আন্ নিসা, আয়াত : ৬৪।*
[৫৮]. *৪ নং সূরাহ্ আন্ নিসা, আয়াত : ৬৫।*
[৫৯]. *৩৩ নং সূরাহ্ আল আহ্যা-ব, আয়াত : ৩৬।*
[৬০]. *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৭২৮০।*

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِيْ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর অনুগত হও এবং রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের মধ্যকার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের। তবে যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সেই বিষয়কে আল্লাহ এবং রাসূলের নির্দেশের দিকে ফিরিয়ে দাও যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাকো; এটাই উত্তম এবং সুন্দরতম মর্মকথা।"[৬২]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَمَآ آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾

"রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ করো, আর তোমাদের যা থেকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো, আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।[৬৩]

এ মর্মে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

তোমাদের মাঝে দু'টি বিষয় রেখে গেলাম। যতোক্ষণ সে দু'টি বিষয়কে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো মহান আল্লাহর কিতাব এবং তদীয় নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত।[৬৪]

৩. কোন সমস্যার সমাধান সরাসরি কুর'আন ও সহীহ হাদীসের ভিতর না পেলে সে সম্পর্কে সাহাবীগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দেয়া।

এ মর্মে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবী আল 'ইরবায ইবনু সারিয়াহ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

[৬২]. *৪ নং সূরাহ্ আন্ নিসা, আয়াত : ৫৯।*
[৬৩]. *৫৯ নং সূরাহ্ আল হাশ্র, আয়াত : ৭।*
[৬৪]. *মুওয়াত্তা ইমাম মালিক- হাঃ ৬৭৮/৩৩৩৮, মুস্তাদরাক হাকিম- হাঃ ৩১৯।*

وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ ﷺ فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ.

জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল ফেরেশ্তা মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলেন। তিনি তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। একজন ফেরেশ্তা বললেন, মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘুমিয়ে আছেন। অন্য একজন বললেন, তার চক্ষু ঘুমায় বটে, কিন্তু অন্তর জেগে আছে। তখন তারা বললেন, তোমাদের এ সাথীর একটি উদাহরণ আছে। সুতরাং তাঁর উদাহরণ তোমরা বর্ণনা করো। তখন তাদের কেউ বলল– তিনি তো ঘুমন্ত, আর কেউ বলল, চক্ষু ঘুমন্ত তবে অন্তর জাগ্রত। তখন তারা বলল, তাঁর উদাহরণ হলো সেই লোকের মতো, যে একটি বাড়ী তৈরি করল। তারপর সেখানে খানার আয়োজন করল এবং একজন আহ্বানকারীকে লোকদের ডাকতে পাঠাল। যারা আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিলো, তারা ঘরে প্রবেশ করে খানা খাওয়ার সুযোগ পেল। আর যারা আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিলো না, তারা ঘরেও প্রবেশ করতে পারল না এবং খানাও খেতে পারল না। তখন তারা বললেন, উদাহরণটির ব্যাখ্যা করুন, যাতে তিনি বুঝতে পারেন। তখন কেউ বলল, তিনি তো ঘুমন্ত। আর কেউ বলল, চক্ষু ঘুমন্ত, তবে অন্তর জাগ্রত। তখন তারা বললেন, ঘরটি হলো জান্নাত, আহ্বানকারী হলেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। যারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ করল, তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অবাধ্যতা করল, তারা আসলে মহান আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন মানুষের মাঝে পার্থক্যের মাপকাঠি।[৬১]

২. মুসলিমগণের সকল প্রকার আইন যথা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিকসহ সকল সমস্যার সমাধানে একমাত্র কুর'আন-হাদীস অনুসারে করা।

এ সংক্রান্ত মহান আল্লাহর বাণী নিম্নরূপ :

[৬১]. *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৭২৮১।*

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

কোন বিচারক ইজ্‌তিহাদে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তার জন্য আছে দু'টি পুরস্কার। আর বিচারক ইজ্‌তিহাদে ভুল করলে তার জন্যও রয়েছে একটি পুরস্কার।[৬৬]

কুর'আন ও হাদীস বিরোধী কোন ইজতিহাদ গৃহীত হবে না এবং কোন ইজতিহাদ কুর'আন ও সুন্নাহ এবং সাহাবীগণের ইজমা' বা ঐকমত্যের স্থান অধিকার করার যোগ্য বিবেচিত হবে না। আহলে হাদীসের এই মূলনীতিগুলো সাহাবী ও তাবি'ঈগণের পরিগৃহীত নীতির মূল কথা মাত্র।[৬৭]

যেমন- মোযা মাসাহ প্রসঙ্গে 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন :

لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ.

দ্বীনে যদি রায় বিবেকের স্থান থাকত, তাহলে মোযার ওপরের অংশ অপেক্ষা নীচের অংশই অধিক মাসাহযোগ্য হত। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তাঁর মোযার ওপরের অংশে মাসাহ করতে দেখেছি।[৬৮]

মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মাতে মুহাম্মাদীগণকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন :

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য হলো, আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা এবং সুপথপ্রাপ্ত আমার খুলাফায়ি রাশিদার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা। আর সাবধান থেক দ্বীনের নামে নবাবিষ্কৃত বিষয়সমূহ থেকে! কারণ প্রতিটি দ্বীনের নামে নবাবিষ্কৃত বিষয় হলো বিদ'আত। আর সকল প্রকার বিদ'আত পথভ্রষ্টতা।[৬৯] *[চলবে]*

[৬৬]. *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৭৩৫২।*
[৬৭]. *আহলে হাঃ পরিচিতি- ক্বাফী আল-কুরায়শী, ১৪ পৃঃ।*
[৬৮]. *সুনান আবূ দাঊদ- হাঃ ১৬২।*
[৬৯]. *সুনান আবূ দাঊদ- হাঃ ৪৬০৭।*

صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُوْلَ اللهِ كَأَنَّ هٰذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ أُوصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের সালাত পড়ালেন, তারপর সালাত শেষে আমাদের দিকে মুখ করে বসে হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য প্রদান করলেন। বক্তব্য শুনে আমাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হলো এবং হৃদয়ে কম্পন শুরু হলো। আমরা আবেদন করলাম, হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! মনে হয় যেন এটা বিদায়ী ভাষণ, অতএব আপনি আমাদের কিছু উপদেশ দিন। তখন মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : আমার উপদেশ হলো, তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের ধর্মীয় নেতার আনুগত্য স্বীকার করো ও তাঁর কথা শ্রবণ করো, যদিও তিনি হাব্‌শী কৃতদাস তোমাদের নেতা হয়ে থাকে। জেনে রেখ! তোমাদের মধ্য থেকে আমার পরে যে বেঁচে থাকবে সে দ্বীনী বিষয়ে বহু মতভেদ দেখতে পাবে, এমতাবস্থায় তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য হলো, আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা এবং সুপথপ্রাপ্ত আমার খুলাফায়ি রাশিদার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা। আর সাবধান থেকো দ্বীনের নামে নবাবিষ্কৃত বিষয়সমূহ থেকে! কারণ প্রতিটি দ্বীনের নামে নবাবিষ্কৃত বিষয় হলো বিদ'আত। আর সকল প্রকার বিদ'আত পথভ্রষ্টতা।[৬৫]

৪. যে সকল বিষয় আল-কুর'আন, সহীহ হাদীস ও সাহাবীগণের ইজমা' বা ঐকমত্যের মধ্যে নেই, সে সকল বিষয়ে কুর'আন ও হাদীসকে ভিত্তি করে 'আলেমগণ ইজতিহাদ বা গবেষণা করবেন। যেমন- মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

[৬৫]. *সুনান আবূ দাঊদ- হাঃ ৪৬০৭, আত্ তিরমিযী- হাঃ ২৬৭৬।*

নববর্ষ পরবর্তী ভাবনা

–প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম*

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ১২ মাসে এক বছর গণনাটি প্রথম শুরু হয় নাবী 'ঈসা ('আলাইহিস্ সালাম) জন্মের তিন হাজার বছর পূর্বে (খ্রিস্টপূর্ব ৩,০০০ অব্দ)। তবে এগুলো ঐতিহাসিক তথ্য। প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে পবিত্র কুরআনের সূরা আত্ তাওবার ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট মাসসমূহের সংখ্যা ১২ এ কথা আল্লাহর কিতাবে আছে, আসমানসমূহ ও ভূমি সৃষ্টির দিন থেকেই।"

প্রাচীন মিশরের পণ্ডিতগণ পর্যবেক্ষন করলেন যে, পূর্ব আকাশে যখন প্রথম নক্ষত্র দেখা দেয় তখনই নীল নদের জোয়ার শুরু হয়। তখন মিশরের কৃষি ও শষ্য উৎপাদনের কাজ নির্ভর করত নীল নদের পানির উপর। ফিরাউন বাদশাগণ প্রজাদের উপর খাজনা ধার্য্য করত নীল নদের পানির পরিমাণের উপর। নীল নদের প্রথম জোয়ার থেকে পরবর্তী জুয়ার আসার সময় পর্যন্ত মেয়াদকে এক বছর বলা হত। উক্ত এক বছর সময়ের মধ্যে পণ্ডিতগণ দেখলেন আকাশে ১২ বার পূর্ণিমার চাঁদ উঠে। ফলে তখন থেকে শুরু হলো একেক পূর্ণিমা একমাস এবং বারো পূর্ণিমায় ১২ মাসে এক বছর। প্রাচীন গবেষকগণ ভাবতে লাগল যেহেতু নীল নদের পানি বৃদ্ধির সাথে নক্ষত্রের সম্পর্ক এবং মিশরবাসীর আহার (কৃষি পন্য) ঐ বন্যার সাথে সম্পৃক্ত তাই মানুষের ভাগ্য আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবের উপর নির্ভরশীল। এভাবে শুরু হয় রাশিচক্র/কোষ্ঠী (Horoscope) অর্থাৎ- মানুষের জন্মের সময় গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান পর্যালোচনা করে মানুষের শুভ-অশুভ নির্ণয়ের পঞ্জিকা, যা ইসলাম অনুমোদন করে না।

* *খণ্ডকালীন শিক্ষক- পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফর মেটিকস বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়।*

পূর্ণিমার চাঁদ যে তারার (নক্ষত্র) নিকটে অস্ত যায় সেই তারার (নক্ষত্র) অনুসারে বাংলা মাসের নাম ১২টি হয়েছে।

তারা বা নক্ষত্রের নাম ও বাংলা মাসের নাম :

১. বিশাখা তারার নিকটে চাঁদ অস্ত গেলে– বৈশাখ।

২. জেষ্ঠ্য তারার নিকটে চাঁদ অস্ত গেলে– জৈষ্ঠ্য।

৩. পূর্বাষাড়া তারার নিকটে চাঁদ অস্ত গেলে– আষাঢ়।

৪. শ্রাবনা তারার নিকটে চাঁদ অস্ত গেলে– শ্রাবন।

৫. পূর্ব ভাদ্রপদ তারার নিকটে চাঁদ অস্ত গেলে– ভাদ্র।

৬. অশ্বিনী তারার নিকটে চাঁদ অস্ত গেলে– আশ্বিন।

৭. বৃত্তিকা তারার নিকটে চাঁদ অস্ত গেলে– কার্তিক।

৮. মৃগশিরা/মার্গশীর্ষ তারার নিকটে চাঁদ অস্ত গেলে– অগ্রহায়ন।

৯. পুষ্যা তারার নিকটে চাঁদ অস্ত গেলে– পৌষ।

১০. মখা তারার নিকটে চাঁদ অস্ত গেলে– মাঘ।

১১. পূর্ব ফালগুনী তারার নিকটে চাঁদ অস্ত গেলে– ফাল্গুন।

১২. চিত্রা তারার নিকটে চাঁদ অস্ত গেলে– চৈত্র।

বলা হয় ১লা বৈশাখ বাঙ্গালী জাতি সত্তার উৎস আবার বলা হয় এ দিনটি বাংলাদেশের মানুষের জাতিসত্তার পরিচয়বহ। কথাটি ঐতিহাসিকভাবে সত্য নয়। ইতিহাস বলে এক সময় বাঙ্গালীর বছরের শুরুটা ছিল অগ্রহায়ন মাস থেকে। অগ্র মানে প্রথম, হায়ন অর্থ বছর তাহলে অগ্রহায়ন (অগ্র + হায়ন = অগ্রহায়ন) মানে হলো বছরের ১ম মাস। পূর্বে বাঙ্গলায় প্রধান ফসল ছিল 'হৈমিন্তীক ধান' যা অগ্রহায়ন মাসে সংগ্রহ করা হত এবং প্রজাগণ এটা দ্বারা খাজনা দিত। পরবর্তীতে মোঘল বাদশাহ সম্রাট আকবর দ্বারা বৈশাখকে ১ম মাস ধরা হয় নানাবিধ সুবিধার জন্যে। বাংলা ভাষার মাসের নামগুলো উত্তর ভারতেও দেখা যায় এবং হিন্দী ভাষার সাথেও এর মিল আছে। বাংলা সাল গণনা সাবেক পাঞ্জাবেও ছিল এবং দক্ষিণ এশিয়ার অনেক অঞ্চলেও ছিল।

উল্লেখ্য যে, সাবেক পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে ১৯১৯ সালে বৃটিশ আমলে বৈশাখী মেলাগুলোতে বহু লোক মারা যায়। এর প্রতিবাদে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৃটিশ উপাধি 'স্যার' ছেড়ে দিয়ে ছিলেন। সুতরাং এতে বুঝা যায় বাংলা মাস সন এর মধ্যে বাঙ্গালিত্ব খুঁজা নিরর্থক। কারণ অবাঙ্গালী অঞ্চলেও এটার প্রচলন ছিল। তাই এ কথা বলা ঠিক না যে, পহেলা বৈশাখ হচ্ছে বাংলাদেশীদের জাতি সত্তার পরিচায়ক কিংবা উৎস।

যতটুকু জানা যায় তা হলো নববর্ষের উৎসব শুরু হয়েছিল ইরানে (পারস্যে) নওরোজ উৎসব হিসাবে। পরবর্তীতে মোঘল বাদশার আমলে আমাদের দেশে এটি প্রথম শুরু হয় নওরোজ উৎসবের আদলে। আরম্ভটা ছিল দোকানদারগণ তাদের স্থায়ী গ্রাহকদের দা'ওয়াত করে মিষ্টি খাওয়াতেন এবং 'হাল খাতা' চালু করেন। হাল আরবী শব্দ, খাতা ফারসি শব্দ, আর দোকান শব্দটিও ফারসি। সুতরাং 'হাল খাতা' অর্থ দাঁড়ায় দোকানে নতুন হিসাব খাতা খোলা। স্থায়ী গ্রাহকগণ এ দিনে বকেয়া পরিশোধ করতেন, মিষ্টি খেতেন। এটিকে বলে হাল খাতার উৎসব। ধর্ম ভেদে তখন উৎসবের ধরণ ভিন্নতর ছিল। যেমন- হিন্দুদের দোকানের সুগন্ধির জন্য ধূপ-ধোয়ার ব্যবস্থা হত আর মুসলিমদের দোকানের সুগন্ধির জন্য গোলাপ পানি ও আতর ছড়ানো হত। গোলাপ ফুলকে হিন্দুগণ মনে করতেন মুসলমানি ফুল তাই তাদের পূজায় এটা ব্যবহার হয় না। মুসলিম দোকানদাররা গোলাপ ফুলের তোড়া দিয়ে দোকান সাজাত। এই তোড়া শব্দটিও আরবী ভাষা থেকে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে গোলাপ (গুলাব) ফুলের সংস্কৃতি এসেছে মুসলিম ইরান থেকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পূর্বে হাল খাতা সংস্কৃতিতে ধর্মভেদে পার্থক্য হত। বর্তমানে উক্ত পার্থক্যকে সাম্প্রদায়িকতা বলে ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের মুসলিম নাগরিক হিসাবে নবীন প্রজন্মকে সতর্ক করতে হবে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সমন্ধে।

ইসলামের ইতিহাসে পাওয়া যায়, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হিযরতের পরে দেখলেন যে, মদীনার ইয়াহূদীগণ বছরে ২টি দিনে উৎসব করে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, প্রাচীনকাল থেকে তারা দেখে আসছেন ১মটি নববর্ষ উৎসব আর ২য়টি অন্য উৎসব। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের জন্য ঐ ২টি দিন পরিবর্তে অন্য ২টি দিনের অর্থাৎ- ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।[৭০]

সুতরাং মুসলিম সংস্কৃতিতে বছরে উৎসব হলো ২টি। সে উৎসব দু'টি হলো অন্যকে শামিল করা। পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী সবাইকে নিয়ে উৎসব যা শুরু হয় সকাল বেলায় মাঠে যেয়ে ২ রাকা'আত সলাতের মাধ্যমে। উত্তম খাদ্য খাওয়া ও অন্যকে খাওয়ানো, উত্তম পোষাক পরিধান করা ও অন্যকে করানো এবং কুশল বিনিময় ইত্যাদির মাধ্যমে দিন ২টি উৎযাপিত হয়।

কিন্তু বর্তমানে পহেলা বৈশাখে উৎসবের আবরনে এমন অনেক কিছু অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে যা দেখে নতুন প্রজন্ম সেগুলোকে জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ মনে করছে। এখন মনে করা হয় যে, 'সানকিতে পান্তা ইলিশ' ও 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' এ দু'টি বৈশাখী সংস্কৃতি তথা জাতীয় সংস্কৃতির প্রতীক। প্রকৃতপক্ষে এগুলোর সাথে বৈশাখের কোনই সম্পর্ক নেই। ঘটনাক্রমে ১৯৮৮ সনের ২৯ ডিসেম্বর ঢাকার চারুকলা ইন্সটিটিউট শিল্পী জয়নুল আবেদীন জন্মোৎসবে শোভাযাত্রা আয়োজন করে। উদ্দেশ্যটা ছিল খুব ভাল অর্থাৎ- দুর্গতদের সাহায্যের জন্য কাপড়, টাকা, খাদ্য ইত্যাদি সংগ্রহ করা। কালক্রমে সেটাই ঠাই নিয়েছে পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভা যাত্রা হিসেবে।

পহেলা বৈশাখে বিভিন্ন প্রাণী যেমন- পেঁচা, বাঘ, কুমির, হাতি ও অন্যান্য জীবজন্তুর প্রতিকৃতি ও মুখোশ যা কি-না হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন দেবতা ও দেবতার বাহন হিসাবে চিহ্নিত– সেগুলো নিয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রা করা হয়। তাছাড়া মা কালীর লোহিত জিহ্বা, গনেশের মাথা, মনসাসর্প মূর্তির উল্কি এগুলো ঐ শোভা যাত্রায় থাকে। এগুলো হলো বিশেষ একটি ধর্মের আধ্যাত্মিকতার প্রতিফলন। কিন্তু এই বিশেষ ধর্মের মঙ্গল শোভাযাত্রায় বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড দেশের সকল মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের অংশ গ্রহণের জন্য প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। মনে রাখা দরকার চারুকলা ইন্সটিটিউট আর মাদরাসা এক নয়।

ঢাকায় মহর্‌রম উপলক্ষে শী'আদের তাজিয়া মিছিল হয়। এখন যদি প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি করা হয় যে, উক্ত মিছিলে

[৭০] *সুনান আবূ দাউদ, সুনান আত্ তিরমিযী, সুনান আন্ নাসায়ী, মুসনাদ আহমাদ।*

দেশের সুন্নি মুসলিমসহ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকলকে অংশ গ্রহণ করতে হবে, তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে?

আরেকটি আপত্তিকর বাঙ্গালিয়ানা মহোৎসব চলছে তা হলো পান্তা-ইলিশ ফ্যাশন। পহেলা বৈশাখ মানে পান্তা-ইলিশ উৎসব যেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য চর্যাপদ থেকে অদ্যাবধি আধুনিক বাংলা সাহিত্য পর্যন্ত কোথাও 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' ও 'পান্তা-ইলিশ' দু'টি যুগল শব্দ পাওয়া যায় না। এমনকি বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত ব্যবহারিক বাংলা অভিধানেও উক্ত যুগল শব্দ দু'টি পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের দরিদ্র কৃষকদের হেয় করে রমনা বটমূলে পান্তা-ইলিশ মহোৎসবে এবং মঙ্গল শোভা যাত্রায় বহু লোক সমাগম হওয়াতে অস্থায়ীভাবে ইট-খুটি-ত্রিপল দিয়ে ঘর বানিয়ে ইটালিয়ান হোটেল খুলে বসে প্রচুর টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে একশ্রেণীর মুনাফাখোরগণ। যতদূর জানা যায়– ষাটের দশক থেকে পহেলা বৈশাখের বর্তমান ধাচের মহোৎসব চালু হয়ে আসছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সনের উৎসব অতীত ছিল চৈত্র মাসের শেষ দিন 'চৈত্র সংক্রান্ত' মেলা। আর ১লা বৈশাখের দিন 'হালখাতা' যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি সেটা করা। আসলে মুনাফাবাজদের লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ঐ পান্তা-ইলিশ সংস্কৃতিতে। দেখা যায় পাঁচ টাকার পান্তা ভাত সানকি (মাটির পাত্র)তে বিক্রি হয় একশত টাকা আর ইলিশের টুকরার কথা নাই বা বললাম। এভাবে দরিদ্র কৃষকের প্রতি উপহাস করা হচ্ছে। নববর্ষ অনেক ক্ষেত্রে মেলা সর্বস্ব হয়ে গেছে। আর হয়েছে কৃষক সমাজের প্রতি তাচ্ছিল্যমূলক কাজ। বাংলার আবহমান কাল ধরে এ ধরনের মহোৎসবের প্রচলন ছিল না কখনো। বাংলাদেশের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী পহেলা বৈশাখে সানকিতে পান্তাভাত খাচ্ছেন ইলিশ মাছ দিয়ে এটা কেমন সংস্কৃতি। বাংলাদেশী হিসাবে আমাদের এ ধরনের কার্যকলাপের যুক্তিসঙ্গ প্রতিবাদ করা উচিত। সতর্ক করতে হবে আমাদের অসচেতন নতুন প্রজন্মদেরকে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে ভদ্রভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা করতে হবে।

একটা কথা উল্লেখ করতে চাই যে, পান্তাভাত খাওয়া কোনমতেই নিন্দনীয় নয়। বাংলাদেশের ৮০% লোক গ্রামে বসবাস করে। সকালে পান্তাভাত, লবন, শুকনো বা কাঁচা মরিচ, পিয়াজ দিয়ে কিংবা তরকারী বা ডাল দিয়ে খাবারের প্রচলন বহুকাল থেকে চলে আসছে। আমাদের গাজীপুরে গ্রামের লোকেরা কাঁঠাল/আনারস দিয়ে পান্তাভাত খেতো। কোথাও কোথাও বিচাকলা (বিচিকলা) দিয়ে পান্তা ভাতের প্রচলন ছিল। দুধ দিয়ে কিংবা ভর্তা দিয়ে পান্তা খেতে দেখেছি।

১৯৯৯ সালে জাইকার বৃত্তি পেয়ে আমি তিন মাস জাপান ছিলাম। টিআইসি (TIC) মাসিক পত্রিকায় ইংরেজীতে টপিকস লিখেছিলাম 'ইনট্রোডাকশন অব মাই কানট্রি বাংলাদেশ'। এতে পান্তাভাত গ্রামের বহু লোকজন সকালে খেয়ে কাজকর্মে বেড়িয়ে যান বলে উল্লেখ করেছিলাম। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলতে যেয়ে আমি বলেছি রাইস স্যুপ (Rice Soup) গ্রামের লোকজন খায়। সেখানে পান্তাভাতকে আমি নাম দিয়েছিলাম রাইস স্যুপ। আমি নিজেও মাঝে মধ্যে গরম কালে পান্তাভাত (রাইস স্যুপ) খাই। উল্লেখ্য যে, আমেরিকা নিউট্রিশন এসোসিয়াশনের গবেষনায় বলেছে যে, ভাত পানিতে ভিজিয়ে রাখলে হজমের অনেকগুলো এনজাইমের (Enzymes) কার্যকারিতা বহুগুনে বেড়ে যায় ফলে হজমের জন্য বেশ উপকারী। তাছাড়া ভিটামিন বি-৬, বি-১২ এগুলোর ভাল উৎস হলো পান্তাভাত। দেহের জন্য উপকারী ব্যাকটেরিয়া এ পান্তা ভাতে তৈরী হয়। ভারতের আসাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ বলেছেন, নিয়মিত সকালে পান্তাভাত খেলে পেটের সমস্যা ও কোষ্ঠকাঠিন্যতা দূর হয়। দেহ ও মন সতেজ থাকে এবং শরীরের তাপমাত্রার ভারসাম্য বজায় থাকে। তারা আরো বলেছে নিয়মিত পান্তা ভাত খেলে হার্ট ভাল থাকে, ব্লাড প্রেসার স্বাভাবিক থাকে। তাছাড়া বলিষ্ঠ শরীর গঠনে, ত্বক ও চুল উজ্জল করতে পান্তাভাতের বিকল্প নেই। পান্তাভাবে আয়রন, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রচুর তৈরী হয়। তবে সোডিয়াম কম তৈরী হয় বিধায় পান্তাভাত খেতে লবনের প্রয়োজন হয়।

সুতরাং ইলিশ মাছ দিয়ে পান্তাভাত আমাদের পূর্বপুরুষগণ খেয়েছেন এমন কোন নজির নেই। এটা এক শ্রেণীর ধর্ম নিরপেক্ষ দাবীদার বুদ্ধিজীবীদের বিলাসিতা জনিত নতুন আবিষ্কার। আর সানকিতে খাওয়াটা উপহাস ছাড়া আর কিছু নয়। এটা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। ###

ইসলাম ও আধুনিক সংস্কৃতি : একটি বিশ্লেষণ

–মুহাম্মদ আব্দুল জলিল খান*

ভূমিকা : মানব জীবনের বিকশিত রূপই প্রতিফলিত হয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির অপরিহার্য ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষা, সভ্যতা, ভদ্রতা, শিষ্টতা, ন্যায়-পরায়ণতা, উদারতা, সুবিচার, আদল, ইনসাফ, জ্ঞান তথা সকল মানবিক গুণের বিকাশ ও সৃষ্টির কল্যাণে আত্ম নিবেদিত সমাজ। সংস্কৃতি হচ্ছে– জীবন সত্ত্বার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের সামগ্রিক রূপ। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ মতাদর্শ বা জীবন দর্শন। ব্যক্তি বা সমষ্টি জীবনের বিভিন্ন স্তরে ইসলামী জীবনবাদের যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তাই ইসলামী সংস্কৃতি বা তমদ্দুন। অন্যান্য সংস্কৃতিগুলোও গড়ে ওঠে তেমনি জীবন ও জগত সম্পর্কে মতাদর্শের দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করে।[৭১]

সংস্কৃতির পরিচয় : সমাজে সংস্কৃতি শব্দটি বহুল প্রচলিত ও সর্বজন গৃহীত একটি শব্দ, যার ব্যবহার ও প্রয়োগ সর্বত্র। কারণ সংস্কৃতি কথাটা উচ্চারণ করাটা অনেক সহজ। তাই সবাই সর্বক্ষণ বুঝে না বুঝে, জেনে না জেনে শব্দটি নানা প্রসঙ্গে উচ্চারণ করে থাকেন; কিন্তু সংস্কৃতির সঠিক তাৎপর্য নির্ণয় করা কঠিন।[৭২]

সংস্কৃতির আরবী প্রতিশব্দ الثقافة। "সংস্কৃতি" শব্দটি সংস্কার শব্দ হতে উদগত হয়েছে।[৭৩]

শব্দটি পরিমার্জন, অনুশীলন, উৎকর্ষ সাধন, সংশোধন, শুদ্ধি, সভ্যতা, ভদ্রতা, শিষ্টতা, রুচিশীলতা, উন্নয়ন, কৃষ্টি (Culture) অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৭৪]

আরবী ভাষায় সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে তিনটি শব্দে প্রকাশ করা হয়। প্রথমটি হলো– সাকাফাহ (ثقافة) দ্বিতীয়টি হলো– "তাহযীব" (تهذيب) যার অর্থ : সুবিন্যস্তকরণ, রুচিসম্মতকরণ, কেঁটে সমান করা, মেরামত করা, ঝাড়া-মোছা করা। যে ব্যক্তি বা সমষ্টি আপন চিন্তা-চেতনা ও জীবনধারার মধ্যে দিয়ে নিজেকে সজ্জিত, নন্দিত, পরিশীলিত ও সমাদৃত করে উপস্থাপন করতে পারে, তাকে সংস্কৃতিবান বা সত্য বলা হয়। তৃতীয়টি হলো– তামাদ্দুন (تمدن) তামাদ্দুন শব্দটি মূলতঃ আরবী। এটা মদীনা বা মুদন (مدن) শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে– শহর বা নগর। নগর জীবন ও শহর জীবনের ধারা ও চিন্তা-চেতনা যেহেতু গ্রামীন জীবন ধারা ও চিন্তা-চেতনার তুলনায় অনেক দিক থেকে পরিশীলিত ও মার্জিত হয়ে থাকে, তাই নগর সভ্যতা, নগর কৃষ্টি ও আচার-আচরণ আশ্রিত জীবনাচার তামাদ্দুন রূপে খ্যাত। বাংলা ভাষায় সাধারণতঃ তামাদ্দুন বলতে সংস্কৃতি কথাটা ব্যবহার করা হয়।[৭৫]

অধ্যাপক হাসান আইয়ুব বলেন, 'সাকাফাত'-এর পারিভাষিক অর্থ সভ্যতা, সংস্কৃতি, চরিত্র গঠন, নৈতিক উৎকর্ষতা ও উন্নত প্রশিক্ষণ এবং সংস্কৃতিবান তাকেই বলা হয়, যার আচরণ ভদ্র ও সৌজন্যমূলক, যে উন্নত, আদব-কায়দাও ব্যবহারের অধিকারী, উত্তম চরিত্রের প্রতীক, সৎকর্মশীল জীবন-যাপনকারী, 'আমলে সালিহ দ্বারা তার জীবন সজ্জিত ও সুশোভিত এমন ধরনের অতুলনীয় নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত ও বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ব্যক্তিকেই আরবীতে বলা হয় 'ফুলানুন মুসাক্কাকু'। অর্থাৎ- অমুক ব্যক্তি মেধা, জ্ঞান, পাণ্ডিত্ব, সংস্কৃতি ও আচরনে সর্বাধিক রুচিশীল ও ভদ্র।[৭৬]

সংস্কৃতি শব্দটি এককালে ভদ্রতা, শিষ্টতা, সভ্যতা, রুচিশীলতা, মার্জিত, পরিশীলিত, পরিচ্ছন্নতা, রুচিবোধ, তীব্র সচেতনতা, পরিপাটি, তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন, মানুষের আদত বা অভ্যাস, Smartness ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হলেও কালের বিবর্তনে, দুর্ভাগ্যবশতঃ মানুষ আজ সংস্কৃতি বলতে নগ্নতা, বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা, নির্লজ্জতা, নৈতিকতা ও চরিত্র হননকারী গান-বাজনা ও নৃত্য-সঙ্গীত, যৌনাবেদনাময়ী সঙ্গীত ও অঙ্গ-ভঙ্গিকে বুঝে থাকে। সুতরাং সংস্কৃতি সম্পর্কে বর্তমান ধারণা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা একান্ত কর্তব্য।

ইসলামী সংস্কৃতি : ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও জীবন দর্শনের নাম। তাই দ্বীন যেমন পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র জীবন পরিব্যপ্ত, তেমনিই সংস্কৃতি ও পূর্ণাঙ্গ জীবন পরিব্যাপ্ত।

---

* *সভাপতি- ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও উপ-গ্রন্থাগারিক- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

[৭১] *সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইসলামী প্রেক্ষিত- ঢাকা, ইঃ ফাঃ বাং কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৯।*

[৭২] *আল মু'জামুল ওয়াসীত- পৃঃ ৯।*

[৭৩] *'আবদুস শহীদ নাসিম, শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি- ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ১ম সং, ১৯৯৭ মুদ্রণ, পৃঃ ১৩।*

[৭৪] *সাহিত্য সংসদ- অশোক রায়, কোলকাতা : জানুয়ারী ১৯৯০ খ্রিঃ, পৃঃ ২০৩।*

[৭৫] *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য- ডঃ হাসান জামান, ঢাকা : ইঃ ফাঃ বাং, জুন- ১৯৮৭ খ্রিঃ, পৃঃ ১।*

[৭৬] *ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি- অধ্যাপক হাসান আইয়ূব, ঢাকা : ইঃ ফাঃ বাং, ১৪২৫ হিঃ/২০০৮ খ্রিঃ, পৃঃ ১৮।*

মূলতঃ মানব জীবনের জন্য একমাত্র অনুপম ও অনুকরণ যোগ্য সংস্কৃতি হলো ইসলামী সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বলতে যা কিছু বুঝায় এবং মানুষ ও মানব সমাজের যত মার্জিত, পরিশুদ্ধ, সংস্কারপ্রাপ্ত ও মননশীল দিক এবং বিভাগ থাকতে পারে, সেগুলোকে যথার্থ উৎকর্ষ ও পূর্ণতা দিতে পারে ইসলাম। অধ্যাপক হাসান আইয়ূব বলেন, "ইসলামী সংস্কৃতি বলতে আল্লাহ প্রদত্ত পয়গাম ও ইসলামী শরী'আতের বুনিয়াদে মানুষের সামাজিক জীবনের সৌজন্যমূলক আচরণ, শিষ্টাচার, সৎকর্মশীলতা ও উন্নত নৈতিকতাকে বুঝায়। মানুষের জীবনের সকল কর্মকাণ্ডই ইসলামী সংস্কৃতির আওতাভূক্ত যা মানবতার আদর্শ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পদাঙ্ক অনুসরনে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত।" এক কথায় ইসলামী সংস্কৃতি হলো– কুরআন ও সুন্নাহের বুনিয়াদে পরিচালিত মানব জীবনের সকল কর্মকাণ্ড ও ক্রিয়া-কলাপ ও আচরণ।"[৭৭]

মোটকথা, ইসলামী সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে দ্বীনভিত্তিক, আর এই দ্বীনি ভাবধারাই তার প্রানশক্তি ও আসল নিয়ামক। এ সংস্কৃতির মাধ্যমে একজন মানুষ ধর্মভীরু, নীতিবান ও অনুপম চরিত্র মাধুর্যে সুশোভিত হতে পারে। সৎ ও নিষ্ঠাবান মানবসম্পদ সৃজনে এর বিকল্প কোন মাধ্যম নেই।

ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য : ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ রচিত হয়েছে কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে। তাই তো কুরআনে ঘোষিত হয়েছে,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

"অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম জীবনাদর্শ।"[৭৮]

ইসলামী সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাওহীদ। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি অবিচল বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে ইসলামী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। যেমন- পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে–

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِيْنًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا﴾

"যে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে সৎ কাজে নিয়োজিত থাকে এবং একনিষ্ঠ ইব্‌রা-হীমের ধর্ম অনুসরণ করে, তার চেয়ে উত্তম ধর্ম কার?"[৭৯]

ইসলামী জীবন দর্শন ও মূল্যবোধগুলোই ইসলামী সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। যার উপর নির্ভর করে তার বিশাল সৌধ ও শাখা-প্রশাখা গড়ে উঠে। ইসলাম ধর্ম যেহেতু আদর্শ ও উদার, মানবিক ও সাবজনীন। সেহেতু এ ধর্মের সংস্কৃতি ও তামাদ্দুন সর্বকালের ও সার্বজনীন। ইসলামী জীবন দর্শনের সার্বজনীন মূলনীতির উপরে ইসলামের সংস্কৃতির স্বরূপ ও রূপরেখা প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের মূল্যবোধ এ সংস্কৃতির প্রাণ। ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক দর্শন হলো– আল্লাহ, ফেরেশ্‌তা, আসমানী গ্রন্থসমূহ, নাবী-রাসূলগণ, তাকদীর, পূনরুত্থান ও প্রতিফল দিবসের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন। ইসলাম ফিতরাতিভাবেই এ প্রত্যয়বোধের উপর নির্ভরশীল, জ্ঞানগতভাবে নয়। যা মহান আল্লাহর একত্ববাদে এবং নৈকট্য লাভে উদ্বুদ্ধ করে।

বৈধ চিত্ত বিনোদন ও ইসলামী সংস্কৃতি : ইসলামে নির্মল বিনোদন এবং খেলাধুলা ও শরীর চর্চা জায়িয। বৈধ খেলা যেমন- দৌড় প্রতিযোগিতা, তার নিক্ষেপ, বল্লম চালানো, ঘোড় সওয়ার, শিকার করা, সাঁতার প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। অবৈধ খেলা যেমন- জুয়া ও লটারী, পাশা খেলা, দাবা খেলা ইত্যাদি। চিত্তবিনোদন শব্দের অর্থ হৃদয়ের প্রফুল্লতা সম্পাদন, মনোরঞ্জন ও মনোতুষ্টি সাধন করা। এটি সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিনোদন মানবমনের সৌন্দর্য পিপাসা থেকেই প্রকাশ পায়। ইসলাম চিত্ত বিনোদনের প্রয়োজনীয়তাকে কখনও অস্বীকার করে না, যে ধরনের চিত্তবিনোদন মানবীয় সৌন্দর্যবোধকে বিকশিত করে তার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। নির্দোষ হাস্যরস, আনন্দ-ফুর্তি ও কৌতুককে ইসলামী সংস্কৃতি গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও মহান চরিত্রবান সাহাবীগণ হাসি-ঠাট্টা করতেন। তবে তাঁদের কৌতুক ছিল শিক্ষণীয়, সত্য ও উপদেশমূলক। যেমন- হাদীসে এসেছে–

আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের সাথে হাসি-খুশি থাকতেন। একদা তিনি আমার ছোট ভাইকে বললেন : হে আবূ 'উমায়ের! তোমার নুগায়ের (বুলবুলি) পাখিটির কি খবর? 'উমায়েরের একটি ছোট বুলবুলি পাখি ছিল। সে সেটা নিয়ে খেলা করত। পরে পাখিটি মারা গেল।[৮০]

আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন। একদা নাবী এক বৃদ্ধা মহিলাকে

[৭৭] *ইসলামী সংস্কৃতি- হাসান আইয়ূবী, স্মারক, জাতীয় সংস্কৃতিক সম্মেলন- ২০০২ খ্রিঃ, পৃঃ ১৪৩।*
[৭৮] *সূরা আল আহ্‌যা-ব ৩৩ : ২১।*
[৭৯] *সূরা আন্ নিসা ৪ : ১২৫।*
[৮০] *জামে' আত্ তিরমিযী- পৃঃ ৭৫।*

কৌতুক করে বললেন : "কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। বৃদ্ধ আরয করল, কী কারণে তারা জান্নাতে যাবে না? অথচ বৃদ্ধা মহিলা কুরআন পাঠ করত। তখন নাবী-কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন : তুমি কি কুরআনের ﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ۝ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا﴾ অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই আমি মহিলাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করব এবং তাদেরকে কুমারী বানাব"-এ আয়াত পাঠ করনি?[৮১]

মানুষ কেবল আনন্দ-ফূর্তিতে মশগুল হয়ে থাকবে এবং ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সর্বপ্রকার চিত্তবিনোদনে জীবনের মহামূল্যবান সময় অতিবাহিত করবে, ইসলাম তা মোটেই পছন্দ করে না। কেননা তার ফলে মানুষ মহান আল্লাহর যিক্‌র থেকে গাফিল হয়ে যেতে পারে। আর মহান আল্লাহর যিক্‌র থেকে গাফিল হয়ে যাওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের পক্ষে নৈতিক ও মানবিক উভয় দিকের চরম বিপর্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। চিত্তবিনোদনের দু'টি দিক বা মাধ্যম আছে। বৈধ দিক ও অবৈধ দিক। বিনোদনের যে সকল উপকরণ ও মাধ্যম মানবীয় গুণাবলীকে নষ্ট করে বা প্রভাবিত করে এবং অশ্লীলতাকে ছড়িয়ে দেয়, ইসলামী সংস্কৃতি সে ধরনের বিনোদন ও Culture অনুমোদন কখনো দেয় না। যেমন- আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

"যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার ঘটুক, তাদের জন্যে রয়েছে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।"[৮২]

যে বিনোদন মানবীয় আত্মাকে জাগ্রত করে, প্রাণ চঞ্চল করে এবং সত্য ও সুন্দরের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না সেটিই ইসলামী সংস্কৃতিতে গ্রহণীয়।

আধুনিক সংস্কৃতির স্বরূপ : সংস্কৃতি মানুষকে সুন্দর করে, মানুষের ভিতরে সুস্থতা ও পরিশুদ্ধতা আনয়ন করে। অর্থাৎ- সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে মানবিক মহিমা ও মহত্বের বিকাশ ঘটে এবং সংস্কৃতি জীবন সত্ত্বার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের মধ্যে সমন্বয় ঘটায়। কিন্তু বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আধুনিক সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত মানুষ না হয়ে অমানুষে পরিণত হচ্ছে। সংস্কৃতি চর্চার উর্বর ও অনুকূল স্থানগুলো বেহায়াপনা ও আড্ডাখানায় পরিণত হচ্ছে। সংস্কৃতি শব্দটি যদিও সভ্যতা, ভদ্রতা, শিষ্টতা ও পরিশীলিত জীবন চেতনার মাধ্যম হিসেবেই ব্যবহৃত। কিন্তু বাস্তব অর্থে আজ ইতর, লম্পট ও দুশ্চরিত্র এবং কুৎসিত প্রবৃত্তিই এখানে প্রাধান্য পায়। আধুনিক সংস্কৃতি (Modern Culture) চর্চায় প্রেম রুপান্তরিত হচ্ছে হিংসা, ব্যভিচার, আত্মহনন, চরিত্রহনন, জিঘাংসা, স্বার্থপরতা, ভোগের মানসিকতা, মদ্যপান, ধুমপান ইত্যাদিতে ঘর ভেঙ্গে গড়ে উঠেছে ক্লাব, গড়ে উঠেছে নারী স্বাধীনতার নামে স্বল্পবসনার নারীদের নিয়ে বিচিত্রমুখী বেশরম-লজ্জাহীন জীবনাচরণ, সংস্কৃতি চর্চার পরতে পরতে ছড়িয়ে পড়েছে এক সম্ভ্রমহীন নোংরা-অসভ্য দেহবাদী জীবনবোধ, এ ভয়াবহ অসংগতিকে বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের দুর্বলতা বলে ধরে নেয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত। আসলে এ পাপমনস্কতা ও অসঙ্গিতি আধুনিক সংস্কৃতির একটা অবিচ্ছেদ্য উপাদান হয়ে উঠেছে।[৮৩]

নৃত্য-সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের সুর মূর্ছনা বর্তমান আধুনিক সমাজে চিত্তবিনোদনের আকর্ষনীয় উপকরণরূপে স্বীকৃত ও গৃহীত। বিশেষভাবে শিক্ষিত-প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত সুন্দরী যুবতীরাই সাধারণতঃ নাচ-গানের প্রধান আকর্ষন এবং নায়িকা-গায়িকাদের অর্ধবস্ত্র, অর্ধউলঙ্গ, অঙ্গভঙ্গিই বর্তমান আধুনিক সংস্কৃতির প্রধান ফ্যাশন। আধুনিক সমাজে সংস্কৃতি নিছক চিত্ত বিনোদনের উপায় ও মাধ্যম বলে বিবেচিত এবং যে সব অনুষ্ঠানে এ চিত্ত বিনোদন পূর্ণমাত্রায় সম্পন্ন হতে পারে তা অবশ্যই গ্রহণীয়। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, চিত্ত বিনোদনের ক্ষেত্রে চিত্তের দাবির কোন সীমারেখা নেই। সেখানে তো প্রতি মুহূর্ত 'আরো চাই, আরো দাও' এর দাবিই উচ্চারিত হতে থাকে। তাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেখানে নিত্য নতুন ধরনের ও অভিনব ভঙ্গিতে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে জনগণের সাংস্কৃতিক ক্ষুধা নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা হয় অবিশ্রান্তভাবে। এ অপসংস্কৃতির আগ্রাসন, এ আত্মবিভ্রম ও আত্ম প্রতারণার কারণেই আধুনিক সংস্কৃতির আজ এ অশুভ রুপান্তর। সংস্কৃতির পরাজয় যেহেতু জীবনের পরাজয়, সংস্কৃতির দিক ভ্রষ্টতা যেহেতু সমগ্র জাতির মুখাবয়বকে ধীরে ধীরে কদাকার ও কুৎসীত করে তোলে। সুতরাং এ ভয়ঙ্কর সংস্কৃতির রোগ-জীবানুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা সর্বাধিক বাঞ্চনীয়। শুধু তাই নয়, বরং মতলববাজ সংস্কৃতি হিতৈষী ও সংস্কৃতিজীবীদের দূষিত অক্টপাশ থেকে যুব-সমাজকে মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ###

[৮১] *শারহুস্ সুন্নাহ- ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৮; সূরা আল ওয়া-ক্বি'আহ্ ৫৬ : ৩৫-৩৬।*

[৮২] *সূরা আন্ নূর ২৪ : ১৯।*

[৮৩] *একজন অসহিষ্ণু মৌলবাদীর সংস্কৃতি-চিন্তা- অধ্যাপক আবু জাফর, ঢাকা : দৈনিক ইনকিলাব, শুক্রবার, ৩১শে জানুয়ারী, ২০০৩ খ্রিঃ, পৃঃ ১১।*

নাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুকরণের নানান দিক

অনুবাদ : মুহাম্মদ রাজিউল ইসলাম

[পর্ব- ০১]

নাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রই তার সীরাতকে সকল উন্নত চরিত্রের আধার দেখতে পাবে। জ্ঞানী-গুনী, বিদগ্ধ ও পণ্ডিত সকল ব্যক্তিই তার জীবনীকে এমনই বিবেচনা করে থাকেন।

তিনি (সাল্লাল্লা-হু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ভালো আচরণের অনুপম আদর্শ : নাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

“নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী।”[৮৪]

আল কুরআনই ছিল নাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর চরিত্র।[৮৫]

আল কুরআন যে বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করত তিনি (সাল্লাল্লা-হু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাতে সন্তুষ্ট থাকতেন। আর কুরআন যে বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করত তিনি তাতে ক্রুদ্ধ হতেন।[৮৬] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কখনো অশ্লীল ও কটুভাষী ছিলেন না, কখনও অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করেননি। তিনি কখনো বাজারে গিয়ে হট্টগোল করতেন না। তিনি মন্দ আচরণের মাধ্যমে মন্দ আচরণের প্রতিশোধ নিতেন না। বরং তিনি ক্ষমা ও মার্জনা করতেন।[৮৭]

উম্মুল মু’মিনীন সাফিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহর চেয়ে উত্তম চরিত্রের কাউকে কখনও দেখিনি।”[৮৮]

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) বলেন, “আল্লাহর কসম! আমি নয় বছর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সেবা করেছি। আমার জানা নেই কখনো আমার কোন কাজে তিনি বলেছেন কি-না যে, তুমি এটা কেনো করেছ? ওটা কেনো করেছ? অথবা আমি কোনো কাজ না করে থাকলে –তুমি কেনো এটা করোনি? কেনো ওটা করোনি?[৮৯]

আনাস (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) আরো বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সর্বোন্নত চরিত্রের মানুষ ছিলেন। একদিন কোনো প্রয়োজনে তিনি আমাকে পাঠালেন। আমি বললাম : আমি যাব না। কিন্তু আমার অন্তরে ছিল নাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন আমি তাতে যাব। আমি সেই উদ্দেশ্যে বের হয়ে যাবার পথে বাজারে একদল বালকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। হঠাৎ দেখি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পেছন থেকে আমার কাঁধে হাত রেখেছেন। আনাস বলেন, আমি তাকিয়ে দেখি তিনি হাসছেন। তিনি তখন বললেন : “হে আনাস! আমি তোমাকে যেখানে যেতে বলেছিলাম গিয়েছিলে? আনাস বলেন, আমি বললাম : হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি, হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম)!”[৯০]

ক্ষমা ও সহনশীলতার আদর্শ : মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

“আল্লাহর রহমতে তুমি সহকর্মীদের প্রতি নরম স্বভাবের হয়েছ, যদি তুমি কথায় রূঢ় ও কঠোর হৃদয়ের হতে তাহলে তারা তোমার পাশ থেকে দূরে সরে যেত।”[৯১]

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) হতে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, “আমি একদিন নাবী

[৮৪] *সূরা আল ক্বালাম ৬৮ : ৪।*
[৮৫] *সহীহ মুসলিম- হাঃ ৭৮৬, ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হা) হতে।*
[৮৬] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৩৫৫৯, সহীহ মুসলিম- হাঃ ২৩২১, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আম্‌র (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) থেকে।*
[৮৭] *তিরমিযী- হাঃ ২০১৬, ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হা) হতে।*
[৮৮] *طبرانى তার الاوسط গ্রন্থে (৬৫৭৮) সনদ হাসান فتح البارى- ابن حجر (৬/৫৭৫) তে।*
[৮৯] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ২৭৬৮, সহীহ মুসলিম- হাঃ ২৩১০।*
[৯০] *সহীহ মুসলিম- হাঃ ২৩১৩।*
[৯১] *সূরা আ-লি ‘ইমরান ৩ : ১৫৯।*

(সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে হাটছিলাম। তিনি শক্ত পাড়যুক্ত একটি নাজরানী চাঁদর গায়ে জড়িয়ে ছিলেন। একজন গ্রাম্যলোক এসে তাঁর চাঁদর ধরে হেঁচকা টান দিলো। অগত্যা আমি রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘাড়ের পাশে তাকালাম। চাদরের শক্ত পাড়ের হেঁচকা টানে ঘাড়ে দাগ পরে গিয়েছিল। বেদুঈনটি তখন বলল, তোমার কাছে মহান আল্লাহর যে মাল আছে তা থেকে আমাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দাও। তখন রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। এরপর তাকে কিছু দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।"[৯২]

লজ্জা পাবার ক্ষেত্রে আদর্শ : আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) লজ্জায় জড়সড়ো হয়ে থাকা কুমারীদের চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি অপছন্দ করেন এমন কিছু দেখলে আমরা তাঁর চেহারায় তা দেখতে পেতাম।"[৯৩]

তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) দয়া ও অনুগ্রহের আদর্শ : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

"হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে কেবলমাত্র বিশ্বজাহানের অধিবাসীদের জন্য রহমত হিসেবেই পাঠিয়েছি।"[৯৪]

এ প্রসঙ্গে আবূ যার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এক রাতে সালাতে দাঁড়ালেন। তিনি বার বার একটি আয়াত পাঠ করেই রুকূ'-সাজদাহ্ করতে লাগলেন।

﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি দাও, তারা তো তোমারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে মাফ করো তাহলে তুমি তো মহাবিজ্ঞ ও মহাপরাক্রম।"[৯৫]

আবূ যার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন, সকালে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বললাম, হে রাসূলুল্লাহ! আপনি সারাক্ষণ এই আয়াতটি পড়তে পড়তে সালাতে রুকূ'-সাজদাহ্ করছিলেন কেনো? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি মহাপরাক্রম মহান আল্লাহর কাছে আমার উম্মাতের শাফা'আত প্রার্থনা করছিলাম। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আমাকে তা দিয়েছেন। মহান আল্লাহর সাথে যে ব্যক্তি শরীক করবে না তিনি চাইলে তার জন্যই এই সুপারিশ প্রাপ্য হবে।[৯৬]

মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমাদের গোত্রের (সবয়সী যুবকদের) একটি দলে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসেছিলাম। সে সময় আমরা তাঁর কাছে ২০ (বিশ) রাত অবস্থান করেছিলাম। তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাদের সাথে খুবই রহমদিল ও বন্ধুত্বপরায়ন ছিলেন। যখন তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাদের পরিবারের কাছে ফিরে আসার আগ্রহ বুঝতে পারলেন, তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "তোমরা ফিরে যাও, পরিবারের সাথে সময় কাটাও, তাদেরকে শিক্ষা দাও এবং সালাত আদায় করো। সালাতের সময় হলে তোমাদের একজন আযান দিবে আর বয়সে তোমাদের বড় জন তোমাদের ইমামতি করবেন।"[৯৭]

তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) অতীতের সুসম্পর্ক রক্ষায় আদর্শ : 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা)'র প্রতি আমি যত বেশী ঈর্ষান্বিত ছিলাম নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর অন্য কোনো স্ত্রীর প্রতি ততটা ছিলাম না। অথচ আমি তাকে দেখিইনি। কিন্তু তার কথা নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) খুব বেশি উল্লেখ করতেন। কখনো কখনো তিনি ভেড়া যবেহ করে কয়েক অংশে ভাগ করে খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা)'র বান্ধবীদের নিকট পাঠাতেন। কখনও আমি তাকে বলতাম : দুনিয়ায় যেনো

[৯২] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৩১৪৯, সহীহ মুসলিম- ১০৫৭।*
[৯৩] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৩১৪৯, সহীহ মুসলিম- হাঃ ২৩২০।*
[৯৪] *সূরা আল আম্বিয়া- ২১ : ১০৭।*
[৯৫] *সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ১১৮।*
[৯৬] *মুসনাদ আহমাদ- হাঃ ২০৮২১, شعيب الا ناؤوط এটাকে হাসান বলেছেন।*
[৯৭] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৬২৮, সহীহ মুসলিম- হাঃ ৬৭৪।*

খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) ছাড়া কোনো নারীই নেই। তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তার প্রশংসাসূচক শব্দে বলতেন : সে এমন ছিল, সে তেমন ছিল, আর তার পক্ষে আমার সন্তানও আছে।[৯৮]

বিনয় অবলম্বনের আদর্শ : নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

"তোমার অনুসারী বিশ্বাসীদের প্রতি তোমার বহু বিনয়াবত রাখো।"[৯৯]

বাহু অবনত রাখার মানে হলো সংস্পর্শে আসতে দেয়া ও কোমল আচরণ করা। আল্লাহ তা'আলা নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে দরিদ্র মু'মিন ও অন্যান্য মুসলিমের প্রতি বিনয়, দয়া ও কোমল আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

এজন্যই নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) শিশুদের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাদেরকে সালাম দিতেন।[১০০]

একটি ছোট বালিকাও তাঁর হাত ধরে যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারত।[১০১]

তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জুতা মেরামত করতেন, কাপড় সেলাই করতেন[১০২], তাঁর ভেড়ার দুধ দহন করতেন[১০৩], দরিদ্রদের সাথে উঠাবসা করতেন, বিধবা ও ইয়াতিমের প্রয়োজনে এগিয়ে যেতেন, সামান্য কাজেও কেউ ডাকলে তিনি সাড়া দিতেন। তিনি রোগী দেখতে যেতেন, জানাযায় শরীক হতেন ও গাঁধায় চড়তেন। এমনকি ক্রীতদাসের ডাকেও তিনি সাড়া দিতেন।[১০৪]

---

[৯৮] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৩৮১৮, সহীহ মুসলিম- হাঃ ২৪৩৫।*
[৯৯] *সূরা আশ্ শু'য়ারা- ২৬ : ২১৫।*
[১০০] *বুখারী- ৬২৪৭, মুসলিম- হাঃ ২১৬৮, أنس بن مالك হতে।*
[১০১] *মুসনাদ আহমাদ- হাঃ ১১৫৩০, সহীহুল বুখারীর সমর্থনে تحقيق একে ألبانى করেছেন, تعليق এ-كتاب الارب المسكاة-এ সহীহ বলেছেন, হাঃ ৫৮০৯।*
[১০২] *মুসনাদ আহমাদ- হাঃ ২৪২২৮, عائشة হতে, ألبانى-একে صحيح এ-الغاليقات الحسان বলেছেন, হাঃ ৫৬৪৭।*
[১০৩] *ঐ- হাঃ ৫৬৪৬।*
[১০৪] *مدارج المسالكين- ২/৩২৮।*

সাহসিকতা ও বীরত্বের আদর্শ : 'আলী ইবনু আবি তালিব (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "বদর যুদ্ধের সময় যখন তীব্র সংকট সৃষ্টি হলো তখন আমরা রাসূলুল্লাহর পাশে এসে আত্মরক্ষা করতাম। সে সময় তিনি সবচেয়ে কঠোর ও সাহসী ভূমিকায় ছিলেন। সম্মুখ সময়ে মুশরিকদের কাছাকাছি তার চেয়ে এগিয়ে আর কেউ ছিল না।"[১০৫]

সহীহ মুসলিম (হাঃ ৪৫০৮)-এ বারাআ ইবনু আযিব (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, যুদ্ধের উত্তেজনা যখন ঘোরতর হত তখন আমরা রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতাম। যে বীরকে সামনে রেখে যুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে হয় তিনিই (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন সেই ব্যক্তি।

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) একাধারে সর্বোত্তম আচরণকারী, সর্বোচ্চ দানকারী এবং সবচেয়ে সাহসী ও বীর পুরুষ ছিলেন। এক রাতে মাদীনাবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। তখন শোরগোলের দিকে কিছু মানুষ যাত্রা করল।

পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটল। তাদের আগেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) শোরগোলের অনুসরণ শেষে উৎসস্থল থেকে ফিরে আসছিলেন। সে সময় তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আবূ তালহা (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)'র গদিহীন খালি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ছিলেন। তার কাঁধে তলোয়ার ঝুলে ছিল। তিনি বলছিলেন : তোমরা সন্ত্রস্ত হয়ো না, সন্ত্রস্ত হয়ো না। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্রের স্রোতের মতো গতিশীল পেয়েছি। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন, অথচ ঘোড়াটি ধীরগতির ছিল।"[১০৬]

এটা তার সামগ্রিক মু'জিযার একটি অংশ। তিনি একটি ধীরগতির ঘোড়াতে আরোহন করেছিলেন অথচ ঘোড়াটি অতি দ্রুত গতি সম্পন্নে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীতে কোন প্রতিযোগীতায় আর এই ঘোড়াকে গতিতে পরাজিত করা যায়নি। *[চলবে]*

---

[১০৫] *আহমাদ- হাঃ ১০৪৫, شعيب الا رنؤوط সহীহ বলেছেন।*
[১০৬] *আহমাদ- হাঃ ১০৪৫, شعيب الا رنؤوط এটাকে সহীহ বলেছেন।*

শবে বরাত প্রসঙ্গ

–কামাল আহমাদ

ভূমিকা : সাধারণ মানুষের এটিই বৈশিষ্ট্য যে, সে প্রচলিত প্রথানুযায়ী নিজের বিশ্বাস ও জীবন-যাপন পদ্ধতি গড়ে তোলে। ইসলাম এ ক্ষেত্রে তাকে বৈপ্লবিক দিক-নির্দেশনা দিয়ে আহ্বান জানায় :

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

"যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ের অনুসরণ করো না; নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।"[১০৭] তাকে আরো জানানো হলো :

كفى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

"কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে (তার সত্যতা যাচাই না করে) তাই বলবে।"[১০৮]

আফসোস, এ শিক্ষা থেকে মুসলিম আজ দূরে সরে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বেড়াজালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। ফলে ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার ব্যাপারে কেবল মনগড়া মানসিক শান্তনা ছাড়া কোন দলিল প্রমাণ উপস্থাপনে সে ব্যর্থ হচ্ছে।[১০৯]

এমনকি প্রতিনিয়ত নিজের ঈমান ও 'আক্বীদাহ্কে ধ্বংস করছে। এমনই একটি বিষয় 'শবে-বরাত'। এ সম্পর্কে মুফতি মুহাম্মাদ শফি হানাফী ﵀ বলেন : "শবে-বরাত সম্পর্কিত কোনো কোনো রিওয়ায়াতকে ইবনু কাসীর অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং কাযী আবূ বক্র ইবনুর আরাবি সংশ্লিষ্ট বর্ণনাগুলো 'নির্ভরযোগ্য নয়' বলে মন্তব্য করেছেন।"[১১০]

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা এর সত্যতা যাচাই করতে সচেষ্ট হব –ইন্শা-আল্লাহ।

কুরআন থেকে– আল্লাহ ﷻ বলেন :

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾

"নিশ্চয়ই আমি একে (কুরআনকে) বরকতময় রাতে নাযিল করেছিন।"[১১১]

মুফতি শফি ﵀ বলেন : "কেউ কেউ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত 'বরকতময় রাত্রি'র অর্থ নিয়েছেন 'শবে-বরাত'। কিন্তু এটা শুদ্ধ নয়। কেননা এখানে সর্বাগ্রে কুরআন অবতরণের উল্লেখ রয়েছে। আর পবিত্র কুরআন অবতরণ যে রমাযান মাসে হয়েছে, তা পবিত্র কুরআনের বর্ণনা দ্বারাই প্রমাণিত।[১১২] যেমন- আল্লাহ ﷻ বলেন :

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾

"রমাযান মাসে, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।"[১১৩]

তিনি আরো বলেন :

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾

"আমি একে (কুরআনকে) 'ক্বদর' রজনীতে নাযিল করেছি।"[১১৪]

সুতরাং বুঝা গেল, এখানে 'মুবারক রাত্রি' বলে শবে-ক্বদরই বুঝানো হয়েছে।[১১৫]

হাদীস থেকে– 'আয়িশাহ্ ﵂ বলেন : নাবী ﷺ বলেছেন : "আল্লাহ ﷻ মধ্য শা'বানের রাত্রিতে নিকটতম আসমানে অবতীর্ণ হন এবং 'কাল্ব' গোত্রের মেষ পালের পশম সংখ্যারও অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন।[১১৬]

কিন্তু ইমাম তিরমিযী ﵀ বলেন : আমি ইমাম বুখারীকে হাদীসটি য'ঈফ বলতে শুনেছি।[১১৭]

সহীহ মুসলিমের মুক্বাদ্দামার (ভূমিকা) একটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–

---

[১০৭] *সূরা বানী ইসরা-ঈল ১৭ : ৩৬।*

[১০৮]. *সহীহ মুসলিম, মিশকাত- (এমদাদিয়া) ১/১৪৯ নং।*

[১০৯]. *পূর্ববর্তী জাতির এ ধরনের রোগ সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন : "তাদের মধ্যে একদল মূর্খ আছে যারা কিতাবের কিছুই জানে না, কেবল (মিথ্যা) আকাঙ্ক্ষা ছাড়া। তারা কেবলই কল্পনা করে"– (সূরা আল বাক্বারাহ ২ : ৭৮)। আল্লাহ ﷻ আরও বলেন : "তারা বলে, গণা কয়েকটি দিন ছাড়া আগুন কখনো আমাদেরকে স্পর্শ করবে না।' বলুন : 'তোমরা কি আল্লাহর নিকট থেকে এমন কোন অঙ্গীকার পেয়েছ যে, আল্লাহ সে অঙ্গীকার কখনো ভঙ্গ করবেন না? অথবা তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলছ, যা তোমরা জান না"– (সূরা আল বাক্বারাহ ২ : ৮০)।*

[১১০]. *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন- অনুবাদ ও সম্পাদনায় মহিউদ্দিন খান, (মদীনা মুনাওওয়ারাহা : খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিঃ) পৃ: ১২৩৫, ২য় কলাম।*

[১১১] *সূরা আদ্ দুখা-ন ৪৪ : ২।*

[১১২]. *প্রাগুক্ত।*

[১১৩] *সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৫।*

[১১৪] *সূরা আল ক্বাদ্র ৯৭ : ১।*

[১১৫]. *প্রাগুক্ত, ১ম কলাম। আরও দেখুন : সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, ১৪ খণ্ড, পৃঃ ১৩৯, টীকা নং- ৩, অনুবাদ : 'আবদুল মান্নান তালিব (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর'১৯৯৫) ১৯ খণ্ড, পৃঃ ১৭৭-৮০।*

[১১৬] *আত্ তিরমিযী, সুনান ইবনু মাজাহ্।*

[১১৭]. *মিশকাত- ৩/১২২৫ নং, সংক্ষেপিত।*

باب النَّهْيِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالاِحْتِيَاطِ فِيْ تَحَمُّلِهَا.

"য'ঈফ রাবিদের থেকে হাদীস বর্ণনা করা নিষিদ্ধ এবং হাদীস গ্রহণে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য।"[১১৮] কাজেই উক্ত হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

ভাগ্য নির্ধারণ : 'আয়িশাহ্ ﵂ নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন : "এতে (মধ্য শা'বানের রাত্রিতে) নির্ধারিত হয় এ বছরে যত মানুষের সন্তান জন্মাবে ও যারা মরবে, আর এতে উঠানো হয় মানুষের 'আমলসমূহ ....।"[১১৯]

কিন্তু হাদীসটির সনদে নাযর ইবনু **কাসির** (النَّضْرِ بْنِ كَثِيْرٍ) য'ঈফ রাবী। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﵀ তাকে য'ঈফুল হাদীস বলেছেন। ইমাম বুখারী ﵀ বলেছেন : (عنده مناكر) "আমাদের কাছে সে মুনকার বা প্রত্যাখ্যাত.....।"[১২০]

উপরন্তু এ হাদীসটি পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিরোধী। যেমন-

ক) আল্লাহ ﷻ বলেন :

﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا﴾

"পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে কোন বিপদই আসুক না কেন, তা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।"[১২১]

খ) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "আসমান ও যমীন সৃষ্টির ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) বছর পূর্বেই আল্লাহ ﷻ মাখলুক্বাতের তাক্বদীর লিখে রেখেছেন।"[১২২]

গ) নাবী ﷺ বলেছেন : "তোমাদের প্রত্যেকেই আপন মাতৃগর্ভে থাকাকালে..... আল্লাহ ﷻ একজন মালাইকা প্রেরণ করেন এবং তার কর্ম, রিয্ক, মৃত্যু, দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্য এ চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করেন।[১২৩]

ঘ) আল্লাহ ﷻ বলেন :

﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ﴾

"এতে (শবে ক্বদরে) প্রত্যেক কাজের জন্য মালাইকাগণ ও রূহ্ আগমন করে –তাদের রবের নির্দেশক্রমে।"[১২৪]

আল্লাহ ﷻ অন্যত্র বলেন :

﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾

"এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।"[১২৫]

আল্লাহ ﷻ আরো বলেন :

﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾

"প্রতিদিন তিনি তাঁর নতুন অবস্থায় আছেন।"[১২৬]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম ﵀ বলেন : "এটা (সূরা আর্ রহমান ৫৫ : ২৯) দৈনন্দিন ভাগ্যলিপি, আর তার পূর্বেরটি (সূরা আল ক্বাদ্‌র ও আদ্ দুখা-ন-এর আয়াত রমাযানের ক্বাদ্‌রের রাতের) বাৎসরিক ভাগ্যলিপি, আর তার পূর্বেরটি তার প্রাথমিক সৃষ্টি সময়, যখন সে মাতৃগর্ভে পিণ্ড আঁকারে ছিল.....। কিন্তু এগুলো আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পরের ঘটনা। আর তার পূর্বেরটি হলো আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) বছর পূর্বের ঘটনা। এই ভাগ্যলিপির প্রত্যেকটি হলো পূর্বেরটি জন্য ব্যাখ্যাস্বরূপ।"[১২৭]

অর্থাৎ- কুরআন ও হাদীসের বর্ণনানুযায়ী সৃষ্ট জীবের ভাগ্য তথা প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স, সারা জীবনের রিয্ক, সুখ কিংবা বিপদ এবং এসব বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ ﷻ সৃষ্টির পূর্বে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অতঃপর সন্তান জন্মগ্রহণের সময় মালাইকাদেরকেও লিখে দেয়া হয় এবং প্রতি বছর (রমাযান মাসে) শবে ক্বদরে সে বছরের ব্যাপারাদির তালিকা মালাইকাদেরকে সোপর্দ করা হয় (শবে বরাত তথা ১৫ শা'বানে নয়)।"[১২৮]

'আমল উঠানো : পূর্বের আলোচনায় 'আয়িশাহ্ ﵂ থেকে য'ঈফ সূত্রের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, "শবে বরাতে মানুষের 'আমল উঠানো হয়।" হাদীসটির এই অংশটুকুও অন্য সহীহ হাদীসের বিরোধী। যেমন- আবূ মূসা আশ'আরি ﵁ হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ.

---

[১১৮]. *সহীহ মুসলিম মুক্বাদ্দামা (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, নভেম্বর'১৯৯৫) পৃঃ ১১।*

[১১৯]. *বায়হাক্বী 'দা'ওয়াতে কাবীর', মিশকাত- (এমদা) ৩/১২৩১ নং। (সংক্ষেপিত)*

[১২০] *তাহযীবুল কামাল- ৬৪৩৩।*

[১২১] *সূরা আল হাদীদ ৫৭ : ২২।*

[১২২] *সহীহ মুসলিম, মিশকাত- ১/৭৩।*

[১২৩] *সহীহুল বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- (এমদা), হাঃ ৭৬।*

[১২৪] *সূরা আল ক্বাদ্‌র ৯৭ : ৪।*

[১২৫] *সূরা আদ্ দুখা-ন ৪৪ : ৪।*

[১২৬] *সূরা আর্ রহমান ৫৫ : ২৯।*

[১২৭]. *মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান আল-তামিমি, উসূলুল ঈমান (শেখ সালেহ বিন আব্দুল আযীয আর-রাযী ভ্রাতৃবৃন্দের সৌজন্যে প্রকাশিত ১৪/১৭/১৯৯৬) পৃঃ ৩৬-৩৭ম সংক্ষেপিত।*

[১২৮]. *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন- (ঢাকা : ইঃ ফাউন্ডেশন, জুন'১৯৯০) ৫/২৩৫, গৃহীত : তাফসীরে ইবনু কাসীর।*

"রাতের 'আমল দিনের 'আমল শুরু হওয়ার আগে এবং দিনের 'আমল রাতের 'আমল শুরু হওয়ার আগেই তাঁর (মহান আল্লাহর) কাছে পৌঁছানো হয়।"[১২৯]

অর্থাৎ- মানুষের 'আমল মহান আল্লাহর দরবারে শুধুমাত্র মধ্য শা'বানে বা শবে বরাতেই উঠানো হয় না, বরং প্রতিদিনই তা নির্ধারিত সময়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে পৌঁছানো হয়। উল্লেখ্য যে, জাল ও য'ঈফ হাদীসের অন্যতম নির্দশন হচ্ছে, তা কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিরোধী হবে।[১৩০]

গুনাহ মাফ পাওয়া : আবূ মূসা আশ'আরী ﷺ মহানাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন : "মধ্য শা'বানের (শবে বরাতের) রাত্রিতে আল্লাহ ﷻ অবতীর্ণ হন এবং মাফ করে দেন তার সকল সৃষ্টিকে –মুশরিক ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ব্যক্তি ছাড়া।" এই হাদীসটিও য'ঈফ হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যাত।[১৩১] তাছাড়া হাদীসটি অন্যান্য সহীহ হাদীসেরও বিরোধী। যেমন- আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ আসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন :

تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِى كُلِّ يَوْمِ خَمِيْسٍ وَاثْنَيْنِ فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ.

"প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের যাবতীয় 'আমল পেশ করা হয়। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাথে শরীক করে না এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দনে। তবে যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের শত্রুতা রাখে তাকে ক্ষমা করেন না.....।"[১৩২]

অথচ শবে বরাতের দূর্বল ও জাল হাদীসগুলোতে শুধুমাত্র মধ্য শা'বানের রাত্রিতে 'আমল উঠানো ও ক্ষমা করা হয় বলে উল্লেখ আছে– যা সহীহ হাদীসের সম্পূর্ণ বিরোধী। উল্লেখ্য যে, পূর্বের অনুচ্ছেদে প্রতিদিন 'আমল উঠানোর বর্ণনা এসেছে এবং আলোচ্য অনুচ্ছেদে গুনাহ মাফ হওয়ার ব্যাপারে সোমবার ও বৃহস্পতিবার মহান আল্লাহর কাছে 'আমল পেশ করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং উপস্থাপিত সহীহ হাদীসগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

এ পর্যায়ে সাহাবী মু'আয ইবনু জাবাল কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লা-হ) কর্তৃক সহীহ বলার ভুল সিদ্ধান্তটি এ দেশে হানাফী ও অর্ধ-সালাফীদের মৌলিক দলীল হিসেবে শক্তি যোগাচ্ছে। হাদীসটি নিম্নরূপ :

"يطلع الله تبارك و تعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن".

"মধ্য (১৫) শা'বানের রাতে আল্লাহ তা'আলা (বিশেষভাবে) সৃষ্টির প্রতি মনোনিবেশ করেন। অতঃপর মুশরিক ও (মুসলিম ভাইদের সাথে) শত্রুতা, ঘৃণাকারী ছাড়া সমস্ত সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন।"

হাদীসটি বর্ণনার পর শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লা-হ) লিখেছেন :

حديث صحيح، روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا و هم معاذ ابن جبل و أبو ثعلبة الخشني و عبد الله بن عمرو و أبي موسى الأشعري و أبي هريرة و أبي بكر الصديق و عوف ابن مالك و عائشة.

"হাদীসটি সহীহ। সাহাবী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা)-দের জামা'আত থেকে বিভিন্নভাবে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। যা একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে। বর্ণনাকারীদের মধ্যে আছেন সাহাবী মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু), আবূ সা'লাবাহ্ আল-খাশানি (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু), 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু), আবূ মূসা আশ'আরী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু), আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু), আবূ বক্র সিদ্দিক (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু), 'আউফ ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) এবং 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা)।"[১৩৩]

অথচ কিছু পরেই আলবানী (রাহিমাহুল্লা-হ) হাদীসটির সনদ সম্পর্কে লিখেছেন :

وقال : "قال الذهبي : مكحول لم يلق مالك بن يخامر". قلت : و لولا ذلك لكان الإسناد حسنا، فإن رجاله موثوقون.

"যাহাবি বলেছেন : 'মাকহুল (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর সাথে মালিক ইবনু ইয়ুখামিরের সাক্ষাৎ হয়নি।' আমি (আলবানী) বলছি : যদি সেটা না হয় তা হলে এর সনদ হাসান। কেননা সনদের বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ।"[১৩৪]

অথচ শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লা-হ) সাক্ষাত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেননি। আর এ সম্পর্কে প্রমাণও অনুপস্থিত। এ পর্যায়ে হাদীসটি মুনক্বাতে' বা সূত্রছিন্ন হওয়া য'ঈফ ও মারদূদ।

---

[১২৯]. *সহীহ মুসলিম, মিশকাত- (এমদা) ১/৮৫ নং।*

[১৩০]. *নূর মুহাম্মাদ আজমি, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস- (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, আগষ্ট'১৯৯২) পৃঃ ২২৮।*

[১৩১]. *য'ঈফ হওয়ার কারণের বিশ্লেষণ সামনে শাইখ যুবায়ের 'আলী যাই ﷺ-এর প্রবন্ধে 'আবূ মূসা আশ'আরী ﷺ-এর হাদীসের তাহক্বীক্বে আসবে।*

[১৩২]. *সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন- (ঢাকা : ইসলামিক সেন্টার, অক্টোবর'১৯৮৭) ৪/১৫৯৩ নং।*

[১৩৩]. *আস-সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ- ৩/১৩৫ পৃঃ, ১১৪৪ নং।*

[১৩৪]. *প্রাগুক্ত।*

তাছাড়া ইমাম আবূ হাতিম (রাহিমাহুল্লা-হ) মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হাদীসটি সম্পর্কে লিখেছেন :

هذا حديث منكر بهدا الإسناد، لم يرو بهذا الإسناد غير أبي خليد، ولا أدري من أين جاء به! قلت : ما حال أبي خُليد؟ قال : شيخ.

"হাদীসটি এই সনদে মুনকার। এই সনদটির বর্ণনাকারী আবূ খুলাইদ একা। আমি জানি না সে সনদটি কোথা থেকে আনল। (বর্ণনাকারী বলেন :) আমি 'আবদুর রহমান ইবনু আবি হাতিমকে জিজ্ঞাসা করলাম : আবূ খালিদের অবস্থা কি? তিনি বললেন : সে শাইখ।"[১৩৫]

এরপরেও ইমাম আবূ হাতিম হাদীসটির প্রকৃত সনদ না থাকার কারণে একে মুনকার বলেছে..... ।[১৩৬]

ইমাম দারাকুতনি এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছেন যে, মাকহুল শামি বর্ণনাটি মু'আয ইবনু জাবাল ছাড়াও অন্যান্য সাহাবি (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবার কখনও মাকহুল বর্ণনাটি নিজের উক্তি হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারাকুতনি হাদীসটি সনদে ও মতনে ইযতিরাব (স্ব-বিরোধিতা) উল্লেখ করার পর লিখেছেন : والحديث غير ثابت "হাদীসটি গায়ের সাবেত (অপ্রমাণিত)।"[১৩৭]

তাছাড়া প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার ক্ষমা করার বিষয়টি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং কেবল পনের শা'বানের ক্ষমা করার সূত্রছিন্ন ও য'ঈফ হাদীসটি কখনই সহীহ সূত্রে বর্ণিত সোমবার ও বৃহস্পতিবারে ক্ষমা করার হাদীসের উপর প্রাধান্য পেতে পারে না।[১৩৮]

নিকট আসমানে মহান আল্লাহর অবতরণ : 'আলী ﷺ নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন : "যখন মধ্য শা'বান আসবে, তখন এর রাত্রিতে তোমরা সালাত আদায় করবে এবং দিনে সিয়াম পালন করবে। কেননা, এতে সূর্যাস্তের সাথে সাথেই আল্লাহ ﷻ এই নিকটতম আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলতে থাকেন যে, কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছ কি? যাকে আমি ক্ষমা করে দেই এবং কোন বিপন্ন (সাহায্যপ্রার্থী) আছ কি? যাকে আমি বিপদমুক্ত করি, কোন রিয্ক প্রার্থনাকারী আছ কি? যাকে রিয্ক দেই। এভাবে আরো আরো ব্যক্তিকে ডাকেন –যতক্ষণ না ফজর হয়।[১৩৯] এই সনদে আবি বকর ইবনু আবি সিবরাহ কাযযাব[১৪০]। সুতরাং হাদীসটি জাল। শাইখ আলবানী ﷺ বলেন : এর সনদ দারুন বাজে।[১৪১] তাছাড়া এই হাদীসটিও সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত সহীহ হাদীসের বিরোধী। যেমন- আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন :

يَنْزِلُ رَبّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلّ لَيْلَةٍ إِلَى السّمَاءِ الدّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللّيْلِ الاَخِرُ، فَيَقُوْلُ : مَنْ يَدْعُوْنِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ- (متفق عليه). وفى رواية مسلم : ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ وَيَقُوْلُ مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُوْمٍ وَلَاظَلُوْمٍ حَتّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ.

"আল্লাহ ﷻ প্রত্যেক রাতেই নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন এবং যখন রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন বলতে থাকে : কে আছ, যে আমায় ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দেব; কে আছ, যে আমার নিকট কিছু চাইবে, আর আমি তাকে দান করব; এবং কে আছ, যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে, আর আমি তাকে ক্ষমা করব।"[১৪২] সহীহ মুসলিমের বর্ণনাতে আরও আছে– অতঃপর তিনি নিজের দুই হাত পেতে বলতে থাকেন– কে আছ, যে ঋণ দিবে অ-দরিদ্র ও অ-অত্যাচারীকে। (এমনটি বলতে থাকেন) যতক্ষণ ফজর উদয় হয়।"[১৪৩]

খ্যাতনামা বিদ্বান 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক ﷺ-কে মধ্য শা'বানের রাত্রিতে মহান আল্লাহর অবতরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ধমক দিয়ে বলেন : "এটা য'ঈফ, তিনি (আল্লাহ ﷻ) প্রতি রাতেই অবতরণ করে থাকেন।"[১৪৪]

শবে বরাতের সালাত : হানাফী 'আলেম মাহমুদুল হাসান ﷺ বলেন : "আমাদের সমাজে শবে বরাতের সালাত বার রাক'আত বলে প্রচলিত আছে। বিভিন্ন বাংলা অনির্ভরযোগ্য পুস্তকেও কথাটি লেখা আছে। তা আবার বার রাক'আত যেনতেনভাবে পড়লে হবে না, প্রত্যেক রাক'আতে ত্রিশবার 'কুল হুওয়াল্লাহু' সূরা পড়তে হবে। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম

---

১৩৫. *আল-ঈলাল ইবনি আবি হাতিম ২০১২ নং।*

১৩৬. *খবীব আহমাদ, মাক্বালাতে আসারিয়্যা- (ফায়সালাবাদ : ইদারাতুল উলূম আসারিয়্যাহ), পৃঃ ৫১৬।*

১৩৭. *ঈলালু দারা কুতনি- ৬/৫১ পৃঃ।*

১৩৮. *শাইখ আলবানী ﷺ-এর তাহক্বীক্বটির পুনঃ তাহক্বীক্ব জানার জন্য পড়ুন : নিসফে শা'বানের (শবে বরাতের) হাদীসের মান বিশ্লেষণ, সংকলক : কামাল আহমাদ, পরিবেশনায় : তাওহীদ পাবলিকেশন্স।*

১৩৯. *ইবনু মাজাহ্, মিশকাত- (এমদা) ৩/১২৩৩ নং।*

১৪০. *তাক্বরিবুত তাহযিব- ৭৯৭৩।*

১৪১. *আলবানী'র তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত- (বৈরুত : ১৯৮৬) ১/৪১০ পৃঃ, হা/১৩০৮।*

১৪২. *সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম।*

১৪৩. *মিশকাত- ৩/১১৫৫ নং।*

১৪৪. *আহলে হাদীস আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ- পৃ: ১১৭।*

رحمه الله 'আল-মানারুল মুনিফ' গ্রন্থে এ ধরনের সব হাদীস উল্লেখ করে বলেন : "এ সবের একটিও শুদ্ধ নয়।" তিনি আরো বলেন : "যারা জ্ঞানের সামান্য ছোঁয়াও পেয়েছে তারা এসব বাজে প্রলাপ শুনে বিভ্রান্ত হতে পারে না। শবে বরাতের বিশেষ সালাত ইসলামের চারশত বছর পর মুসলিমদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। জেরুযালেম থেকে এই উৎপত্তি। অন্যান্য হাদীস বেত্তারাও এগুলোকে জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১৪৫] উল্লেখ্য যে, শবে বরাতের সালাতের রাক'আত সংখ্যার বানোয়াট বর্ণনা ১০০ রাক'আত পর্যন্তও পাওয়া যায়।

শবে বরাতের সিয়াম : শবে বরাতের সিয়াম সংক্রান্ত 'আলী رضي الله عنه বর্ণিত হাদীসটি অত্যন্ত য'ঈফ। যার কারণ কিছু পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। তবে প্রত্যেক মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে আইয়ামে বীয-এর নফল সিয়াম রাখার স্বতন্ত্র বিধান আছে। যেমন- আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه বলেন :

أَوْصَانِيْ حَبِيْبِيْ ﷺ بِثَلَاثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ : بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. وَصَلَاةِ الضُّحَى. وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ.

"আমার বন্ধু ﷺ আমাকে তিনিট বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছে, প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করা এবং দু'রাক'আত চাশতের সালাত এবং ঘুমানোর পূর্বে বিতর সালাত আদায় করার।"[১৪৬] সাহাবী আবূ যার গিফারী رضي الله عنه নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন :

إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة.

"যখন তুমি মাসে তিনটি সিয়াম রাখতে চাও, তখন তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখের সিয়াম রাখো।"[১৪৭]

'ইমরান ইবনু হুসাইন رضي الله عنه বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি 'সিরারে শা'বানের সিয়াম রেখেছ? লোকটি বলল, না। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : فاذا افطرن فصم يومين "তুমি রমাযানের পরে দু'টি সিয়াম রাখবে।[১৪৮] জমহুর বিদ্বানগণের মতে 'সিরার' অর্থ মাসের শেষ। উক্ত ব্যক্তি শা'বানের শেষাবধি নির্ধারিত সিয়াম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন অথবা ঐটা তার মানতের সিয়াম ছিল। রমাযানের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার নিষেধাজ্ঞা[১৪৯] লঙঘনের ভয়ে তিনি শা'বানের শেষের সিয়াম দু'টি বাদ দেন। সে কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ঐ সিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে বললেন।[১৫০]

রূহের আগমন : এ ব্যাপারে নিচের আয়াতটি দলীল হিসাবে পেশ করা হয়–

﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾

"সে রাত্রিতে মালাইকাগণ ও রূহ্ অবতীর্ণ হয়, তাদের রবের অনুমতিক্রমে, সকল বিষয়ে কেবল শান্তি, ফজর আগমন পর্যন্ত।"[১৫১]

এখানে 'সে রাত্রি' বলতে 'লায়লাতুল ক্বদর' বা শবে ক্বদরকে বুঝানো হয়েছে– যা এই সূরার ১ম, ২য় ও ৩য় আয়াতে বলা হয়েছে।[১৫২] অত্র সূরায় 'রূহ্ অবতীর্ণ হয়' কথাটি রয়েছে বিধায় হয়তবা অনেকে ধারণা করে নিয়েছে যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহ্গুলো দুনিয়ায় নেমে আসে। অথচ এই অর্থ কোন বিদ্বান করেননি। 'রূহ্' শব্দটি একবচন। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনু কাসীর رحمه الله বলেন : 'এখানে রূহ্ বলতে মালাইকাগণের সরদার জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে। কেউ বলেন, বিশেষ ধরণের এক মালাইকা। তবে এর কোন সহীহ ভিত্তি নেই।[১৫৩]

শবে বরাতের বিশেষ 'আমল থেকে কেন বিরত থাকব?

ক) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করে, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।"[১৫৪] যেমন- 'তাক্বদীর' বা ভাগ্য সংক্রান্ত বিশ্বাস ঈমানে অঙ্গ। যদি য'ঈফ হাদীস ঐ বিশ্বাসে আঘাত করে, তবে তা অবশ্যই বর্জনীয়। আমাদের আলোচনায় শবে বরাত সম্পর্কীত হাদীসে ভাগ্য নির্ধারণ সম্পর্কীত বিরোধী প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং ঈমানকে ধ্বংস হতে মুক্ত করতে শবে বরাতের বিশ্বাস থেকে দূরে থাকতে হবে।

খ) হাসসান বলেছেন : "যখনই কোন ক্বওম দ্বীন সম্পর্কে কোন বিদ'আত সৃষ্টি করেছে, তখনই আল্লাহ ﷻ তাদের

---

১৪৫. *মাসিক দা'ওয়াতুল হক্ব (চট্টগ্রাম : নাজিরা বাজার মাদরাসা, অক্টোবর'১৯৯৪), প্রবন্ধ : সমাজে প্রচলিত জাল হাদীস।*

১৪৬. *মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন- (বিআইসিএস) ৩/১২৫৯ নং।*

১৪৭. *আত্ তিরমিযী; তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন (রিয়াদুস সালেহীন- ৩/১২৫৮ নং)।*

১৪৮. *সহীহ মুসলিম, মিশকাত- (এমদা) ৪/১৯৪০ নং।*

১৪৯. *সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত- ৪/১৮৭৬ নং।*

১৫০. *শরহে মুসলিম নববী- ১/৩৬৮, আরও দেখুন : মিশকাত- (এমদা) ৪/১৯৪০ নং এর ব্যাখ্যা।*

১৫১ *সূরা আল ক্বাদ্র ৯৭ : ৩-৪।*

১৫২. *শবে বরাত- হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, পৃ: ১২।*

১৫৩. *ঐ, গৃহীত : তাফসীরে ইবনু কাসির, সূরা আল ক্বাদ্রের আলোচ্য আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।*

১৫৪. *সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত- ১/১৩৩ নং।*

মধ্যে হতে সে পরিমাণ সুন্নাত উঠিয়ে নিয়েছেন।...."[১৫৫] যেমন- শবে বরাতের য'ঈফ হাদীস নির্ভর বিদ'আতী 'আমল মহান আল্লাহর কাছে চাওয়া-পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ একদিনের জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে সহীহ হাদীসে প্রতি শেষ রাতেই এই সুবর্ণ সুযোগ আছে বলে ঘোষিত হয়েছে। তাই সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে বিদ'আতকে পরিত্যাগ করা জরুরী।

গ) নাবী ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হবে।"[১৫৬] শাইখ 'আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলাভী ﵀-এর মতে, "এই রাতে আলোকসজ্জা করা হিন্দুদের 'দেওয়ালী' উৎসবের অনুকরণ মাত্র। কেউ বলেন, এগুলো খলীফা হারূনুর রশীদ-এর অগ্নি উপাসক নওমুসলিম বারামকী মন্ত্রীদের চালু করা বিদ'আত মাত্র।"[১৫৭]

ঘ) মুফতি মুহাম্মাদ শফি হানাফি ﵀ বলেন : "তবে কোন কোন মাশায়েখ দুর্বল হলেও হাদীসগুলোকে ক্ববুল করেছেন। কেননা ফযীলত সম্পর্কিত দুর্বল (য'ঈফ) রিওয়ায়াত ক্ববুল করার অবকাশ আছে।"[১৫৮] এর অর্থ হলো সত্যের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটানো। অথচ আল্লাহ ﷻ বলেন :

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-শুনে সত্য গোপন করো না, যখন তোমরা জানো।"[১৫৯]

সুতরাং শবে বরাতের বিশ্বাস ও 'আমল অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

উপসংহার : উপরের আলোচনায় প্রমাণিত হলো, শবে বরাতের উপর বিশ্বাস, যেমন- ঐ দিনে ভাগ্য নির্ধারণ ও রূহের আগমন, হালুয়া-রুটি বিতরণ, আতশবাজী ও পটকা ফুটানো, মাসজিদ ও কবরস্থানে মীলাদ, ফাতিহাহ্ পাঠ এবং কবরস্থানে কুরআনখানি, বাতি জ্বালানো, ফুল ও টাকা-পয়সা দেয়া, ঐ উপলক্ষে সালাত আদায় করা ও সিয়াম পালন করা ইত্যাদি কোন কোনটি শির্ক এবং কোন কোনটি বিদ'আত। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এহেন শির্ক ও বিদ'আতী কাজ থেকে মুক্ত করে সহীহ ঈমান-'আক্বীদাহ্ ও 'আমল অনুযায়ী চলার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ###

[১৫৫]. *দারেমী, মিশকাত- (এমদা) ১/১৭৯ নং। শাইখ যুবায়ের 'আলী ঝাই হাদীসটির সনদ হাসসান পর্যন্ত সহীহ বলেছেন। ইযওয়াউল মাসাবীহ ফী তাহক্বীক্বে মিশকাতুল মাসাবীহ- ১/১৮৮ পৃ: ২৫০।*

[১৫৬]. *আহমাদ, আবূ দাঊদ, মিশকাত- (এমদা) ৮/৪১৫৩ নং।*

[১৫৭]. *শবে বরাত- ১৩, গৃহীত : তুহফাতুল আহওয়াযী (কায়রো ১৯৮৭) ৩/৪৪২ পৃঃ।*

[১৫৮]. *তাফসীরে মা'আরেফুর কুরআন- (সৌদি সংস্করণ) পৃঃ ১২৩৫, ২য় কলাম।*

[১৫৯] *সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ৪২।*

আলহাজ্জ সালাহ্উদ্দীন সাহেব-এর ইন্তিকাল

পুরাতন ঢাকার ঐতিহ্যবাহী নাজিরা বাজার এলাকার অধিবাসী বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্জ মুহাম্মদ সালাহ্ উদ্দীন (৮০) গত ২৪ মার্চ রবিবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন– "ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"। তিনি আমরণ দীন-ইসলামের সেবা এবং বহুমুখী কল্যাণকর কাজের পাশাপাশি বিগত সেশনে সাফল্যের সাথে ঢাকা মহানগর জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছিলেন। এছাড়া আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী (রাহিমাহুল্লা-হ) প্রতিষ্ঠিত পুরাতন ঢাকার কাজী আলাউদ্দীন রোডে অবস্থিত মাদরাসাতুল হাদীস ও নাজির বাজার বড় জামে মাসজিদের সভাপতির দায়িত্বে থেকে খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র পুত্র শহিদুল ইসলাম শাহিদ, ০৩ মেয়ে, আত্মীয়-স্বজনসহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মাইয়্যেতের জানাযা অনুষ্ঠিত হয় পুরাতন ঢাকার নাজির বাজার বড় জামে মাসজিদে। জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর জামাতা হাফিয মুহাম্মদ শাহেদ। মাইয়্যেতের জানাযায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলী, কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতিদ্বয় প্রফেসর একেএম শামসুল আলম ও প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, সহ-সভাপতি ও বংশাল বড় জামে মাসজিদের মুতাওয়াল্লী আলহাজ্জ আওলাদ হোসেন, সেক্রেটারী জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, তাঁর বড় জামাতা আলহাজ্জ নাবীউল্লাহ নবী, ঢাকা মহানগর জমঈয়তের সভাপতি আলহাজ্জ আলী হোসেন এবং কেন্দ্রীয় ও ঢাকা মহানগর জমঈয়তের নেতা-কর্মীবৃন্দ ও পুরাতন ঢাকার বিভিন্ন মহল্লার মুসল্লীবৃন্দ। অতঃপর তাকে বংশাল পঞ্চায়েত কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মাইয়্যিতের শোকার্ত পরিবারের প্রতি কেন্দ্রীয় ও ঢাকা মহানগর জমঈয়তের পক্ষ থেকে সমবেদনা জ্ঞাপনের পাশাপাশি তার মাগফিরাতের জন্য সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ইসলাম ও বিশ্বে দাসপ্রথা

–হাশিম বিন আবদুল হাকিম*

ক্রীতদাস প্রথার ইতিহাস অতি প্রাচীন। এখনও এই প্রথার ভয়ঙ্কর রূপ বিভিন্ন নামে ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে এবং বিভিন্ন পরিবারে। সমাজের একদল মানুষ মনে করে যে, দাসপ্রথা শুধু মুসলিম ধর্মেই সীমাবদ্ধ। অথচ তা যে, ইসলামপূর্ব যুগ থেকেই বিভিন্ন সভ্যতায় এই প্রথা ভালভাবেই প্রচলিত ছিল এমনকি ইয়াহূদী-খ্রিস্টান ধর্মেও তা স্বীকৃত এটা অনেকেরই অজানা। হাটে বাজারে গরু ছাগলের মত দাস দাসী বেচাকেনা হত। আরবের সাধারণ পরিবারেও কয়েকটা করে দাসদাসী থাকত। আর ইসলামে দাসপ্রথার বিষয়টিকে যদি উভয় ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে এবং ইসলাম আগমনের সময়ের দাসপ্রথার সাথে তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করা হয়, তবে সেটা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে আখ্যায়িত হবে। খাদিজাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)'র মতো ব্যতিক্রমী বিত্তবান ব্যবসায়ী মহিলা সে যুগে হাতেগোনা কয়েকজন ছিলেন মাত্র। শুধুমাত্র একজন খাদিজাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বা একজন দাস বা দাসী দিয়ে সে যুগকে বুঝা যাবে না। কেননা ব্যতিক্রম সর্বকালে সবখানেই থাকে এবং ছিল।

যতটুকু জানা যায় পৃথিবীতে, খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ থেকে ৩০০০ সালে মেসোপটেমিয়ায় প্রথম ক্রীতদাস প্রথা চালু হয়। এর হাজারখানেক বছর পর থেকে এই প্রথা মিসর হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ভারতবর্ষে। এর অনেক পরে চীনে এই প্রথাটি জেঁকে বসে। ৮০০ হতে ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দেশ গ্রিস এবং ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোমে শুরু হয় ক্রীতদাস প্রথার ভয়াবহ পদচারণা। ইতালিতে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০-তে মোট জনসংখ্যার ১৫ ভাগই ছিল ক্রীতদাস। এই সংখ্যা বাড়তে থাকে দিন দিন। খ্রিস্টপূর্ব ১০০ অব্দে দেখা গেল দেশের অর্ধেক মানুষই ক্রীতদাস।

জানা যায়, ১৪৯৪ সালে ক্রিস্টোফার কলম্বাস পাঁচশ রেড ইন্ডিয়ানকে দাস করে পাঠিয়েছিলেন স্পেনের রানী ইসাবেলাকে। ১৭০০ সালে গিনিতে স্পেন আর পর্তুগাল তো রীতিমতো কোম্পানি খুলে বসেছিল ক্রীতদাসদের নিয়ে। ১৬৮০ থেকে শুরু করে মাত্র কুড়ি বছরে ইংরেজরা কম করে হলেও ১ লক্ষ চল্লিশ হাজার মানুষকে রূপান্তরিত করেছিল দাসে। এই সময়কালে অন্যান্য ব্যবসায়ীও নিয়োজিত ছিল এই ব্যবসায়। তারাও দাসে পরিণত করেছিল ১ লক্ষ ষাট হাজার সহজ-সরল মানুষকে। পরিসংখ্যান মতে, ১৮৬০ সালে দক্ষিণ আমেরিকায় জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই ছিল ক্রীতদাস। ১৭৫০ থেকে ১৭৫৫ এই পাঁচ বছরে এক নিউইয়র্কেই নাকি জাহাজ থেকে সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল রোগে-শোকে অত্যাচারে মৃত দুই হাজার শ্বেতাঙ্গ দাসের মরদেহ। মৃতদেহই যদি হয় দুই হাজার, দাসের সংখ্যা যে কত ছিল সে বলা মুশকিল। চড়া দামে বিক্রি হতো ক্রীতদাস। সিজারের আমলে একজন দাসের দাম ছিল দশ পাউন্ড। আর সে যদি হয় সুন্দরী তা হলে দাম বাড়ত হু হু করে। একশ পাউন্ড মূল্যেও বিক্রি হতো সুন্দরী মেয়ে। তা সত্ত্বেও ধনী আর অভিজাত লোকেদের কমতি ছিল না দাসের। ক্লডিয়াসের আমলে দাসের সংখ্যা যেখানে ২ কোটি ৮৩ হাজার সেখানে স্বাধীন মানুষের সংখ্যা মাত্র ৬৯,৪৪,০০০।

১৮০৮ সালের দিকে দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় বহু দেশে। তারপরেও চোরাবাজারে হরদম বেচাকেনা হতে থাকে দাস নামে বহু মানুষ। দাসের চালান আসত জাহাজের খোলে ভরে। যাত্রার আগে দাসদের সবাইকে খোল থেকে বাইরে এনে মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে দাঁড় করানো হত উলঙ্গ করে! তারপর মাথা মুড়িয়ে, লবণ মেশানো পানিতে শরীর ধুইয়ে বসানো হতো খেতে। দেওয়া হত যৎসামান্য খাবার। এরপর বুকে সিলমোহর গরম করে ছেঁকা দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হত বিশেষ চিহ্ন। বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর দাসের মালিক আরও একটি চিহ্ন বসাবেন কপালে, একই পদ্ধতিতে, তপ্ত সিলমোহর কপালে বসিয়ে! এভাবে অব্যক্ত যন্ত্রণার মধ্যদিয়ে মানুষের গায়ে খচিত হত ক্রীতদাসের চিহ্ন। এরপর একজনের পা আর একজনের পায়ে বেঁধে সারি সারি ফেলে রাখা হত ক্রীতদাসদের। শিকলের আরেক প্রান্ত বাঁধা থাকত জাহাজের দেয়ালে, নড়াচড়ার উপায় ছিল না কোনোভাবে। দিনে দুবার দেওয়া হত সামান্য খাবার আর পানি। জাহাজের খোলগুলো ছিল মাত্র দুই ফুট উঁচু। তার ভিতর অবিশ্বাস্যভাবে গাদাগাদি করে থাকতে হত ক্রীতদাসদের। ১৮৪৭ সালে 'মারিয়া' নামের একটি জাহাজের পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ আর পঁচিশ ফুট চওড়া একটি খোলে পাওয়া গিয়েছিল ২৩৭ জন দাস।[১৬০]

অর্থনৈতিক অবস্থা ও বর্ণভেদে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে ক্রীতদাস হিসেবে ব্যবহার করা হত। যাদের মানুষ বলে কোনো স্বীকৃতি ছিল না। এমনকি কোনো মানবিক অধিকারও ছিল না। মালিকের আদেশ পালনেই তাদের সর্বদা নিয়োজিত থাকতে হত।[১৬১] দাস ছিল মুনিবের

* *সদস্য : আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা, পরিচালকবৃন্দ।*

[১৬০] *ক্রীতদাস প্রথা : সভ্যতার অন্ধকার- দৈনিক ইনকিলাব ১৮/০৬/২০১৬ ইং।*

[১৬১] *ক্রীতদাস থেকে ইতিহাসের পাতায়- বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৫/০১/২০১৯ ইং।*

সম্পত্তি, বিনা পারিশ্রমিকে সে দাসকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারত। সে সময় অনেকেই ঋণের দায় থেকে বাঁচতে দাসত্বকে বরণ করে নিতে বাধ্য হত। দাসের সন্তানও দাস বলে গণ্য হত। যুদ্ধে পরাজিত হয়েও অনেক সময় দাসত্ব বরণ করতে হত। অমানবিকভাবে সারাজীবন খেটে মরতে হত তাদের। এ চক্র থেকে বের হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না, যদি না তাদের মুনিব তাদের মুক্তি দেয়। এ বাজারে আফ্রিকার নিগ্রোদের চাহিদাই বেশি ছিল। তাদের জোর করে ধরে আনা হত। আর বিক্রি করা হত ইউরোপের বাজারে।[১৬২]

মানুষ বেচাকেনার জন্য ছিল হাটের ব্যবস্থা। এথেন্স, রোমের পাশাপাশি দিল্লি, গোয়া, কলকাতা, হুগলিতেও বসত ক্রীতদাসের হাট। দিল্লিতে যখন চৌদ্দ সের গমের দাম তিন আনা, তখন একজন ক্রীতদাস শ্রমিকের দাম ছিল দশ-পনের টাকা। রূপসী মেয়ে দাসের দাম বেশি, কুড়ি থেকে চৌত্রিশ টাকা। ১৮৬২ সালের হিসাবে আসামে ছিল ২৭ হাজার দাস, কলকাতাতে প্রতিবছর আসত প্রায় ১০০ ভিনদেশি দাস। ১৭৮০ সালে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল– 'কলকাতা নিবাসী এক ভদ্রলোকের জন্য দু'টি তামা বর্ণের সুন্দরী আফ্রিকান রমণী চাই'।[১৬৩]

দাসপ্রথা কি শুধু অতীতেই ছিল বর্তমানে কি নেই? বাস্তব পরিসংখ্যান কিন্তু ভিন্ন। দাসপ্রথাবিরোধী এনজিও 'ওয়াক ফ্রির' সমীক্ষানুযায়ী পৃথিবীতে এই মুহূর্তে ৩ কোটি ৫৮ লাখ মানুষ মানবতাবিরোধী এই প্রথার শিকার। 'দাসপ্রথা অতীতের, সাধারণত যুদ্ধপীড়িত এবং অভাবী রাষ্ট্রে এটার অস্তিত্ব ছিল ধারণা করা হয়। কিন্তু এই সংজ্ঞার পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিক দাসেরা কেউ পাচারের শিকার, কাউকে জোর করে বিয়ে দেয়া হয়, কেউবা বাধ্য হন যৌনকর্মী হতে, কাউকে আবার বলপূর্বক শ্রমে বাধ্য করা হয়। ২০১৪ সালে ব্রিটেনে ১৩,০০০ ক্রীতদাসের কথা স্বীকার করেছে ব্রিটিশ হোম অফিস। এনসিএর মতে, বেশীর ভাগ ভিক্টিম পোল্যান্ড, রোমানিয়া, আলবেনিয়া ও নাইজেরিয়ার নাগরিক হলেও বহু ব্রিটিশ এডাল্টস এবং চিলড্রেনস ক্রীতদাস রয়েছে। (২০১৩ সালে) নভেম্বর মাসে ব্রিটেনের গ্রেটার লন্ডনের একটি বিল্ডিং থেকে তিনজন ক্রীতদাস নারীকে অত্যন্ত অসহায়ভাবে প্রায় তিন দশক পর পুলিশ উদ্ধার করার পর পরই মিডিয়ায় ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়।[১৬৪]

চীনে ৩০ লাখেরও বেশি মানুষ ক্রীতদাসের জীবন পার করে। ভারতে বহু শিশুসহ অন্তত এক কোটি ৪৩ লাখ মানুষ আটকে আছেন আধুনিক যুগের দাসত্বের জালে। ক্রীতদাস সূচকের পঞ্চম স্থানে আছে রাশিয়া। মৌরিতানিয়ার মোট জনসংখ্যার ৪ শতাংশ ক্রীতদাসের জীবন-যাপন করে। আফ্রিকার অনেক দেশের মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রেই ক্রীতদাসের জীবন পার করতে বাধ্য হন। সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে রয়েছে আইসল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড। এখানে ৫ লাখ ৬৬ হাজার মানুষ আধুনিক দাসত্বের শিকার।[১৬৫]

ইসরাঈল সম্প্রদায়, তাদের বাইবেলের পুরাতন নিয়ম অনুসারে নির্ধারিত কিছু শিক্ষা সাপেক্ষে তাদের কাউকে দাস-দাসী বানানোর বৈধতা রয়েছে। আর তারা ব্যতীত অন্যরা হলো নীচু বা অধঃপতিত জাতি, তাদেরকে বন্দী ও জোর-জবরদস্তী করে দাস-দাসী বানানো সম্ভব; কেননা তারা এমন বংশধর যাদের কপালে আদিকাল থেকে লাঞ্ছনা ও অপমান লিপিবদ্ধ রয়েছে।[১৬৬]

ইয়াহূদী ধর্মের পর খ্রিস্টধর্মও দাসপ্রথাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ইঞ্জিলে (নতুন নিয়মে) একটি বক্তব্যও নেই যা দাসপ্রথাকে নিষিদ্ধ করে অথবা তার প্রতিবাদ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বৃহৎ এনসাইক্লোপিডিয়া 'লারুস'এ আছে– "খ্রিস্টধর্মের অনুসারীদের মাঝে আজ পর্যন্ত দাসপ্রথা অবশিষ্ট ও চলমান থাকার কারণে মানুষ বিস্ময় প্রকাশ করে না। কারণ, আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় প্রতিনিধিগণ এই প্রথাকে বিশুদ্ধ বলে স্বীকৃতি প্রধান করেন এবং তা বিধিসম্মত বলে মেনে নেন।" এতে আরও বলা হয়েছে– "সারকথা হলো খ্রিস্টধর্ম আজ পর্যন্ত দাসপ্রথাকে সন্তুষ্ট চিত্তে বিধিসম্মত মনে করে; আর মানুষের পক্ষে এ কথা প্রমাণ সম্ভব নয় যে, খ্রিস্টধর্ম দাসপ্রথা বাতিল করার চেষ্টা করেছে।"

'ড. জর্জ ইউসূফে'র 'কামুস আল-কিতাব আল-মুকাদ্দাস'-এ এসেছে– "খ্রিস্টধর্ম রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ কিংবা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ কোনো দিক থেকেই দাসপ্রথার প্রতিবাদ করেনি; তা বিশ্ববাসীকে দাসত্ব সম্পর্কিত আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের প্রজন্মের আচরণ পরিত্যাগ করতেও বলেনি, এমনকি এই প্রসঙ্গে কোন আলোচনায়ও উৎসাহিত করেনি। তা দাস মালিকদের অধিকারের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেনি; আর দাসদের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যেও কোন আন্দোলন করায়নি। তা দাসপ্রথার ক্ষতি ও নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে কোন আলোচনা করেনি; আর

---

[১৬২] *দাসপ্রথার সেকাল একাল- দৈনিক ইত্তেফাক ২২/০৮/২০১৫ ইং।*

[১৬৩] *ইসলাম দাস প্রথার নিন্দা না করে সমর্থন করে কেন?- শাইখ সালেহ ইবনু আঃ আল-হুমাইদ, quraneralo.com।*

[১৬৪] *আধুনিক ব্রিটেনে ১৩ হাজার ক্রীতদাস- দৈনিক যুগান্তর ৩০/১১/২০১৪ ইং।*

[১৬৫] *আধুনিক ক্রীতদাসের চারণভূমি ভারত- দৈনিক যুগান্তর ১৯/১১/২০১৪ ইং।*

[১৬৬] *তাওরাত প্রস্থান পর্ব- ২১ : ২-১১।*

তাৎক্ষণিকভাবে দাসমুক্তির নির্দেশও দেয়নি। মোটকথা, তা দাস ও মনিবের মধ্যকার আইনী সম্পর্কের কোন কিছুর পরিবর্তন করেনি; বরং এর বিপরীতে তারা উভয় দলের অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে।"[১৬৭]

ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগে এই প্রথা আরবে ভালভাবেই প্রচলিত ছিল। তাছাড়া প্রাচীন রোম কিংবা গ্রীস, প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য সব জায়গায়তো ছিলই।[১৬৮] কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় এ প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। দু'টি মাধ্যমে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রথমটি হলো, কোন কোন গোত্র এমন ছিল যাদের পুরুষ ও নারীকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ক্রয়-বিক্রয় করা হত। এই ক্রীত নর-নারীকেই ক্রীতদাস ও দাসী বলা হয়। মনিবের অধিকার হত তাদের দ্বারা সর্ব প্রকার ফয়দা ও উপকার অর্জন করা। আর দ্বিতীয়টি হলো, যুদ্ধে বন্দী হওয়ার মাধ্যমে। কাফিরদের বন্দী মহিলাদেরকে মুসলিম যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হত এবং তারা দাসী হয়ে তাঁদের সাথে জীবন-যাপন করত। বন্দিনীদের জন্য এটাই ছিল উত্তম ব্যবস্থা। (ইসলামে) তাদের ব্যাপারে এমন কৌশল ও যুক্তিময় পথ অবলম্বন করা হয়, যাতে তারা খুব বেশি সুযোগ-সুবিধা অর্জন করতে পারে এবং দাসপ্রথার প্রবণতা হ্রাস পায়।[১৬৯] ঐ যুগে একালের মত কোন জেলখানা বা কারাগার ছিল না। তাই যুদ্ধ বন্দীদের দাস-দাসীতে পরিণত করে তাদের ভরন পোষণ যেমন করা হত, তেমনি তাদের সার্বিক দেখভালও করা হত। যা জেলখানা জীবন থেকে উত্তম। দাসকে দিয়ে নানা কাজ করানো হত। দাসীর সাথে যৌন সম্পর্ক করা যেত, এর জন্যে বিয়ে করার কোন প্রয়োজন হত না। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময়ে ইসলাম ব্যতীত অন্য সবস্থানে দাসমুক্তির পরিমাণ ছিল শূণ্যের কোঠায়। ইসলামই সর্বপ্রথম দাস মুক্তির পয়গাম নিয়ে এসেছে।[১৭০] নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে তাঁর দাসদের মুক্ত করে দেন এবং সাহাবীবৃন্দও নিজ নিজ দাসদেরকে আযাদ করে দেন। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিখিয়েছেন– কতক গুনাহর কাফফারা হচ্ছে গোলামদেরকে আযাদ করে দেয়া। ফলে অনেক গোলাম আযাদী লাভ করে ধন্য হয়।[১৭১] তাছাড়া নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিদায় হাজ্জের ভাষণেও দাসদের মুক্ত করে দেয়ার আহ্বান ছিল। তার অতি ঘনিষ্ঠ সাহাবা বিলাল (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) ছিলেন একজন হাবশি ক্রীতদাস। তিনি মধুর কণ্ঠে আজান দিতে পারতেন। সুদূর আবিসিনিয়া থেকে ইসলামের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি মক্কায় এসেছিলেন। যিনি দুনিয়ায় থাকাকালেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করেছিলেন।

ইসলামে দাসপ্রথাটা চালু রয়েছে মূলতঃ যুদ্ধ বন্দি থেকে। তখনকার দিনের স্বতঃসিদ্ধ প্রথা অনুযায়ী যুদ্ধবন্দীদের মান-সম্মান ও অধিকার বলতে কিছু ছিল না; আর তাদের ছিল দু'টি উপায় : হয় তাদেরকে হত্যা করা হত, আর না হয় দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হত। কিন্তু ইসলাম এসে তৃতীয় এক পদ্ধতির প্রতি উৎসাহিত করল; আর তা হচ্ছে– যুদ্ধবন্দীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা ও তাকে মুক্ত করে দেয়া।[১৭২] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾

"খাবারের প্রতি মহব্বত সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাবার দান করে।"[১৭৩]

বন্দী অমুসলিম হলেও তার সাথে উত্তম ব্যবহার করার তাকীদ দেয়া হয়েছে। যেমন- বদর যুদ্ধের কাফির বন্দীদের ব্যাপারে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তাদের সম্মান করো। তাই সাহাবায়ে কিরাম প্রথমে তাদেরকে খাবার খাওয়াতেন এবং পরে তাঁরা নিজেরা খেতেন।[১৭৪]

আর যেহেতু বন্দী নারীদের কোনভাবেই হত্যা করা যাবে না, সেহেতু তাদের ব্যাপারে অবশ্যই ইসলাম যৌক্তিক সমাধান দেয়। কাফিররা যদি তাদের ফিরিয়ে নেয়ার কোন ব্যবস্থা না করে, তবে হয় তাদের ক্ষমা করে বা অর্থের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে হবে, নয়ত দাসী বানাতে হবে। তারা যদি আহলুল কিতাব হয় তবে তাদেরকে মুসলিমরা বিবাহ করতে পারবে কিন্তু মুশরিক হলে কখনেই তাদের বিয়ে করতে পারবে না। কোন যুদ্ধবন্দী কাফির নারী যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাকে আর দাসী বানানো যাবে না। তাকে মোহর পূর্ণ করে বিবাহ করতে হবে। ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে তার পূর্বের কাফির স্বামী তার জন্য হারাম হয়ে গেল। এবং যেসব কাফির নারী স্বামী সমেত বন্দী হয়েছে, তাদের স্বামী জীবিত থাকা পর্যন্ত তাদের দাসী বানানো যাবে না, এই জন্যেই যে তার যৌন আকাঙ্খা মেটানোর জন্য তার স্বামী রয়েছে।

---

[১৬৭] *ইসলাম দাস প্রথার নিন্দা না করে সমর্থন করে কেন?- শাইখ সালেহ ইবনু আঃ আল-হুমাইদ, quraneralo.com।*

[১৬৮] *ইসলামে দাস প্রথা- somewhereinblog.net 03/03/2018।*

[১৬৯] *তাফসীর আহসানুল বায়ান- সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ২৪, টীকা : ১, পৃঃ ১৪২।*

[১৭০] *ইসলামে দাস প্রথা- somewhereinblog.net 03/03/2018।*

[১৭১] *সহীহুল বুখারী- ৫ম খণ্ড, টীকা : ৭, পৃঃ ১৩ তাঃ প্রঃ।*

[১৭২] *ইসলাম দাস প্রথার নিন্দা না করে সমর্থন করে কেন?- শাইখ সালেহ ইবনু আঃ আল-হুমাইদ, quraneralo.com।*

[১৭৩] *সূরাহ্ আদ্ দাহ্র ৭৬ : ৮।*

[১৭৪] *তাফসীর ইবনু কাসীর, আহসানুল বায়ান- সূরাহ্ আদ্ দাহ্র : ৮, টীকা : ৩৭৬, পৃঃ ১০৪২।*

যৌন আকাঙ্খা মেটানোটা এই দাসী বানানোর ক্ষেত্রে একটা বড় নিয়ামক। ইসলাম কোন অযৌক্তিক বিধান নয়। ইসলাম এও জানে যে মানুষ রোবট নয়, তার বিভিন্ন আকাঙ্খা রয়েছে, সেগুলো মেটাতে না পারলে অস্বাভাবিকতা এবং ফিতনার সৃষ্টি হয়। এখন যুদ্ধবন্দী নারীগুলোরও যৌন আকাঙ্খা রয়েছে। এর কষ্ট থেকে তাদের নিস্তার দেয়ার জন্যেই ইসলাম তাদের দাসী বানানো অথবা আহলুল কিতাব হলে বিয়ে করার সুযোগ রেখেছে। বন্দী দাসী গর্ভবতী হলে তার সাথে সহবাস করা যাবে না। ইসলাম এইসব দাসীর যে পরিমাণ মর্যাদা রেখেছে, বর্তমান সমাজ বিয়ে করা বউদেরও এত মর্যাদা দেয় না। এদেরকে বলা হয় অধিকারভুক্ত দাসী। দাসী আর বিয়ে করা বউয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, বউকে মোহর দিতে হবে, দাসীকে মোহর দিতে হবে না। বউকে ত্বালাক দেয়া যায় আর দাসীকে শুধুমাত্র বিক্রি করা যাবে। বউয়ের কিছু অধিকার আপনার উপর আছে কিন্তু দাসীর সেই অধিকারগুলো আপনার উপর নেই, তবে আপনি ভালোবেসে আপনার খুশিমত তাকে দিতেই পারেন। বউয়ের সাথে যৌন সম্পর্ক রাখা ফরজ কিন্তু দাসীর সাথে যৌন সম্পর্ক রাখা ফরজ না তবে জায়িয। আপনি দাসীকে অন্যের কাছে বিয়েও দিতে পারবেন, তখন আর তার সাথে যৌন সম্পর্ক রাখার আপনার জন্য হালাল নয়।[১৭৫]

দাসীদের সাথে যৌন সম্পর্ক রাখা কি ব্যভিচার? অবশ্যই না। মূলতঃ আমরা জেনে আসছি যে বিয়ে করা বউকে ছাড়া অন্য গাইরীমাহরাম নারীর দিকে তাকানোও জায়িয নেই, আবার মুশরিকদের বিয়ে করাও হারাম, সেখানে তাদের সাথে কিভাবে যৌন সম্পর্কের মতো সম্পর্ক সৃষ্টিকে ইসলাম সমর্থন দিতে পারে? হ্যাঁ দিতে পারে, কারণ আমরা সাহাবীদের (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) জীবনে সেটা দেখতে পাই কারণ তা কুরআনের নির্দেশ,

﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾

"নিজেদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না।"[১৭৬]

আর ইসলামে যুদ্ধদসা বন্দীদের দাসী বানানোর উপকারিতা কি ইতোপূর্বেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য প্রত্যেক মুসলিম নারী স্বাধীন, তাদের কখনোই দাসী বানানো যাবে না। দাসী হবে কেবল তারা, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং করছে। তাদের নারীদের দাসী বানানো জায়েজ এবং আমীর নির্ধারণ করে দিলে, তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক রাখাও জায়িয। তবে ইসলামের এই বিধানকে বিকৃত করে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী সৈন্যদলও যুদ্ধে প্রতিপক্ষের নারীদের ধর্ষণ এবং গণধর্ষণের মতো ন্যাক্কার কাজ করে থাকে।

ইসলাম কি দাসপ্রথার সৃষ্টি করেছে? নাকি দাসপ্রথাকে উৎসাহিত করেছে? এর কোনটিই নয়। কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যসমূহের মধ্যে এমন একটি বক্তব্যও নেই, যা মানুষকে দাস-দাসী বানানোর কথা বলে; বরংঞ্চ দাসকে গোলামী থেকে মুক্তি ও আযাদী দিতে আহ্বান করে ও উৎসাহিত করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَكُّ رَقَبَةٍ ۞ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾

"ক্রীতদাসকে মুক্তি প্রদান অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে ইয়াতীম আত্মীয়কে অন্নদান।"[১৭৭]

"তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য কারো না।"[১৭৮]

﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলিম নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিয়ে করবে। আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞাত রয়েছেন। তোমরা পরস্পর এক, অতএব, তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে মোহরানা প্রদান করো এমতাবস্থায় যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে-ব্যভিচারিণী কিংবা উপ-পতি গ্রহণকারিণী হবে না।"[১৭৯]

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

---

[১৭৫] *ইসলামে দাসী প্রথা; সম্পূর্ণ না পড়ে এ ব্যাপারে মন্তব্য করবেন না। হে নারী যে পথে তুমি খুঁজে পাবে জান্নাত, 05/8/2016।*

[১৭৬] *সূরাহ্ আল মু'মিনুন ২৩ : ৬।*

[১৭৭] *সূরাহ্ আল বালাদ ৯০ : ১৩-১৫।*

[১৭৮] *সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৩৩।*

[১৭৯] *সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ২৫।*

"তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ন, তাদেরও।"[১৮০]

আর নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আবূ মূসা (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। "তোমরা বন্দীদেরকে মুক্তি দাও, দা'ওয়াত কবূল করো এবং রুগ্ন ব্যক্তিকে সেবা করো।"[১৮১]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কেউ কোন মুসলিম গোলাম আযাদ করলে আল্লাহ তা'আলা সেই গোলামের প্রত্যেক অঙ্গের বিনিময়ে তার একেকটি অঙ্গ (জাহান্নামের) আগুন থেকে মুক্ত করবেন।[১৮২]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেন, "তোমরা তোমাদের সন্তান গর্ভধারিণী ক্রীতদাসিকে বিক্রয় করো না।"[১৮৩]

আবূ মূসা (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত, "কারো যদি একটি বাঁদী থাকে আর সে তাকে প্রতিপালন করে, তার সাথে ভাল আচরণ করে এবং তাকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করে, তাহলে সে দ্বিগুন সাওয়াব লাভ করবে।"[১৮৪]

দাসীকে বিয়ে করা সুন্নাহ। আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাফীয়্যাকে আযাদ করলেন এবং এই আযাদীকে (মুক্তিপণকে) তার বিয়ের মাহর ধার্য করলেন।[১৮৫]

ইসলামের পূর্বে জাহেলী যুগের লোকেরা শুধু কিছু টাকার লোভে নিজেদের দাসীদেরকে ব্যভিচারের মতো জঘন্য কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করত। সুতরাং ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তাদেরকে কলংকের ছাপ গায়ে এঁকে নিতে হত। আল্লাহ মুসলিমদেরকে এ রকম করতে নিষেধ করলেন।[১৮৬] বরং তাদেরকে মুসলিম হলে বিয়ে করার অনুমতিও দিয়েছেন। দাসীর গর্ভের সন্তান আর স্ত্রী গর্ভের সন্তান একই মর্যাদার। দাসী গর্ভবতী হওয়ার সাথে সাথে তাকে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। দাসীদের কোনরকম ব্যভিচারে নিয়োজিত করা যাবে না। বন্দি দাসীর সাথে অনিয়ন্ত্রিত যৌনাচারকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। বন্দিকে কোনভাবেই ধর্ষণ করা যাবে না। ইসলাম ধীরে ধীরে সমস্ত আইন কানুন প্রণয়ন করেছে।[১৮৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"…..এবং তোমাদের আয়ত্তাধীন দাস-দাসীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ লোককে ভালবাসেন না, যে অহংকারী, দাম্ভিক।"[১৮৮]

নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন– তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে যে, এ আমার দাস ও এ আমার দাসী। তার পরিবর্তে বলতে হবে, এ আমার সেবক, এ আমার সেবিকা।[১৮৯] ফলে ইসলামের আবির্ভাবের পর দাসদাসীরা আর বাজারের পণ্য সামগ্রী হয়ে রইল না, তারা একসময় স্বাধীন মানুষের মর্যাদা ও অধিকার লাভের সৌভাগ্য অর্জন করল। ইসলাম দাস-দাসীর ব্যাপারে যে চমৎকার অবস্থান গ্রহণ করেছে, অন্য কোন গোষ্ঠী বা ধর্মের কেউ সে অবস্থান গ্রহণ করেনি।

ইসলাম দাসপ্রথাকে জন্মও দেয়নি, উৎসাহিতও করেনি। বরং এটার মূল উৎপাটনের ব্যবস্থা করেছে। মদকে চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যুর মাত্র তিন বৎসর আগে। ইসলাম ধীরে ধীরে তা নিষিদ্ধ করার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। ইসলামের শাশ্বত নিয়মও এটাই। মদকে ইসলাম নিষিদ্ধ করে দিতে পারলেও ঐ সময়ে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করা সম্ভব ছিল না এই কারনে যে, ঐ সময়ে গোত্র ভিত্তিক সমাজের অর্থনীতির ভিত্তি এই দাসপ্রথার উপর নির্ভর ছিল। এটা বন্ধ করে দিলে সমাজের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যেত। অর্থনীতি ছাড়াও সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ তো ছিলই। মুসলমানেরা যুদ্ধে বন্দি হলে অন্যরাও তাদের দাস বানিয়ে রাখত। শত্রুপক্ষ থেকে এমন কোন নিশ্চয়তা ছিল না যে, মুসলমানেরা বন্দি হলে তাদের দাস বানানো হবে না। মুসলমানদের মুক্ত করতে হলে দাস ক্রয় করতে হবে, আর ক্রয় যদি জায়িয হয়, তাহলে বিক্রয়কেও জায়িয রাখতেই হত। কাজেই রাজনৈতিক ও সামরিক কারণেও দাস প্রথা বন্ধ করা বাস্তবসম্মত ছিল না। তবে ভবিষ্যতে দাসপ্রথা বন্ধ করার সমস্ত আয়োজনই ইসলাম করে রেখেছে। যুদ্ধবন্দিদের ব্যবস্থাপনা যখন ক্ষুদ্র জনগোষ্টি থেকে রাষ্ট্রের হাতে চলে যায়, তখন রাষ্ট্রই তার ব্যবস্থা করে। ব্যক্তি বা গোষ্টি পর্যায়ের দাসপ্রথা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বর্তমানে এই অধিকারভুক্ত দাসীর ব্যাপারটা ইসলামের নির্দেশিত কৌশল অনুসারে প্রায় শেষই হয়ে গেছে। তবে আইনগতভাবে এই প্রথাকে একেবারে এই জন্য উচ্ছেদ করা হয়নি যে, ভবিষ্যতে যদি এই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহলে অধিকারভুক্ত দাসী দ্বারা উপকৃত হওয়া যেতে পারে।[১৯০] ###

---

[১৮০] *সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৩২।*
[১৮১] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৪৭৯৬, ইঃ ফাঃ বাং।*
[১৮২] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ২৩৫১, ইঃ ফাঃ বাং।*
[১৮৩] *তাবারানি'র মু'যাম আল কাবির- হাঃ ৪১৪৭।*
[১৮৪] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ২৩৭৬, ইঃ ফাঃ বাং।*
[১৮৫] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৫০৮৬।*
[১৮৬] *আহসানুল বায়ান- সূরা নূর : ৩৩, টীকা- ১৫৯, পৃঃ ৬২০।*
[১৮৭] *ইসলামে দাসী প্রথা, যুদ্ধ বন্দিদের ধর্ষনের অভিযোগ- somewhereinblog.net, 13/03/2018।*
[১৮৮] *সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৩৬।*
[১৮৯] *সহীহুল বুখারী- ৫ম খণ্ড, টীকা : ৭, পৃঃ ১৩।*
[১৯০] *তাফসীর আহসানুল বায়ান- সূরাহ্ আল মা'আরিজ : ৩০, টীকা : ১৬৭, পৃঃ ১০১৯।*

قصص الحديث ॥ ক্বাসাসুল হাদীস

‘উমার (রাযিঃ)-এর শাহাদাত ও ‘উসমান ইবনু ‘আফফান (রাযিঃ)-এর হাতে বাই‘আত

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

‘আম্র ইবনু মাইমূন (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু)-কে শহীদ হওয়ার কয়েক দিন আগে দেখলাম যে, তিনি হুযাইফাহ্ ইবনুল ইয়ামান ও ‘উসমান ইবনু হুনাইফের কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন, তোমরা এটা কি করলে? তোমরা কি চিন্তা করেছ যে, ইরাকের উপর তোমরা এতটা কর ধার্য করেছ যা ঐ ভূখণ্ড বহন করতে অক্ষম? তারা জবাব দিলেন, আমরা তো ঐ পরিমাণ করই (জিজিয়া ও ভূমি রাজস্ব) ধার্য করেছি, যা ঐ ভূখণ্ড বহন করতে সক্ষম। এতে অতিরিক্ত কিছুই করা হয়নি। ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) (আবার) বললেন, তোমরা আবার ভেবে দেখো, ইরাকের উপর তোমরা এতটা কর ধার্য করনি তো যা ঐ ভূখণ্ড বহন করতে অপারগ হয়ে যায়। তারা উত্তর দিলেন, না। তখন ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) বললেন, যদি আল্লাহ তা‘আলা আমাকে সুস্থ ও বিপদ মুক্ত রাখেন তবে আমি ইরাকবাসীর দুঃস্থ ও বিধবা নারীদের (আর্থিক) অবস্থা এতটা সচ্ছল করে দেব যে, আমার পর কখনো তারা অপর কারো মুখাপেক্ষী হবে না। ‘আম্র ইবনু মাইমূন বলেন, এর চতুর্থ দিন সকালে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তিনি আরো বলেন, যেদিন ভোরে তিনি শাহাদাত বরণ করেন সেদিন আমি (মাসজিদে) তাঁর এত নিকটে দাঁড়ানো ছিলাম যে, আমার ও তাঁর মাঝে ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস ব্যতীত আর কেউ ছিল না। ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু)-এর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি (মুসল্লীদের) দু’ কাতারের মাঝে দিয়ে চলতেন তখন বলতেন, ‘কাতার সোজা করুন।’ যখন কাতারের মাঝে কোনরূপ বিশৃঙ্খলার ভাব আর দেখতেন না, তখন সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাকবীর (তাহরীমা) বলতেন। অধিকাংশ সময় তিনি (ফজরের) প্রথম রাক‘আতে সূরা ইউসুফ কিংবা সূরা নাহ্ল অথবা অনুরূপ কোন (দীর্ঘ) সূরা তিলাওয়াত করতেন, যাতে লোকেরা অধিক সংখ্যায় জামা‘আতে শামীল হতে পারে। একদা তাকবীর বলার পরপরই আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, একটি কুকুর আমাকে হত্যা করেছে কিংবা (বলেন) আঘাত করেছে। (হত্যাকারী) ক্রীতদাসটি ছুরি হাতে দ্রুত পালাবার জন্য রাস্তায় ডানে বামে যাকে পেল তাকেই আঘাত করল। এভাবে সে তেরজন লোককে ছুরিকাঘাত করল। এদের মধ্যে সাতজন মৃত্যুবরণ করেন। এটা দেখে একজন মুসলিম তার লম্বাকৃতির টুপিটা ক্রীতদাসটির প্রতি নিক্ষেপ করল। যখন গোলামটি বুঝতে পারল যে, সে ধরা পড়ে গেছে তখন সে আত্মহত্যা করল। ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) ‘আবদুর রহমান ইবনু ‘আওফের হস্ত ধরে তাকে ইমামাতি করার জন্য সামনে এগিয়ে দিলেন। ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু)-এর কাছাকাছি যারা ছিল তারাও বিষয়টি দেখতে পেল, যা আমি দেখলাম। কিন্তু মাসজিদের প্রান্তদেশে যারা ছিল তারা বিষয়টি এর অধিক কিছুই বুঝতে পারল না যে, তারা ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু)-এর গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল না। তারা তখন বলতে লাগল, সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! ‘আবদুর রহমান ইবনু ‘আওফ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) তাদেরকে নিয়ে দ্রুত নামায সমাপ্ত করে দিলেন। যখন লোকেরা নামায সমাপ্ত করল তখন ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) বললেন, হে ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু)! দেখো তো কে আমাকে ছুরিকাঘাত করল? তিনি কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে দেখলেন। তারপরে বললেন, মুগীরার ক্রীতদাস। ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) বললেন, সে কারিগরটি? ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) বললেন, হ্যাঁ। ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) বললেন, আল্লাহ তা‘আলা তাকে ধ্বংস করুক। আমি তো তাকে উত্তরে এ কথাই বলেছিলাম। মহান আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি ইসলামের দাবীদার কোন লোকের হাতে আমার মৃত্যু ঘটাননি। (হে ইবনু ‘আব্বাস!) তুমি এবং তোমার পিতা (‘আব্বাস) মদীনায় ক্রীতদাসের সংখ্যা বেশী হওয়াটা উত্তম মনে করতে। আর এ কারণেই ‘আব্বাসের কাছে ক্রীতদাসের সংখ্যা সবচাইতে অধিক ছিল। তখন ইবনু ‘আব্বাস বললেন, “যদি আপনি চান তবে আমি করব, অর্থাৎ- আপনি চাইলে আমরা তাদেরকে হত্যা করে ফেলব।” ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) বললেন, এটা করলে তুমি ভুল করবে, যখন তারা তোমাদের ভাষায় কথা বলে, তোমাদের কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়ে এবং তোমাদের মতো হাজ্জ করে। তারপর ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু)-কে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। আমরাও তাঁর সঙ্গে গেলাম। লোকদের অবস্থা এমন হলো, যেন এর আগে এত বড় মুসীবত আর তাদের উপর আসেনি। কেউ বলল, ভয়ের কোন কারণ নেই। কেউ বলল, তাঁর বিষয়ে আমি শঙ্কিত। তারপর খেজুরের শরবত আনা হলো। তিনি ঐ শরবত পান করার পর তা তার পেট থেকে বের হয়ে

* *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।*

গেল। তারপর দুধ আনা হলো। তিনি দুধ পান করলেন। কিন্তু ঐ দুধও তাঁর পেট থেকে বের হয়ে গেল। লোকেরা তখন বুঝতে পারল যে, তাঁর মৃত্যু সন্নিকটে। তখন আমরা সবাই তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। অন্যান্য লোকেরাও আসতে শুরু করল। সকলে তাঁর প্রশংসা করতে লাগল। তার মধ্যে একজন যুবক এসে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সুখবর। কেননা আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং প্রথম ভাগে ইসলাম গ্রহণের গৌরব অর্জন করেছেন, যা আপনার নিজেরই জানা রয়েছে। তারপর আপনি খালীফা নির্বাচিত হয়েছেন এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। অবশেষে আপনি শহীদের গৌরবও অর্জন করলেন। 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বললেন, আমি চাই, এগুলো যেন আমার জন্য গুনাহ ও সওয়াবের সমান সমান হয়, আমার শাস্তিও না হয় এবং পুণ্যও বাকী না থাকে। যুবকটি যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন তার লুঙ্গিটি মাটি ঘসে যাচ্ছিল। 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বললেন, যুবকটিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বললেন, হে ভাতিজা! তোমার পরিধানের পোশাক পায়ের গিরার ওপরে উঠাও। কেননা এতে যেমন তোমার কাপড় অধিক পরিচ্ছন্ন থাকবে আর তেমনি তোমার প্রতিপালকের কাছেও এটা অধিকতর পছন্দনীয়। হে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার! দেখো তো, আমার উপর মানুষের কি পরিমাণ ঋণ রয়েছে? লোকেরা হিসাব করে দেখল, ঋণের পরিমাণ ছিয়াশি হাজার অথবা তার নিকটবর্তী। 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বললেন : 'উমার পরিবারের সম্পদ থেকে যদি এ ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হয় তবে সে সম্পদ থেকেই এটা পরিশোধ করবে। নতুবা 'আদী ইবনু কা'বের বংশধরদের কাছ থেকে চেয়ে নেবে। যদি তাদের সম্পদও ঐ ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট না হয় তবে কুরাইশদের নিকট থেকে চেয়ে নেবে। আমার ঋণ পরিশোধের বিষয়ে এদের নিকট ব্যতীত অন্য কারো নিকট হাত বাড়াবে না। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা)-এর কাছে যাও এবং বলো যে, 'উমার আপনার কাছে সালাম পাঠিয়েছে। আমীরুল মু'মিনীন বলো না। কেননা আজ আর আমি মু'মিনদের 'আমীর নই। তাঁকে বলো, খাত্তাবের পুত্র 'উমার তার বন্ধুদ্বয়-এর পাশে সমাধিস্থ হবার জন্য আপনার কাছে অনুমতি চাচ্ছে। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) ('আয়িশার নিকট গিয়ে) সালাম জানিয়ে ঢুকার অনুমতি চাইলেন। তারপর (অনুমতি পেয়ে) তিনি তাঁর নিকট গেলেন। গিয়ে দেখেন যে, তিনি বসে বসে কাঁদছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন, খাত্তাবের পুত্র 'উমার আপনার কাছে সালাম পাঠিয়েছেন এবং তার বন্ধুদ্বয়ের পাশে সমাধিস্থ হবার অনুমতি চাচ্ছেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বললেন : ঐ স্থানটা তো আমি আমার নিজের (সমাধির) জন্যই চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-কে আমার নিজের উপর অগ্রগণ্য করলাম। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ফিরে এলে বলা হলো, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার এসেছে। একথা শুনে 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বললেন, আমাকে উঠাও। তখন এক লোক তাঁকে নিজের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসালেন। তারপর তিনি 'আবদুল্লাহকে বললেন, কি উত্তর নিয়ে এলে? 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! যা আপনার কামনা তা-ই। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) অনুমতি দিয়েছেন। 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন, আমার নিকট এর চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কিছুই ছিল না। যখন আমি মৃত্যুবরণ করব তখন আমাকে উঠিয়ে সেখানে নিয়ে যাবে। তারপর 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা)-কে সালাম জানিয়ে বলবে, খাত্তাবের পুত্র 'উমার অনুমতি চাচ্ছে। যদি তিনি অনুমতি দেন তবে আমাকে সেখানে কবর দিবে। আর যদি তিনি আমাকে ফিরিয়ে দেন তবে মুসলিমদের সাধারণ কবরস্থানে আমাকে নিয়ে যাবে। অতঃপর উম্মুল মু'মিনীন হাফসাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) ও তাঁর সঙ্গে অন্যান্য নারীরাও এলেন। তাঁদেরকে দেখে আমরা উঠে গেলাম। তাঁরা 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁর কাছে বসে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। এ সময় কতিপয় পুরুষ লোক তাঁর কাছে যাবার অনুমতি চাইলে নারীরা পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। আমরা ভেতর থেকে তাদের কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। লোকেরা বলল : হে 'আমীরুল মু'মিনীন! কিছু আদেশ-উপদেশ করুন। কাউকে খালীফা নির্বাচিত করুন। তিনি বললেন : আমি খিলাফাতের বিষয়ে ঐ লোকগুলোর চাইতে অপর কাউকে অধিকতর যোগ্য মনে করি না যাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওফাতকাল পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। এ বলে তিনি 'আলী, 'উসমান, যুবায়ের, তালহা, সা'দ ও 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফের নাম প্রকাশ করলেন। তারপর তিনি বললেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার তোমাদের মধ্যে মাজলিসে শূরা বা উপদেষ্টা পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে হাজির থাকবে। কিন্তু খিলাফাতে তার কোন অধিকার থাকবে না। এটা যেন তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমারকে খুশি করার জন্য বললেন। যদি খিলাফাতের দায়িত্ব সা'দের উপর দেয়া হয় তবে সে এ দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ যোগ্য। নতুবা তোমাদের যে কেউ

খালীফা নির্বাচিত হবে, সে যেন খিলাফাতের কাজে তার নিকট থেকে সাহায্য নেয়। আমি তাকে অযোগ্যতা কিংবা অবিশ্বস্ততার কারণে বরখাস্ত করিনি। তিনি আরো বললেন, আমার পরে যে খালীফা হবে তার প্রতি আমার আদেশ, সে যেন প্রথম মুহাজিরদের (যারা বাই'আতে রিযওয়ানে উপস্থিত ছিলেন) অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখে এবং তাদের মান-সম্মান সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। আমি তাকে অর্থাৎ- পরবর্তী খালীফাকে ঐ সমস্ত আনসারদের সাথেও সদাচরণ করার ওয়াসীয়াত করছি যারা মুহাজিরদের আসার আগ থেকেই মাদীনায় বসবাস করে আসছে এবং দীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (খালীফার উচিত হবে) তিনি যেন তাদের উত্তম লোকদের উত্তম কাজকে গ্রহণ করেন এবং তাদের মন্দ লোকদের মন্দকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন। আমি আমার পরবর্তী খালীফাকে শহরবাসী মুসলিমদের সঙ্গেও সদাচরণ করার ওয়াসীয়াত করছি। কেননা তারাই ইসলামের হিফাযাতকারী, তারাই গণীমতের মাল অর্জনকারী ও শত্রুদের ধ্বংসকারী। তাদের নিকট থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে যেন শুধু ঐ পরিমাণ মাল আদায় করা হয় যা তাদের প্রযোজনের চেয়ে বেশী। তাও তাদের সন্তুষ্টি ও অনুমোদন সাপেক্ষে। আমি পরবর্তী খালীফাকে গ্রামবাসীদের সঙ্গেও সদাচরণের আদেশ করছি। কেননা তারাই আরবের প্রকৃত জনসাধারণ এবং ইসলামের মূল শিকড়। তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশী মাল নিয়ে তা যেন তাদের দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া হয়। আমি পরবর্তী খালীফাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আমানত (অর্থাৎ- সংখ্যালঘু গোষ্ঠী) সম্পর্কেও ওয়াসীয়াত করছি। তাদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার যেন পুরোপুরি পালন করা হয় এবং তাদের পক্ষ থেকে যেন যুদ্ধ করা হয় (যদি তারা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়। আর তাদের সামর্থ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে) তাদের প্রতি যেন অত্যাচার না করা হয়।

অতঃপর তিনি যখন মৃত্যুবরণ করলেন তখন আমরা তাকে নিয়ে রওনা হলাম। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) গিয়ে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা)-কে সালাম করে বললেন, 'উমার ইবনু খাত্তাব অনুমতি চাচ্ছেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বললেন, তাঁকে ভেতরে নিয়ে যাও। তখন তাঁকে ভেতরে নেয়া হলো এবং সেখানে তাঁর বন্ধুদ্বয়ের সঙ্গে কবরে রাখা হলো। তাঁর দাফন সম্পন্ন হলে উপরিউক্ত সাহাবাগণ [যারা 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর বিবেচনায় খালীফা হবার যোগ্য ছিলেন।] এক স্থানে সমবেত হলেন। 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ বললেন, খিলাফাতের বিষয়টি তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে শুধু তিনজনের উপর ভার দাও। তখন যুবায়ের (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বললেন, আমি আমার অধিকার 'আলীর উপর ন্যস্ত করলাম। তালহা (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বললেন, আমি আমার অধিকার 'উসমান-এর উপর ন্যস্ত করলাম। সা'দ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বললেন, আমি আমার দায়িত্ব 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফকে প্রদান করলাম। তখন 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ ('উসমান ও 'আলীকে উদ্দেশ্য করে) বললেন, তোমাদের দু'জনের মধ্যে যে এ খিলাফাতের বিষয়ে অনাগ্রহ প্রকাশ করবে তাকেই আমরা এ দায়িত্ব অর্পণ করব। অতঃপর আল্লাহ ও ইসলাম হবে তার রক্ষাকবচ। প্রত্যেকের মনে মনে ভাবনা করা উচিত যে, তাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি খালীফা হবার অধিকতর যোগ্য। একথা শুনে 'উসমান ও 'আলী উভয়েই চুপ থাকলেন। তখন 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ বললেন, তোমরা কি (খালীফা নির্বাচনের) বিষয়টি আমার উপর ছেড়ে দিচ্ছো? মহান আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, তোমাদের মাঝ থেকে যোগ্যতর লোককে খালীফা নির্বাচিত করার বিষয়ে আমি বিন্দুমাত্র ভুল করব না। তাঁরা উভয়েই বললেন, হ্যাঁ। (ব্যাপারটা আপনার উপর অর্পণ করা হলো)। তখন 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ তাঁদের একজনের (অর্থাৎ- 'আলীর) হাত ধরে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। ইসলাম গ্রহণের দিক থেকেও তুমি অগ্রগণ্য, যা তোমার নিজেরই জানা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তোমার রক্ষাকারী। যদি আমি তোমাকে খালীফা নির্বাচিত করি, তবে তুমি অবশ্যই ন্যায় বিচার করবে। আর যদি আমি 'উসমানকে খালীফা নির্বাচিত করি তবে তুমি অবশ্যই তার কথা শ্রবণ করবে এবং তার আনুগত্য করবে। তারপর তিনি অপরজন (অর্থাৎ- 'উসমানের সঙ্গে) একান্তে মিলিত হন এবং তাঁকেও অনুরূপ বলেন। এভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ যখন শেষ হলো তখন তিনি বললেন : হে 'উসমান! হাত উঠাও। তিনি হাত উত্তোলন করলে সর্বপ্রথম 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ তাঁর বাই'আত (আনুগত্য) কবুল করলেন। তারপর 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বাই'আত করলেন। অতঃপর সমস্ত মাদীনাবাসী একে একে এসে 'উসমানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে লাগলেন।[১৯১]

হাদীসের শিক্ষা :

১. সালাতে কাতার সোজা করার গুরুত্ব অপরিসীম।
২. 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর শাহাদাত ইসলামের দাবিদার কোন ব্যক্তির হাতে ঘটেনি।
৩. ইসলামী রাষ্ট্রে খলিফা বা আমীর উপদেষ্টা পরিষদ তথা শূরার পরামর্শক্রমেই নির্বাচিত হন। ###

[১৯১] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৩৭০০।*

أفكار اجتماعية ॥ সমাজচিন্তা

প্রসঙ্গ : জন্ম দিবস

–রচনায় : মোহাম্মদ আবু জাফর★

বিস্‌মিল্লা-হির রহ্‌মা-নীর রাহীম

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালতু ওয়াসসালামু ‘আলা ইমামিল মুরসালীন, নাবিয়েনা মুহাম্মাদিও ওয়া ‘আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাইন।

আমাদের সমাজে এখন ব্যাপকভাবে মানুষের জন্ম দিবস পালিত হয়। প্রথমে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর কিছু লোক এ অনুষ্ঠান চালু করে। তারপর মধ্যবিত্তদের মাঝে চলে আসে। শেষ পর্যন্ত গরীবদেরও শখ জাগে। এভাবে সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে জন্মদিবস পালন।

আপাতঃ দৃষ্টিতে জন্মদিবস পালন একটি ভাল উৎসব মূখর অনুষ্ঠান হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে এটা একটি বিদ‘আত ও পাপের কাজ।

জন্ম দিবসে কি কি করা হয়?

১। মোম বাতি জ্বালানো : সাধারণতঃ যার যত বছর বয়স, ততটি মোম বাতি জ্বালানো হয়। তারপর এক সময় তা ফূ দিয়ে নিভিয়ে দেয়া হয়। এ কাজটি আপাতঃ দৃষ্টিতে তেমন খারাপ দেখা না গেলেও প্রকৃত পক্ষে একটি পূজার মতো কাজ, যা অগ্নিপূজার অন্তর্ভুক্ত বলা যেতে পারে। যেহেতু এ ধরনের আচার-আচরণ আমাদের ইসলামী বিধানে নেই, তাই এ রকম আচার-আচরণ শির্‌কের পর্যায়ে পড়ে যায়। প্রতিটি মুসলিমের উচিত এ কাজ থেকে বিরত থাকা। কারণ, শির্‌ক একটি মহাপাপ।

২। বিজাতীয় অনুকরণ : জন্ম দিবস পালন আমাদের ইসলামী বিধানে নেই। এসব ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের প্রথা। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে তার জন্মদিবস পালন করেননি। করতে বলেনওনি। তার পিতা-মাতা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদের জন্মদিবস পালন করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বিজাতীয় অনুকরণ করা ইসলামে জায়িয নেই। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলিম মহান আল্লাহর হুকুম আর রাসূলের আদর্শ মেনে চলবে এটাই কর্তব্য।

ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্‌হু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করবে, সে ব্যক্তি সে জাতির একজন বলে গণ্য হবে”।[১৯২]

সুতরাং বুঝা যায়, কেউ যদি অন্য জাতির অনুকরণ, অনুসরণ করে তা হলে সে রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মাতে আর থাকছে না। কিয়ামতের দিন সে রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মাত হয়ে উঠবে না। আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মাত না হয়ে এলে সে মুক্তি পাবে না। এ জন্য বিজাতীয় অনুকরণ বর্জনীয়।

৩। “হ্যাপী বার্থ ডে টু ইউ” বলে সম্বোধন করে মঙ্গল কামনা করা হয় : কোন মানুষের মঙ্গল কামনার জন্য রয়েছে আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশিত পথ। যেমন- সালাম ও বিভিন্ন দু‘আ। আমরা সালামের প্রথা (আস্ সালামু ‘আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি, ওয়া বারা-কাতুহ/সালামের জবাব : ওয়া আলাইকুমুস-সালাম, ওয়া রহমাতুল্লাহি, ওয়া বার-কাতুহ) চালু রাখলে এ দ্বারা অনেক, অনেক লাভবান হতে পারি।

আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্‌হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিশুদের নিকট দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার সময় তাদের প্রতি সালাম প্রদান করেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরূপ করতেন।[১৯৩]

আপনি আপনার পিতা-মাতাসহ পৃথিবীর সব মুসলিমের জন্য দু‘আ করতে পারেন। যেমন-

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ﴾

বাংলা অর্থ : “হে আমাদের প্রতিপালক! হিসাব প্রতিষ্ঠার দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে আর মু’মিনদেরকে ক্ষমা করে দিও।”[১৯৪]

আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশিত পথে অভিবাদন করলে দুনিয়া ও পরকালে শান্তি লাভ হবে। মানব রচিত বাক্য দিয়ে অভিবাদন করলে সে লাভ থেকে বঞ্চিত হবে। আর কেউ যদি আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিক্ষা বাদ দিয়ে নিজেদের মন মতো মানব রচিত বাক্য ব্যবহার করে সফলতা আশা করে তবে তা বিদ‘আত বা Innovation বলে গণ্য হবে। আর বিদ‘আত একটি বড় ধরনের পাপ, যার ঠিকানা জাহান্নাম।

★ *ইয়ানবু, সৌদী আরব।*

[১৯২] *সুনান আবূ দাউদ, অধ্যায় : পোষাক-পরিচ্ছেদ, হাঃ ৪০৩১।*
[১৯৩] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৬২৩২, সহীহ মুসলিম- হাঃ ২১৬০।*
[১৯৪] *সূরা ইব্‌রা-হীম ১৪ : ৪১।*

৪। নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা হয় : জন্ম দিবসের অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষ অবাধে এক সাথে সমবেত হয়। যার জন্ম দিবস তার মুখে কেক উঠিয়ে দেয়। আর যার জন্ম দিবস পালিত হচ্ছে, সেও অন্যান্যদের মুখে কেক বা মিষ্টি খাইয়ে দেয়। হাত তালি দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে। আনন্দ ও হাসি-রসে মেতে উঠে। গান, বাজনা, নাচে অংশ গ্রহণ করে।

যাদের সাথে বিয়ে হারাম নয়, এমন প্রাপ্ত বয়স্ক নর-নারী এক সাথে হয়ে এমন কাজ করার অনুমতি আল্লাহ তা'আলা দেননি। এ বিষয়টি সবার বুঝা উচিত। দেখুন : "ঈমান আনয়নকারিণী নারীদেরকে বলো : তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশ্যমান তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, ভাই, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নীপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না ফেলে। "হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[১৯৫]

আরও দেখুন : মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "আমার গত হওয়ার পরে পুরুষের পক্ষে নারীর চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কোন ফিতনা অন্য কোন কিছু ছেড়ে যাচ্ছি না।"[১৯৬]

৫। গান-বাজনা ও নাচের আয়োজন করা হয় : অনেকেই গান-বাজনাকে পাপ মনে করে না। জন্মদিবস উপলক্ষে একদিন একটু গান-বাজনা, নাচ করতে মানুষ পছন্দ করে। কিন্তু এগুলো বিজাতীয় কালচার ও ভয়াবহ পাপের কাজ। যুবক-যুবতীরা সবার সামনে ড্যান্স করবে এটা এক ধরনের অশালীনতা।

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِيْ الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾

"যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[১৯৭]

আর গান-বাজনা সমন্ধে দেখুন : মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "অবশ্যই আমার উম্মাতের মাঝে (কিছু লোককে) মাটি ধসিয়ে, পাথর বর্ষণ করে এবং আকার বিকৃত করে ধংস করা হবে। আর এ শাস্তি তখন আসবে, যখন তারা মদ পান করবে, নর্তকী রাখবে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাবে।"[১৯৮]

আরও দেখুন : নাফি' (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন, একদিন ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনতে পেয়ে দুই কানে দুই আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাস্তা থেকে সরে গিয়ে বললেন, তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছো কি? আমি বলালাম, না। তখন তিনি তার দুই আঙ্গুল দুই কান হতে বের করলেন। আর বললেন, এক দিন আমি রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। তিনি বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনে কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাস্তা থেকে সরে গিয়েছিলেন এবং আমাকে এভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন যেভাবে আজ আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম।"[১৯৯]

৬। টাকা-পয়সার অপচয় : গান-বাজনা, নাচ, মোমবাতি ও অন্যান্য আয়োজনে কিছু টাকা-পয়সারও অপচয় হয়ে থাকে। কেউ অনেক বেশী পরিমান টাকাও অপচয় করে থাকে।

৭। অন্যান্য : যে সমস্ত পাপ কাজ পিতা-মাতা বা অভিবাবকদের উপস্থিতিতে ও সম্মতিতে হয়, জন্মদিবস পালন তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। পিতা-মাতার উচিত এ বিষয়ে সচেতন হওয়া। কারণ ইবলিস শয়তান বসে থাকে ফাঁদ পেতে। শয়তান চায় মানুষকে বিপথে নিতে। তাই সে মানুষের চোখে এগুলো সু-শোভিত করে দেয়। পিতা-মাতার উচিত ছোট বেলা থেকেই তাদের ছেলে-মেয়েদের এ কাজ থেকে উৎসাহিত না করা। আমাদের উচিত এ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা, তার পর সবাইকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করা।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঠিক দীন বুঝার ও 'আমল করার সামর্থ্য দিন –আ-মীন। ###

---

[১৯৫] *সূরা আন্ নূর ২৪ : ৩১।*

[১৯৬] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৫০৯৬, সহীহ মুসলিম- হাঃ ২৭৪০, সুনান আত্ তিরমিযী, সুনান ইবনু মাজাহ্।*

[১৯৭] *সূরা আন্ নূর ২৪ : ১৯।*

[১৯৮] *সহীহুল জামে'- হাঃ ৩৬৬৫, ৫৪৬৭।*

[১৯৯] *সুনান আবূ দাউদ- হাঃ ৪৯২৪।*

পহেলা বৈশাখ উদযাপন : ইসলাম ও বাংলা সংস্কৃতির যুগল দর্পনে

–হাফেয তাজিবুল ইসলাম*

প্রারম্ভিক কথা : ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিমদের দুরন্ত হিম্মত, আকাশ ছোঁয়া মনোবল আর মহান আল্লাহর উপর দৃঢ় ভরসার ফলে মুক্ত হয়েছিল মানবতা। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ন্যায়-ইনসাফ, শির্ক এবং কুফ্রের আঁধার চিরে উদিত হয়েছিল ইসলামের দীপ্ত সূর্য্য, বর্বরতা আর পাশবিকতার ধ্বংসস্তুপের উপর নির্মিত হয়েছিল সু-উচ্চ মিনার। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিমগণই নির্মাণ করেছিল আলোকোজ্জল এক সভ্যতা। বহিঃশত্রু ব্রিটিশদের ভয়ানক আগ্রাসন এবং পাশবিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুসলিমগণই সর্বপ্রথম গড়ে তুলেছিলো আন্দোলনের মহা প্রচীর। তারা শুধু মানুষের মৌলিক অধিকারই রক্ষা করেনি বরং জনজীবনে নিয়ে এসেছিল স্বাচ্ছন্দ ও সমৃদ্ধি। কিন্তু নৈতিক অবক্ষয় আর তথাকথিত বাঙালী সংস্কৃতির নামে যখন তারা প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বের কালজয়ী সংস্কৃতি ছেড়ে বিজাতীয় শির্ক, কুফ্র, পূজা, আর্চনা এবং অশ্লীলতার অপসংস্কৃতিকে গ্রহন করে নিয়েছে। ঠিক তখনই তাদের উপর নেমে এসেছে অভ্যন্তরীন এবং বহিঃশত্রুর সর্বগ্রাসী সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক বিপর্যয়।

পহেলা বৈশাখের উৎপত্তি : আমাদের দেশে প্রচলিত বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন মূলতঃ ইসলামী হিজরী সনেরই একটি রূপ। ভারতে ইসলামী শাসনামলে হিজরী পঞ্জিকা অনুসারেই সকল কাজ করা হতো। কিন্তু যেহেতু হিজরী সন চন্দ্র মাসের উপর নির্ভরশীল ছিল তাই চন্দ্র এবং সৌর বৎসরের মাঝে ১০ থেকে ১১ দিন ব্যবধান থাকার কারণে রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তৎকালীন শাসকগণ সমস্যার সম্মুখীন হতেন। তাই ১৫৮৪ সালে সম্রাট আকবর তার দরবারে থাকা জোতির্বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ আমির ফতুল্লাহ সিরাজীকে চন্দ্র এবং সৌর পঞ্জিকার মাঝে সমন্বয়ের নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি উভয় পঞ্জিকার সমন্বয়ে বাংলা সন প্রবর্তন করেন। কিন্তু এরও ২৯ বছর পূর্বে সম্রাট আকবরের সিংহাসনে আরোহনের সময় থেকে এ সন গণনা করা হয়। তার সময় থেকেই পহেলা বৈশাখ উদযাপন শুরু হয়। তখন প্রত্যেক প্রজাকে চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে সকল প্রকার খাজনা, মাশূল, শুল্ক পরিশোধ করতে হত। এর পরের দিন তারা প্রজাদেরকে মিষ্টিমুখ করাতেন, সেটা ছিল পহেলা বৈশাখ। তবে আধুনিক নববর্ষ উদযাপনের সংবাদ প্রথম পাওয়া যায় ১৯১৭ সালে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে ব্রিটিশদের বিজয় কামনা করে সে বছর পহেলা বৈশাখে হোম কীর্তন ও পূজার ব্যবস্থা করা হয়। এরপরে ১৯৩৮ সালে অনুরূপ কাজ হলেও ১৯৬৭ সালে ছায়ানটের উদ্যোগে রবিন্দ্রনাথের 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো' গানের মাধ্যমে ঘটা করে পহেলা বৈশাখ উদযাপিত হয়। তারপরে ১৯৭২ সালে পহেলা বৈশাখ জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

পহেলা বৈশাখের কার্যাবলী : পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানাদী যেন শয়ত্বানের পুরাতন নীল নকশার বাস্তবায়ন। এ দিনে তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, আবাল, বৃদ্ধ-বণিতারা বর্ষ বরণের নামে যা করে তা শুধু ইসলামের দৃষ্টিতে নয় বরং তথাকথিত আবহমান কালে বাঙালী সংস্কৃতির আলোকেও সমর্থন যোগ্য নয়। উক্ত অনুষ্ঠানের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো– বৈশাখী মেলা, যাত্রা, পালা গান, কবি গান, জারি গান, গম্ভীরা গান প্রভৃতি বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের ব্যবস্থা, প্রভাতে উদীয়মান সূর্য্যকে স্বাগত জানানো, নতুন সূর্য্যকে প্রত্যক্ষকরণ, হলুদ শাড়ী পরে অংশীবাদী পৌত্তলিক নারীদের মতো রাস্তায় রাস্তায় রূপ সৌন্দর্যের অর্ধনগ্ন প্রদর্শনী, নববর্ষকে স্বাগতম জানিয়ে শিল্পীদের সংঙ্গীত, পান্তা-ইলিশ ভোজ, রাক্ষস-খোক্ষস সেজে চারুশিল্পীদের শোভাযাত্রা, রমনার বটমূলে ছায়ানটের উদ্যোগে রবিন্দ্রনাথের আগমনী গান 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো'-সহ আরো অসংখ্য নোংরা, ঘৃণিত, গর্হিত, অশ্লীলতা, শির্ক ও পূজাযুক্ত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন হয় যা আদৌ কোনো বিবেকবান, রুচিশীল মানুষের জন্য বৈধ নয়।

পৌত্তলিকতার অনুশীলনে পহেলা বৈশাখ : সূর্য্যকে স্বাগত জানানো এবং বৈশাখকে সম্বোধন করে গান গাওয়া মূলতঃ সূর্য্য পূজারী ও প্রকৃতি পূজারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুকরণ মাত্র। যার পিছনে তথাকথিত বুদ্ধিজিবী নামের জ্ঞানপাপীরা সর্বদাই তাদের শ্রম-সাধনা ব্যয় করেই চলেছে। সূর্য্য ও প্রকৃতি পূজা বিভিন্ন জাতির লোকেরা পূর্ব থেকেই করে আসছে। যেমন- খ্রিস্টপূর্ব ১৪ শতকে মিশরীয় 'অ্যাটোনিসম' মতবাদে ইন্দো-ইউরোপীয় এবং মেসো-আমেরিকান সংস্কৃতিতে সূর্য্যের উপাসনা চলে আসছে। যা সংস্কৃতি নামের বিজাতীয় সংস্কৃতি পালানকারী মুসলিমগণকে মুশরিকে পরিণত করেছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

* *সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক- মিরপুর শাখা।*

"নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে অংশি স্থাপনকারীকে ক্ষমা করবেন না।"[২০০]

নববর্ষে টার্গেট যখন নারী : পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে অসংখ্য কাজ বাস্তবায়িত হলেও মূল টার্গেট হলো মুসলিম রমনীদেরকে সংক্ষিপ্ত আট-সাট পোষাকের খপ্পরে ফেলে সমাজ ধ্বংস করার জন্য পুরুষের হাতে সমর্পন করা। কারণ এ দিবসে সিংহভাগ অনুষ্ঠানেই থাকে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা যা সরলমনা মুসলিম রমনীদেরকে বর্ষবরণ বা দিবস বরণের অন্তরালে যেন পাশ্চাত্যের নারীদের রেকর্ড গড়া ধর্ষিতা হওয়ার দিকেই ধাবিত করছে। কারণ আমেরিকায় স্বল্প কয়েক মিনিটের ব্যবধানে যে পরিমাণ নারী ধর্ষিতা হচ্ছে তার সূচনা একদিনে হয়নি। বরং সর্বপ্রথম আমাদের দেশের নারীদের মতো তারাও প্রথমে সংক্ষিপ্ত বা ছোট পোষাকে বের হয়ে নিজেদেরকে মুক্ত বা নিরাপদ মনে করেছিল। অতঃপর ধীরে ধীরে তাদেরকে পোষাক থেকে মুক্ত করে প্রতি দুই তিন মিনিটের ব্যবধানে ধর্ষণ উপহার দেয়া হয়েছে। যার ফলাফলস্বরূপ আমাদের দেশেও দেখতে পায় ৫ বছরের শিশু ধর্ষণ। ভার্সিটিতে ধর্ষনের সেঞ্চুরী উদযাপন এবং ভার্সিটি ক্যাম্পাসে বাক্সে নবজাতকের মৃত দেহসহ অসংখ্য যৌন নিপীড়নের ঘটনা।

অমঙ্গলের জালে আবৃত মঙ্গল শোভাযাত্রা : পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানমালায় ঈমানকে নিঃশেষ করার জন্য ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করেছে হিন্দু ধর্মের সংস্কৃতিরই অংশ মঙ্গল নামক অমঙ্গল শোভাযাত্রা। যা প্রথমে "আনন্দ শোভাযাত্রা" নামে প্রচলিত ছিল। মূলতঃ "শ্রী কৃষ্ণের" জন্ম দিনে হিন্দু ধর্মাবলম্বিরা মঙ্গল প্রতিক হিসেবে শোভাযাত্রা করে থাকে। তাদের বিশ্বাস হলো 'শ্রী কৃষ্ণের' জন্মই হয়েছে অপশক্তিকে দূর করার জন্য। অথচ এটা সুস্পষ্ট শিরকের অন্তর্ভূক্ত কারণ অপশক্তি কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলাই দূর করতে পারেন। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ এটা দূর করতে পারে সে অবশ্যই শিরকে লিপ্ত হলো। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না যে তার সাথে শির্ক করে।"[২০১]

মূলতঃ সর্বপ্রথম এ 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' যশোরে ১৯৮৫ সালে শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালে চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা ঢাকায় 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' বের করে। শির্কের চাদরে আবৃত মাত্র ৩৩-৩৪ বছর থেকে পালিত কোন অনুষ্ঠান কিভাবে শত শত বছর যাবৎ অস্তিত্ব সম্পন্ন একটি জাতির মূল সংস্কৃতির ঐতিহ্য হতে পারে! কোনো সন্দেহ নেই যে, শোভাযাত্রায় মুসলিমদের চরিত্র ধ্বংসের উপাদান থাকার কারণেই ২০১৭ সালের ৩০ নভেম্বর 'মঙ্গল শোভাযাত্রাকে' "বিশ্ব ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা" বা ইউনেস্কো বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। এই শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে মুসলিমগণ নির্লজ্জ, বেহায়পনা ও নির্বুদ্ধিতার যে পরিচয় দিয়েছে তা এখানেই শেষ নয়। বরং আল্লাহ তা'আলার নিপুন সৌন্দর্যে তৈরি করা সর্বোত্তম সৃষ্টি মানুষ বিভিন্ন পশু-প্রাণির ছবি, প্রতিকৃতি হাতে এবং মুখে নিয়ে এ দেশ এবং মুসলিমদের জন্য শিক্ষার মূল কেন্দ্রস্থল ভার্সিটির শিক্ষার্থীরা যেন জাতিকে এ বার্তাই দিচ্ছে যে, অপসংস্কৃতির রোষানলে পড়ে মানুষ রূপে ভার্সিটিতে প্রবেশ করে আমরা যেন পশু-প্রাণী হয়েই বের হচ্ছি। অধিকন্তু কোন মুসলিমের জন্য কারো মূর্তি তৈরি করাও হারাম।

রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, নিশ্চয় মহান আল্লাহর নিকট সর্বধিক ঘৃণিত বা 'আযাবপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলো ছবি অথবা প্রতিকৃতি প্রস্তুতকারী।[২০২]

ইসলামের দৃষ্টিতে বর্ষবরণ : ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো মুসলিমের দু'টি দিবস (ঈদুল ফিতর ও আযহা) ব্যতিত অন্য কোনো দিবস পালন করা বা বর্ষবরণের নামে অনুষ্ঠানাদি পালন করা অথবা আনন্দ উপভোগ করা কোনক্রমেই বৈধ নয়। যদি এটা বৈধ হত তাহলে তার বিবরণ পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে বিদ্যমান থাকত। বরং এগুলোর বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। কারণ এই দিবস বা বর্ষবরণের রীতি মূলতঃ এসেছে হিন্দু, খ্রিস্টান এবং ইয়াহূদীদের পক্ষ থেকে।

এ ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : যে ব্যক্তি অন্য কোনো ধর্মাবলম্বিদের অনুকরণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হবে।[২০৩]

অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"ইয়াহুদী এবং খ্রিস্টানরা কখনোই সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ না করবেন।"[২০৪]

বিধর্মীদের পক্ষ থেকে আসা শির্ক, কুফ্র, কুসংস্কার এবং জঘন্যতম অশ্লীলতায় ভরপুর এই পহেলা বৈশাখ

---

[২০০] *সূরা আন্ নিসা ৪ : ৪৮।*
[২০১] *সূরা আন্ নিসা ৪ : ১১৬।*
[২০২] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৫৫১৮।*
[২০৩] *সুনান আবূ দাউদ- হাঃ ৪০২১।*
[২০৪] *সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১২০।*

পালন করে কিভাবে আমরা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করতে পারি। বরং এগুলো নিছক বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এগুলো উদযাপন করার অর্থই হলো নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।"[২০৫]

আর ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার অর্থই হলো জাহান্নামের পথে অগ্রসর হওয়া। এটা থেকে আত্মরক্ষার জন্য নির্দেশ প্রদান করে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"হে ঈমানদারগণ তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো।"[২০৬]

পরিশেষে আমাদের আহ্বান : আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন আয়াত এবং রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে আমাদেরকে এসব শির্ক, কুফ্র, কুসংস্কার, নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা এবং ব্যভিচারমূলকঃ কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। অথচ আমরা উক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো পড়ছি। কিন্তু তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করছি না। আথবা সম্পূর্ণরূপে সেটাকে উপেক্ষা করে চলছি। আমাদের অনুভূতী শক্তি, ঈমানী চেতনা যেন কমতে কমতে আজ অগ্রাজ্যতা এবং অস্বিকারের অতল গহ্বরে হারিয়ে গিয়েছে। কয়েক বছর পূর্বে গাজা উপত্যকায় ইসরাঈল কর্তৃক মুসলিম গণহত্যা, সম্প্রতি বৌদ্ধ কর্তৃক মায়ানমারে মুসলিম নিধন, এক দশকের ও অধিক সময় যাবৎ চলমান সিরিয়ায় মুসলিম হত্যাযজ্ঞসহ মাত্র এক মাস পূর্ব নিউজিল্যান্ডে একজন খ্রিস্টান কর্তৃক ৫০ জন মুসলিমকে নৃশংসভাবে হত্যাসহ বিভিন্ন প্রান্তে অমুসলিম কর্তৃক মুসলিম গণহত্যার বিষয়গুলো যেন বর্তমান বিশ্বের জীবিত মুসলিমদের জন্য এক চপেটাঘাতের মতো।

দুঃখের বিষয় হলেও অতিব সত্য এই যে আর কয়েকদিন পরে আমাদের সকলের মনযোগ বা উৎসবের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে হিন্দু, খ্রিস্টানদের কর্তৃক প্রবর্তিত পহেলা বৈশাখ নামক শির্ক, কুসংস্কার এবং ব্যাভিচারমূলক অনুষ্ঠানমালা। তাই হে প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আর কত কাল ঘুমিয়ে থাকবেন? এখনই ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে অমানিষার ঘোর আঁধার ভেদ করে পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর ঝাণ্ডাকে শক্তভাবে ধারণ করে বিজাতীয় সংস্কৃতির বুকে পদাঘাত করে মহান আল্লাহর দেখিয়ে দেওয়া ক্ষমা ও জান্নাতের পথে দ্রুত ধাবিত হোন –আমীন। ###

[২০৫] *সূরা আল বাক্বারাহ ২ : ১৯৫।*
[২০৬] *সূরা আত্ তাহরীম ৬৬ : ৬।*

পানিতে দীর্ঘসময় হাত ভিজিয়ে.....

[৪৭ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

মনে হয়ত প্রশ্ন জাগতে পারে, হাত ও পায়ের তালুর চামড়াই তবে কেন কুঁচকে যায়?

উত্তর : ২০০৩ সালে Muscle and Nerve magazine-এ "Water - immersion wrinkling is due to vasoconstriction" নামে একটি প্রবন্ধ (article) প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে Dr. Smith বলেন, হাত ও পায়ের তালুর dermis layer-এ ঘামগ্রন্থির (sweat gland) পরিমাণ অন্যান্য জায়গা থেকে অনেক বেশি। পানিতে দীর্ঘসময় থাকলে, পানি ঘামগ্রন্থির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নালীর মাধ্যমে গ্রন্থির মধ্যে প্রবেশ করে ফেলে। ফলে গ্রন্থির মধ্যে থাকা লবণের ঘনমাত্রা কমে যায়। লবণের ঘনমাত্রা কমার কারণে চারপাশে থাকা নিউরনগুলো ঐ এলাকার রক্তবাহিকাগুলোকে সংকুচিত করে ফেলে। ফলে ঐ এলাকা (dermis) আকারে ছোট হয়ে নিচে নেমে যায় এবং উপরে থাকা epidermis layer টি কুঁচকে যায়।

জেনে রাখা ভাল : ১৯৩০ সালের আগে মনে করা হত যে, পানি অসমোসিসের মাধ্যমে বাহির থেকে ত্বকের ভেতরে প্রবেশ করে ত্বককে কুঁচকে ফেলে যা পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হয়।

আপনি হয়তো জেনে খুশি হবেন যে, কুঁচকে যাওয়া হাত ও পায়ের ত্বক আমাদের কিছুটা সুবিধাও দিয়ে থাকে। যেমন-

★ পানিতে আমাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি। ২০১৩ সালে বিখ্যাত nature ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, কুঁচকে যাওয়া ত্বকের কোনো কিছু আঁকড়ে ধরে রাখার ক্ষমতা (grip) অকুঞ্চিত ত্বক থেকে ১২% বেশি। উক্ত গবেষণায় দেখা যায়, কুঞ্চিত হাতযুক্ত ব্যক্তিরা পানিতে রাখা মারবেলকে অকুঞ্চিত হাতযুক্ত ব্যক্তিদের থেকে দ্রুত সরিয়ে ফেলতে পারে।

★ অন্যদিকে পায়ের পাতার চামড়া কুঁচকে যাওয়ার সুবিধা হলো, ভেজা রাস্তার উপর দিয়ে যেন আমরা সহজেই খালি পায়ে হেঁটে যেতে পারি, যেন পিছলে পড়ে না যাই।

আবার হয়ত প্রশ্ন জাগতে পারে, হাত ও পায়ের তালুর চামড়া তবে সর্বদা কুঁচকে থাকে না কেন?

এর কারণ হলো, এতে ত্বকের সংবেদনশীলতা (কোনো কিছু বোধ বা উপলব্ধি করার ক্ষমতা) কমে যায়। তাই কেবল প্রয়োজনের সময়ই (মানে পানির মধ্যে) হাত ও পায়ের তালুর চামড়া কুঁচকে যায়। ###

ركن العلوم والتكنولوجيا \ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্নার

পানিতে দীর্ঘসময় হাত ভিজিয়ে রাখলে হাতের চামড়া কুচকে যায় কেন?

সংক্ষিপ্ত উত্তর : পানিতে দীর্ঘসময় থাকলে ত্বকের (skin) ৩টি স্তরের (layer) মধ্যে মাঝের dermis নামক স্তরটি আকারে ছোট হয়ে নিচে নেমে যায়। ফলে উপরের epidermis স্তরটি আর টান টান অবস্থায় থাকতে পারে না বরং কুঁচকে যায়।

একটু বড় উত্তর : আমরা সবাই জানি, পানি নিয়ে দীর্ঘসময় নাড়াচাড়া করলে হাতের চামড়া কুঁচকে যায়। শুধু হাতের চামড়াই নয়, খেয়াল করলে দেখবেন পায়ের পাতার চামড়াও কুঁচকে যায়। কেমন জানি বুড়ো/বুড়ি হয়ে গেছি বলে মনে হয়। কিন্তু কেন? শরীরে অন্যান্য জায়গার চামড়া তো এভাবে কুঁচকে যায় না! হুম, অনেকের মনেই হয়ত এমন চিন্তা ঘুরপাক খায়। তবে কথা না বাড়িয়ে চলুন জেনে নেই, দৈনন্দিন জীবনে ঘটা হাজারো ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

শুরুতেই আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হলো আমাদের ত্বকের (skin) গঠন বিন্যাস। আমাদের ত্বক যা আমাদের পুরো শরীরকে ঘিরে রেখেছে তা ৩টি স্তর (layer) দ্বারা তৈরী। যথা- ১. Epidermis, ২. Dermis ও ৩. Hypodermis (subcutaneous tissue)।

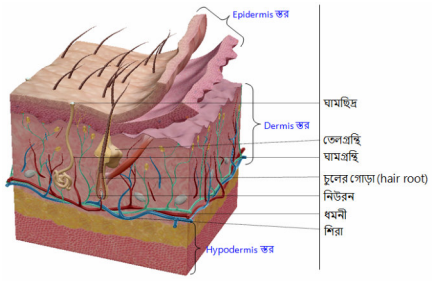

ছবি: ত্বকের বিভিন্ন স্তর

Epidermis হচ্ছে সবচেয়ে উপরের স্তর। এই epipidermis স্তরটি আবার ৫টি উপস্তর (sublayer) দ্বারা তৈরী। যথা- ১. Stratum corneum, ২. Stratum lucidum, ৩. Stratum granulosum, ৪. Stratum spinosum, ৫. Stratum germinativum (stratum basale)।

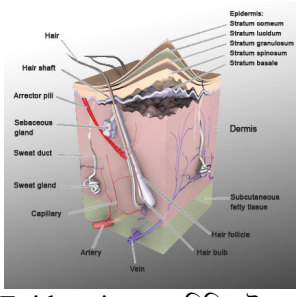

ছবি : Epidermis স্তরের বিভিন্ন উপ-স্তরসমূহ

এই ৫টি sublayer'র মধ্যে stratum corneum হচ্ছে সবচেয়ে উপরের sublayer। আর এই sublayerটিকেই মূলতঃ আমরা খালি চোখে দেখতে পাই। মজার বিষয় হলো, epidermis layer-এ কোন রক্তবাহিকা (blood vessel) নেই।

Epidermis-র নিচের layerটির নাম হলো dermis। এই layer-এ নিউরন থাকে যা আমাদের কোনো কিছু উপলব্ধি (sense) করতে সহায়তা করে। এছাড়াও এই layer এ আরো রয়েছে–

১. Hair follicles (এখান থেকে চুল বের হয়),
২. Sweat gland (ঘামগ্রন্থি),
৩. Sebaceous (oil) gland (তেলগ্রন্থি),
৪. Lymphatic vessel (লসিকাবাহিকা),
৫. Blood vessel (রক্তবাহিকা)।

Hypodermis layer টি একেবারে নিচের দিকে থাকে। আপাতত এই layer টি সম্পর্কে না জানলেও চলবে।

এবার আসা যাক আমাদের আলোচ্য বিষয়ে। অর্থাৎ- পানিতে দীর্ঘসময় হাত ভিজিয়ে রাখলে হাতের চামড়া কেন কুঁচকে যায়।

১. আমরা যখন দীর্ঘসময় পানিতে থাকি তখন dermis layer এ থাকা neuron গুলো (যা autonomic nervous system-র একটি অংশ) স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঐ এলাকার blood vessel গুলোকে সংকুচিত করে ফেলে। ফলে dermis layer টি আকারে ছোট হয়ে নিচে নেমে যায়।

২. Dermis layer টি সংকুচিত হবার পূর্বে epidermis layer টিকে টান টান করে রেখেছিল। কিন্তু dermis layer টি যেহেতু এখন সংকুচিত হয়ে নিচে নেমে গেছে তাই উপরে থাকা epidermis layer টি আর টান টান অবস্থায় থাকতে পারে না বরং কুঁচকে যায়।

[পরবর্তী অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায় দেখুন]

الاخبار عن الجمعية ॥ জমঈয়ত সংবাদ

সৌদী সরকারের আমন্ত্রণে মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি ও সেক্রেটারী জেনারেল

'উমরাহ্ পালন উপলক্ষে সৌদী সরকারের বিশেষ আমন্ত্রণে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি **অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলী** ও সেক্রেটারী জেনারেল **শাইখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী** এবং যুগ্ম সেক্রেটারী জেনারেল **শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ** ৩ এপ্রিল বুধবার সৌদী আরবের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করবেন –ইন্শা-আল্লাহ। এ সফরে নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এবং দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সৌদী সরকারের সাথে মতবিনিময় করবেন এবং সৌদী প্রবাসী জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের সাথে দা'ওয়াহ-তাবলীগ ও জমঈয়ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কথা বলবেন। নেতৃবৃন্দ 'উমরাহ্ পালন শেষে আগামী ১৩ এপ্রিল দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন –ইন্শা-আল্লাহ।

সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তের ২৩তম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়ত পুনর্গঠন উপলক্ষে বিগত ২৩ ফেব্রুয়ারি'১৯ শরিবার সাতক্ষীরা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে ২৩তম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি উপাধ্যক্ষ শাইখ ওবায়দুল্লাহ গযনফর-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারী শাইখ আব্দুন নূর বিন আব্দুল জব্বার আল মাদানী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের খাওয়াতীন ও আতফাল বিষয়ক সেক্রেটারী শাইখ ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম মাদানী। জেলা শুব্বান সভাপতি হাফেয আসাদুল্লাহ আল গালিব-এর কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সকাল সাড়ে ১০টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। সভাপতির স্বাগত বক্তব্যের পর আলোচনা পেশ করেন কাউন্সিল বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক মাস্টার আবূ তাহের ও জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি প্রফেসর গাজী আবুল কাসেম। অতঃপর জেলা সেক্রেটারী মাওলানা শাহাদৎ হুসাইন সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন। এছাড়াও জেলার ১০টি এলাকা জমঈয়তের সভাপতি ও সেক্রেটারীগণ নিজ নিজ এলাকার সাংগঠনিক অবস্থা জানিয়ে বক্তব্য পেশ করেন।

অতঃপর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের তত্ত্বাবধানে গঠনতন্ত্রের ১৪ ধারা মোতাবেক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন পরিচালনা করেন প্রফেসর মোজাম্মেল হোসেন, প্রফেসর মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ, প্রফেসর গাজী আবুল কাসেম প্রমুখ। এতে জেনারেল কমিটির সদস্যগণ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ২০১৯-২০২২ সেশনের দায়িত্বশীল নির্বাচন করেন। কার্যকরী কমিটির বিবরণ নিম্নরূপ :

কার্যকারী পরিষদ : উপাধ্যক্ষ শাইখ ওবায়দুল্লাহ গযনফর- সভাপতি, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, প্রফেসর গাজী আবুল কাসেম ও প্রফেসর মোজাম্মেল হোসেন- সহ-সভাপতি, আলহাজ্জ মহিউদ্দীন বাবলু- কোষাধ্যক্ষ, মাওলানা শাহাদৎ হুসাইন- সেক্রেটারী, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ও মাস্টার তৌফিকুর রহমান- যুগ্ম সেক্রেটারী, মাস্টার মুহাম্মদ আবূ তাহের- সাংগঠনিক সেক্রেটারী, শাইখ মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম ও শাইখ আহসানুল্লাহ্- দাঈ'-মুবাল্লিগ, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহমান- প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক, মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান- সমাজকল্যাণ সম্পাদক, মাওলানা একেএম সালাহউদ্দীন- পাঠাগার সম্পাদক, মাস্টার মুহাম্মদ শামসুর রহমান- দফতর সম্পাদক। **কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ-** মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রফেসর মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ, মাস্টার মুহাম্মদ বদিউজ্জামান খান, ডা. মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আহমদ, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সবুর, আলহাজ্জ মুহাম্মদ খাইরুল আনাম, প্রফেসর মুহাম্মদ আবুল খায়ের, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মাজেদ, মুহাম্মদ রেজাউল হক, মাস্টার রফিকুল ইসলাম, মাওলানা মুহাম্মদ শাহ্ আলম, প্রভাষক মাওলানা অহিদুজ্জামান, মাওলানা আমিরুল ইসলাম, মাওলানা মুহাম্মদ মুহিববুল্লাহ, ডা. মুহাম্মদ আব্দুল লতীফ, মাওলানা বদরুর রহমান, মুহাম্মদ আনসারুজ্জামান, মুহাম্মদ আমানুল্লাহ, প্রফেসর আসাদুল্লাহ আল গালিব, মাস্টার মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হামীদ, মুহাম্মদ শহীদুজ্জামান।

উপদেষ্টা পরিষদ : মাওলানা রফিউদ্দীন আনছারী, ডা. মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, প্রফেসর মুহাম্মদ রফিউদ্দীন, প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুস সালাম, মুহাম্মদ একরামল কবির খান, মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, এ্যাড. আব্দুস সালাম, অধ্যাপক মাওলানা মফিজউদ্দীন, অধ্যক্ষ মাওলানা এ.বি.এম মহিউদ্দীন, ডা. মুহাম্মদ আজহারুল হক, ডা. মুহাম্মদ মাকসুমুল আনাম, এ্যাড. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম (খোকন), আলহাজ্জ রফিকুল ইসলাম (প্রবাসী)।

ঢাকা মহানগর ও ঢাকা দক্ষিণ এলাকা জমঈয়তের বার্ষিক সম্মেলন

ঢাকা মহানগর ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর যৌথ উদ্যোগে দুইদিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলন ও ওয়াজ মাহফিল বংশাল-সুরিটোলা স্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি ও বংশাল বড় জামে মাসজিদের মুতাওয়াল্লী আলহাজ্জ আওলাদ হোসেন-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিগত ২১ ও ২২ মার্চ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার ১ম দিন বা'দ মাগরিব মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলীর সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথম দিন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন ও অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী, সৌদী আরব যুলফী ইসলামিক দা'ওয়াহ সেন্টার-এর দাঈ' শাইখ হাশেম মাদানী (ভারত), সৌদী আরব আল আহ্সা ইসলামিক দা'ওয়াহ সেন্টার-এর দা'ঈ শাইখ সাইফুদ্দীন বেলাল মাদানী, কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারী ও ঢাকা মহানগর জমঈয়তের সেক্রেটারী শাইখ আব্দুন নূর বিন আব্দুল জব্বার মাদানী, কেন্দ্রীয় শুব্বান সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী আল মাদানী, ঢাকা মহানগর জমঈয়তের যুগ্ম সেক্রেটারী শাইখ মুহাম্মদ এহসানুল্লাহ, মাদরাসাতুল হাদীস- নাজির বাজারের উপাধ্যক্ষ শাইখ মুশফিকুর রহমান সালাফী ও মুহাদ্দিস শাইখ আব্দুল মালেক মাদানী, আলহাজ্জ ইউসুফ মেমোরিয়াল দারুল হাদীস মাদরাসা- সুরিটোলার অধ্যক্ষ শাইখ ইসহাক মাদানী প্রমুখ।

দ্বিতীয় দিন ২২ মার্চ ঢাকা মহানগর জমঈয়তের সভাপতি আলহাজ্জ আলী হোসেন-এর সভাপতিত্বে বিকাল সাড়ে ৪টায় আলোচনা শুরু হয়। এদিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-এর ৩৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আলহাজ্জ আবূ সাঈদ। আলোচনা পেশ করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি), সেক্রেটারী জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, মদীনা মুনাউওয়ারার দাঈ' শাইখ ড. উসামা আতায়া উসমান আহমদ, শাইখ হাশেম মাদানী (ভারত), ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তের সভাপতি হাফেয মুহাম্মদ সেলিম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাইখ ড. ইমাম হুসাইন, ঢাকা মহানগর জমঈয়তের সমাজ কল্যাণ সম্পাদক শাইখ ড. আহসান উল্লাহ বিন সানাউল্লাহ, দফতর সম্পাদক শাইখ আব্দুল মু'মিন, সুরিটোলা জামে মাসজিদের ইমাম হাফেয আব্দুল আযীয, মালিবাগ-পেয়ালাওয়ালা শাখা শুব্বানের সেক্রেটারী হাফেয শাইখ জাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ঢাকা মহানগর জমঈয়তের যুগ্ম সেক্রেটারী হাফিয শাইখ শামসুল হক শিবলী ও সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ সুফিয়ান সোহেল। বিভিন্ন পর্বে কুরআর তিলাওয়াত ও ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন করেন মাদরাসা মুহাম্মদিয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকার ছাত্র মুহাম্মদ আহাসান হাবীব, ফয়েজ আহমাদ, আলহাজ্জ ইউসুফ মেমোরিয়াল দারুল হাদীস মাদরাসা- সুরিটোলার ছাত্র মুহাম্মদ তালহা, মুহাম্মদ আবূ তাহের, মাদরাসাতুল হাদীস- নাজির বাজারের ছাত্র হাফেয মুহাম্মদ উসমান, মুহাম্মদ হাসিবুর রহমান, হাফেয মুহাম্মদ ইমামুদ্দীন, মুহাম্মদ মুহসিন আলম প্রমুখ। এ সম্মেলনে মাদরাসাতুল হাদীসের সাবেক উপাধ্যক্ষ শাইখ জালাল উদ্দীন মণ্ডল জমঈয়তের সাথে একত্রে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

দুইদিনব্যাপী এ সম্মেলনে আলোচকগণ নিম্নোক্ত বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করেন।

ইত্তিবায়ে রাসূল, ইসলামের দৃষ্টিতে পোষাকের গুরুত্ব, বিজাতীয় অনুকরণ বনাম ইসলাম, ইভটিজিং প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা, মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা, সুন্নাত ও বিদ'আত, আহলে হাদীস-এর বৈশিষ্ট্য, শির্ক-এর ভয়াবহতা, দীনী শিক্ষার গুরুত্ব, সমাজ গঠনে যুবকদের ভূমিকা, মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি মিথ্যারোপ, কুরআন সুন্নাহর আলোকে সংগঠনের গুরুত্ব, মতোভেদ নিরসণে উত্তম পদ্ধতি, দাওয়াতে দীনের গুরুত্ব ও পদ্ধতি, মৃত্যু ও পরকলীন জীবন, মাদকতা ও সন্ত্রাস দমনে ইসলামের ভূমিকা ইত্যাদি।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ও বংশাল বড় মাসজিদ শাখা জমঈয়তের গাজীপুর সফর

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ও বংশাল বড় মাসজিদ শাখা জমঈয়তের যৌথ উদ্যোগে গত ২১ ফেব্রুয়ারি গাজীপুর জেলার পুবাইল বড় কয়ের জামে মাসজিদে এক তাবলীগী সফর অনুষ্ঠিত হয়।

৭৩ জনের কাফেলা নিয়ে বাদ 'আসর বংশাল বড় মাসজিদ থেকে তাবলীগী সফর শুরু হয়। সফরকারীগণ সেখানে পৌঁছে স্থানীয় মুসল্লীদের সাথে কুশল বিনিময় এবং তাদের মাঝে দু'আর লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে দু'আ শিক্ষা দেয়া হয়। *[পরবর্তী অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

صحتك \ আপনার স্বাস্থ্য

প্রচণ্ড গরমে সুস্থ থাকতে করণীয়

সারা দেশে এখন গ্রীষ্মের তাপপ্রবাহে জীবন ওষ্ঠাগত। প্রচণ্ড গরমে শিশু-কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সব বয়সী মানুষ রোজ কোনো না কোনো স্বাস্থ্য সমস্যায় পড়ছেন। এসব স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণটি হচ্ছে হিট স্ট্রোক।

এছাড়া আরও কয়েকটি রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়েছে এ সময়। একটু সতর্কতার সঙ্গে জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন আনলে অস্বাভাবিক এ স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

গরমে যেসব স্বাস্থ্য সমস্যা হয় : আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে আমাদের শরীর থেকে ঘাম নিঃসৃত হয় এবং এই ঘামের সঙ্গে নিঃসৃত হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড, যা আমাদের শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গরমের দিনে এবং কঠিন পরিশ্রমে শরীর থেকে প্রায় তিন-চার লিটার ঘাম নিঃসৃত হয়, সেই সঙ্গে লবণ বেরিয়ে যায় ১ দশমিক ৫-২ গ্রাম। ফলে শরীর পানিশূন্য হয়ে পড়ে। দেখা দেয় নিম্নোক্ত স্বাস্থ্যগত সমস্যা–

হিট স্ট্রোক : এই গরমে একটি মারাত্মক স্বাস্থ্যগত সমস্যার নাম হিট স্ট্রোক। প্রচণ্ড গরম আবহাওয়ায় শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে শরীরের তাপমাত্রা ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট ছাড়িয়ে গেলে তাকে হিট স্ট্রোক বলে। হিট স্ট্রোকে অজ্ঞান হওয়া থেকে শুরু করে মৃত্যুও হতে পারে।

লক্ষণ : ঢাকা মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মাদ যায়েদ হোসাইন হিমেল যুগান্তরকে বলেন, গরমের সময় হিট স্টোকের আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে ৫৫ বছরের বেশি বয়স্ক মানুষ হিট স্ট্রোকের শিকার হতে পারে। হিট স্ট্রোক করলে রোগীর মস্তিষ্ক ঠিকভাবে কাজ করে না। চোখে অন্ধকার বা ঝাপসা দেখতে থাকে। রোগীর শরীরের চামড়া ধরলে বেশ গরম অনুভূত হতে পারে, মাথা ঝিম ঝিম করে ও মাথায় ব্যথা অনুভূত হতে পারে, বমি বমি ভাব বা বমি হতে পারে, শরীর বেশ দুর্বল ও অবসাদ লাগতে পারে।

করণীয় : ডা. যায়েদ হোসাইন বলেন, কেউ হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে পড়লে তাকে দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই রোগীর শরীরের তাপমাত্রা কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে। রোগীকে দ্রুত ছায়ায় নিয়ে বাতাস দিতে হবে। মাথায় পানি দিতে হবে। রোগীকে সম্ভব হলে বরফ বা ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল করিয়ে দিলে রোগীর শরীরের তাপমাত্রা কমে যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে যাতে অতিরিক্ত ঠাণ্ডার কারণে রোগীর কাঁপুনি না ওঠে।

এ সময় সুস্থ থাকতে যা খাবেন : হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন কিছু খাবার খেলে আপনি হিট স্ট্রোকসহ গরমের বিভিন্ন রোগ ও এর ঝুঁকি থেকে বাঁচতে পারেন। সেগুলো হচ্ছে–

ডাবের পানি : গরম থেকে বাঁচতে ডাবের পানির কোনো বিকল্প নেই বললেই চলে। তাই তো এই গরমে রোজ একটা করে ডাব বা বাটার মিল্ক খেতে পারেন, তাহলে দেখবেন শরীর একেবারে চাঙ্গা থাকবে। ডাবের পানি আর বাটার মিল্ক শরীরে খনিজের ঘাটতি হতে দেয় না। ফলে যে কোনো ধরনের শারীরিক সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা কমে।

অ্যাপেল সিডার ভিনেগার : এক গ্লাস পানি নিয়ে তাতে পরিমাণ মতো অ্যাপেল সিডার ভিনেগার মিশিয়ে খেয়ে ফেলুন। এমনটা করলে শরীরে খনিজ এবং ইলেক্ট্রোলাইটসের ঘাটতি দূর হয়। ফলে অতিরিক্ত গরম এবং ঘামের কারণে শরীর খারাপ হয়ে যাওয়ার কোনো আশঙ্কাই থাকে না।

অ্যালোভেরা জুস : গরম থেকে বাঁচতে এই প্রাকৃতিক উপাদানটি দারুণভাবে সাহায্য করে। রোজ সকালে এক গ্লাস অ্যালোভেরা জুস পান করলে শরীর গরম সহ্য করার জন্য তৈরি হয়ে যায়, ফলে গরমের কারণে শরীর খারাপ হওয়ার আর কোনো আশঙ্কাই থাকে না।

পেঁয়াজের রস : গরম থেকে বাঁচতে পেঁয়াজের রসের কোনো বিকল্প হয় না বললেই চলে। এই রস কানের পেছন দিকে এবং বুকে লাগাতে হবে। এমনটা করলেই দেখবেন শরীরের তাপমাত্রা হ্রাস পাবে। সেই সঙ্গে কমবে হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও।

তেঁতুল পানি : অল্প পরিমাণ তেঁতুল পানি নিয়ে কম করে ১০ মিনিট ফুটিয়ে নিন। পরে সেই পানি পান করুন। প্রসঙ্গত তেঁতুলে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় খনিজ, ইলেক্ট্রোলাইটস এবং ভিটামিন, যা শরীরের তাপমাত্রা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে ডায়রিয়া, পাতলা পায়খানা হলে কিছুতেই টক খাবেন না।

প্লামের পানি : গরমকালে শরীরে পানির মাত্রাকে ঠিক রাখাই আমাদের সব থেকে প্রথম কাজ। এমনটা করলেই দেখবেন হিট স্ট্রোকের মতো মারণ অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে না। আর এ কাজটাই করে থাকে প্লাম। সেই সঙ্গে শরীরে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় এই ফলটি। ফলে শরীরের প্রদাহ কমে গিয়ে হিট স্ট্রোকের আশঙ্কা হ্রাস পায়।

মিন্ট জুস : অল্প করে মিন্ট পাতা নিয়ে জুস বানিয়ে ফেলুন। এই জুস গরমকালে রোজ খেলে হিট স্ট্রোকের কবলে পড়ার আশঙ্কা কমে।

চন্দন পেস্ট : শরীরের তাপমাত্রা কমাতে চন্দনের পেস্ট দারুণ কাজে দেয়। অল্প করে চন্দন বেঁটে নিয়ে সেই পেস্ট কপালে এবং বুকে লাগালেই শরীর ঠাণ্ডা হতে শুরু করে।

খাদ্য তালিকায় আরও যা রাখতে পারেন :

* এই গরমে পানি, তরল জাতীয় ও ঠাণ্ডা খাবার যেমন- লেবুর শরবত, খাবার স্যালাইন, তরমুজ, ঠাণ্ডা দুধ এবং সহজে হজম হয় এমন খাবার খাদ্য তালিকায় রাখুন।

* পূর্ণবয়স্ক মানুষ দৈনিক চার-পাঁচ লিটার পানি পান করতে পারেন।

* 'পানিশূন্যতা' বা ডিহাইড্রেশন' রোধ করতে বারবার খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি স্বাভাবিক সব খাবার গ্রহণ করবেন।

* আপেল, শসা, তরমুজ, লেটুস পাতা, মুলা, লেবু, কমলা গরমের সময় বেশি বেশি খেলে উপকার পাওয়া যায়।

যা খাবেন না : তাপমাত্রা বৃদ্ধিকারক পানীয় যেমন- চা, কফি গরমের সময় পরিহার করা উচিত। বাইরের খাবার বিশেষ করে ফাস্টফুড পরিহার করুন। তৈলাক্ত খাবার এড়িয়ে চলবেন। সেই সঙ্গে পরিপাকে সময় লাগে এমন খাবার না খাওয়াই ভালো।

আরও যা করবেন :

* পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া হলে প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর পর্যাপ্ত খাবার স্যালাইন ও তরলজাতীয় খাবার খেতে হবে, পাশাপাশি স্বাভাবিক সব খাবার খেতে হবে।

* বদহজম বা গ্যাস্ট্রিক থেকে বাঁচতে হলে তেলে ভাজা খাবার, বাইরের খাবার, অধিক ঝাল ও মশলাযুক্ত খাবার পরিহার করুন।

* বারবার গোসল থেকে বিরত থাকুন, নয়তো গরমজনিত ঠাণ্ডা বা জ্বরে আক্রান্ত হতে পারেন।

* প্রেসারের রোগীরা কিন্তু ওষুধ সময়মতো খাবেন এবং সতর্ক থাকবেন। বেশি সময় চুলার পাশে বা রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকবেন না। গরমের সময় সপ্তাহে একবার প্রেসার চেকআপ করানো উচিত।

ঢিলেঢালা পোশাক : গরমে রোগের প্রকোপ থেকে বাঁচতে হালকা ও ঢিলেঢালা পোশাক পরা ভালো। পড়ুন সুতি ও আরামদায়ক পোশাক। ঘামে পোশাক ভিজে গেলে দ্রুত পাল্টে ফেলুন। এ সময় টেরিকটস, সিন্থেটিকের মতো পোশাক পরে দিনের বেলায় বেরোবেন না। তাতে গরমে ত্বক শ্বাস নিতে পারে না। ফলে শারীরিক অস্বস্তি বেড়ে যায়।

বাইরে বের হওয়ার আগে : বাইরে বেরোলে সঙ্গে বিশুদ্ধ পানি নিয়ে বের হন। ওআরএস বা নুন-চিনির পানিও নিতে পারেন। ছাতা, টুপি বা স্কার্ফ ব্যবহার করুন। এগুলো ব্যবহার করলে অনেকটাই রোদের হাত থেকে রেহাই পাবেন। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়, যতটা সম্ভব একটু ছায়া দেখে হাঁটার চেষ্টা করুন। খুব বদ্ধ এমন কোনো ঘরে একনাগাড়ে বেশিক্ষণ না থাকাই ভালো।

মৃত্যু সংবাদ

রাজশাহী জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি মাওলানা সাঈদুল হাসান আনসারীর মাতা বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগভোগের পর ২১ মার্চ রাতে ইনতিকাল করেছেন "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন"। আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতুল ফিরদাঊসের উচ্চ আসন দান করুন –আমীন। ***–সম্পাদক***

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকার অদূরে টঙ্গী বাজার আহলে হাদীস জামে মাসজিদের জন্যে কুরআনে হাফেয এবং দাওরায় হাদীস পাশ ইমাম আবশ্যক।

প্রার্থীকে সহীহ সুন্নাহর পূর্ণ অনুসারী হতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীদের আগামী ২৪/০৪/২০১৯ ইং তারিখের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতা, জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি, চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিকত্বের সনদ, সদ্য তোলা ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করার আহ্বান করা হইল।

উল্লেখ্য হাফেযী মাদরাসা পরিচালনায় অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

মাসজিদ কমিটির পক্ষে,
সভাপতি- টঙ্গী বাজার আহলে হাদীস জামে মাসজিদ
টঙ্গী, গাজীপুর। **মোবাইল :** ০১৫৫১-৮০৩৭০৬, ০১৬৭৬-১০৪১১৪, ০১৯২০-৯৫৫৮০৯

الفتاوى و المسائل \ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

–ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন ০১ : *আমি বিবাহের বিধান বিস্তারিত জানি না। ইতোমধ্যে আমি পাঁচটি বিয়ে করে ফেলেছি। এখন আমার করণীয় কী? কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র আলোকে সমাধান জানিয়ে বাধিত করবে।*

সাব্বির
ভেলাজান, ঠাকুরগাঁও।

জবাব : আপনি পাঁচটি বিবাহ কিভাবে করেছেন, তা উল্লেখ করেননি। যদি আপনি একই সাথে পাঁচজন স্ত্রী রেখে থাকেন, তাহলে সেটি ইসলামী শরী'আত লঙ্ঘন বলে গণ্য হবে এবং তা হারাম হবে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً﴾

"অতএব তোমরা তোমাদের পছন্দের নারীদের মধ্য হতে দু'জন, তিনজন ও চারজন বিবাহ করো, আর সমতা বিধানের আশঙ্কা করলে একজন.....।"[২০৭]

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতের পুরুষদেরকে সর্বোচ্চ চারটি বিবাহ করার বিধান দিয়েছেন। অর্থাৎ- একত্রে কেবল চারজন স্ত্রী রাখতে পারবে; এর বেশি নয়। অতএব, আপনি যদি কোন স্ত্রীর বিয়োগ ঘটার কিংবা কাউকে তালাক্ব দেয়ার পর পঞ্চম বিবাহ করেন, তাহলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। মূলতঃ একত্রে চারজন স্ত্রীর বেশি রাখা উম্মাতের জন্য জায়িয নয়। –আল্লা-হু আ'লাম।

প্রশ্ন ০২ : *নবজাতকের জন্মের সময় আযান দেয়া সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কি এবং এর উপর 'আমল করা কতটুকু জরুরী? আশাকরি উত্তর দিয়ে ধন্য করবেন।*

মোঃ রোকনুয্যামান
সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।

জবাব : নবজাতকের জন্মের পর কানে আযানের বাক্যসমূহ শুনিয়ে দেয়া সুন্নাত। এ মর্মে ইবনু সুন্নী একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, যার উপর মুহাদ্দিস ও ফক্বীহদের 'আমল বিদ্যমান। আর এটি ছেলে-মেয়ে সবার জন্য প্রযোজ্য। আমাদের সমাজের কোথাও কোথাও মেয়েদেরকে আযানের বাক্যসমূহ শুনানো হয় না, তা ঠিক নয়; বরং জাহেলী যুগে যেভাবে কন্যা সন্তান জন্ম হলে তাদেরকে অবজ্ঞা করা হত, এ কাজ তারই পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু না। –আল্লা-হু আ'লাম।

প্রশ্ন ০৩ : *মাহরামদেরকে সালাম দেয়া, চুম্বন ও করমর্দনের মাধ্যমে অভিবাদন জানানো কি জায়িয আছে? যদি জায়িয হয়ে থাকে তবে মাহরাম কারা? দুগ্ধপানের মাধ্যমে যারা মাহরাম হয়, এ ক্ষেত্রে তাদেরও কি একই হুকুম?*

ফরহাদ কামেল
উত্তরা, ঢাকা।

জবাব : মাহরামদেরকে সালাম দেয়া, মুসাফাহা ও হাত-কপালে চুম্বন দেয়া জায়িয। আর মাহরাম হচ্ছে ঐ সব পুরুষ, যাদের সাথে বিয়ে-শাদী হারাম। তারা হচ্ছেন– স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে, সহোদর ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন মামা, আপন চাচা, দাদা, নানা ও আপন নাতী। আর আপন ফুফী, খালা, মা ও সহোদর বোনের হাত বা কপালে চুম্বন দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে পারবে– এতে কোন অসুবিধা নেই। উল্লেখ্য যে, মাহরাম বংশগত অনুযায়ী হোক অথবা দুগ্ধপান জনিত উভয় ক্ষেত্রে হুকুম একই। –আল্লা-হু আ'লাম।

প্রশ্ন ০৪ : *শুনেছি যে, মঙ্গলবারে সহবাস না করা আবশ্যক, কেননা সেদিন একটি জিনিস আগমন করে, যে প্রত্যেক সহবাসকারীকে অভিসম্পাত করে। মনে করা হয়, এর ফলে ভবিষ্যতে তারা ক্ষতির সম্মুখীন হবে।*

আবুল হাশেম
রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুর।

জবাব : এ ধরনের বিশ্বাস কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু না। ইসলাম মহিলাদের ঋতু অবস্থায়, ই'তিকাফ অবস্থায় এবং ফরয সিয়াম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস হারাম করেছে। তাছাড়া বাকী যে কোন সময় স্ত্রী সহবাস বৈধ। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾

"সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ। আল্লাহ জেনেছেন যে, তোমরা নিজদের সাথে খিয়ানত করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবাহ্ কবূল করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও

[২০৭] *আল-কুরআন : সূরা আন্ নিসা/০৪।*

এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা অনুসন্ধান করো।"[২০৮]

অনুরূপভাবে হায়িয ও নিফাসের সময় সহবাস করা হারাম। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ ٱلْمَحِيْضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوْا ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ﴾

"আর তারা তোমাকে ঋতুস্রাবের সময় বা অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলো, তা কষ্ট। সুতরাং তোমরা ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট আস, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।"[২০৯]

তাছাড়া ই'তিকাফ অবস্থায়ও হারাম। এ মর্মে মহান আল্লাহর নির্দেশ :

﴿وَلَا تُبَٰشِرُوْهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُوْنَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا﴾

"আর তোমরা মাসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না –এটা আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না।"[২১০]

উপর্যুক্ত অবস্থা ছাড়াও যখন কোন মহিলা হাজ্জ বা 'উমরার ইহরাম বাঁধবে, তখনও ইহরাম থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস করা হারাম। এ নির্দেশনা মেনে বাকী যে কোন সময় স্ত্রী সহবাস করতে পারে। এতে কোন প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। উপরন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, বাইরে বেগানা নারী দেখে মিলনের ইচ্ছা জাগলে নিজ ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে বলেছেন। যাতে মানুষ ব্যভিচার হতে নিজেকে পবিত্র-মুক্ত রাখতে পারে। এখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কোন বার বা সময়কে নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনেননি; বরং বিষয়টি উন্মুক্ত রেখেছেন। অতএব, মঙ্গলবার সহবাস করলে কোন অজ্ঞাত জিনিস অভিশাপ দেবে এবং ক্ষতি হবে –এরূপ বিশ্বাস অবান্তর ও কুসংস্কার।

–আল্লা-হু আ'লাম।

[২০৮] *আল-কুরআন : সূরা আল বাক্বারাহ/১৮৭।*
[২০৯] *আল-কুরআন : সূরা আল বাক্বারাহ/২২২।*
[২১০] *আল-কুরআন : সূরা আল বাক্বারাহ/১৮৭।*

প্রশ্ন ০৫ : *আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে, "জোড়া কলা খেলে না-কি জমজ সন্তান হয়" –এর সঠিক বিশ্লেষণ জানতে আপনাদের স্মরণাপন্ন হলাম। আশাকরি সঠিক উত্তর জানিয়ে বাধিত করবেন।*

খায়রুল কবির
পবা, রাজশাহী।

জবাব : জোড়া কলা খেলে জোড়া সন্তান হবে –মর্মে বিশ্বাস করা শির্ক ও কুরআন বিরোধী ভ্রান্ত 'আক্বিদাহ্। আল্লাহ তা'আলা কাকে, কখন এবং কি সন্তান দেবেন –এটা স্রেফ তাঁরই ইখতিয়ার। এতে কোন সৃষ্টির হাত নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۞ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ তা'আলারই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদের দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল।"[২১১]

সুতরাং মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ ঈমান রেখে চলতে হবে এবং সবপ্রকার অলীক বিশ্বাস বর্জন করতে হবে।

–আল্লা-হু আ'লাম।

প্রশ্ন ০৬ : *বিয়ের পর স্ত্রী কি তাঁর স্বামীর নাম নিজের নাম এর সাথে যুক্ত করতে পারবে? আমরা তো দেখতে পাই, প্রায় সবাই এরূপ সংস্কৃতির শিকার। এটি এখন বহুল প্রচলিত হয়ে গেছে। আসলে ইসলাম এ ব্যাপারে কি নির্দেশনা দিয়েছে –জানিয়ে কৃতার্থ করবেন।*

মো. হাসেমুদ্দিন সরকার
পাংশা, রাজবাড়ী।

জবাব : ইসলাম মানুষের আত্ম পরিচয় ও বংশ মর্যাদা রক্ষায় সবিশেষ গুরুত্বারূপ করেছে। তাই নিজের পিতার নাম ছাড়া অন্যের নামে নিজের পরিচয় প্রদান হারাম ঘোষণা করেছে এবং এর পরিণতি জাহান্নাম বলে জানয়ে দিয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾

"তোমরা তাদের সম্বোধন করো তাদের বাপদের নামে, এটিই আল্লাহর কাছে বেশি ন্যায়সঙ্গত।"[২১২]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

[২১১] *আল-কুরআন : সূরা আশ্ শূরা-/৪৯-৫০।*
[২১২] *আল-কুরআন : সূরা আল আহ্যা-ব/০৫।*

لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيْهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ.

"কোন ব্যক্তি যদি নিজ পিতা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও অন্য কাউকে তার পিতা বলে দাবী করে তবে সে মহান আল্লাহর (নি'আমতের) কুফ্‌রী করল এবং যে ব্যক্তি নিজেকে এমন বংশের সাথে নসবী সম্পৃক্ততার দাবী করল, যে বংশের সাথে তার কোন নসবী সম্পর্ক নেই, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে তৈরি করে নেয়।"[২১৩]

অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন :

أَيُّمَا رَجُلٍ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ وَالِدَيْهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيْهِ الَّذِيْنَ أَعْتَقُوْهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

"যে ব্যক্তি তার পিতা বাদ দিয়ে অন্যের সাথে সম্পর্কের দাবি করে পরিচয় দেয় অথবা নিজের মনিবকে ত্যাগ করে অপরকে মনিব বলে পরিচয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল এবং সকল মানুষের অভিশাপ। তার নফল বা ফর্‌য কোন 'ইবাদতই কবূল করা হবে না।"[২১৪]

উপর্যুক্ত নির্দেশনায় স্বামীর নামের সাথে স্ত্রীর নাম যুক্ত করার কোন বৈধতা মেলে না; বরং নিষেধই সাব্যস্ত হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীগণ নিজ নিজ পিতার নামেই পরিচিত হয়েছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) অধিক মর্যাদাবান হওয়া সত্ত্বেও তা তারা করেননি। কাজেই পিতা বাদ দিয়ে বিজাতীয়দের অনুকরণে স্বামীর নামের সাথে মিল করে নাম রাখা বা ডাকা জায়িয নয়। –আল্লাহু আ'লাম।

প্রশ্ন ০৭ : ***একজন তরুণের জন্য কখন ইজতিহাদ করা ও ফাতাওয়া দেয়া জায়িয? কারণ কিছু কিছু তরুণ দ্বীনদার হওয়ার পর প্রায়শ শরী'আতের দলীল-প্রমাণ নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণে জড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন সাম্প্রতিক ইস্যু ও মাসআলার বিধান নির্ণয় করার চেষ্টা করে– যা হালাল বা হারাম ঘোষণা করার শামিল। তারা নিজেদের বিচার-বিশ্লেষণ অনুযায়ী কিছু কিছু সাম্প্রতিক ইস্যুর ফিকহী বিধান বলারও চেষ্টা করে।***

মো. নুরুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

জবাব : শরঈ বিষয়ে ইজতেহাদ বা গবেষণা করার আবশ্যকতা যুগযুগ ধরে চলে আসছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। তবে এর জন্য বিশেষ যোগ্যতা থাকা দরকার। যেমন- নস, যাহের, সহীহ, য'ঈফ, নাসেখ, মানসুখ, মানতুক, মাফহুম, খাস, আম, মুতলাক, মুকাইয়্যাদ, মুজমাল, মুবাইয়্যাহ ইত্যাদি। আর এর জন্য দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকাও জরুরী। এছাড়া ফিকহের প্রকারভেদ, গবেষণাযোগ্য বিষয়গুলো, পূর্ববর্তী 'আলেম ও ফকীহদের মতামত জানা থাকতে হবে এবং দলীল-প্রমাণ বুঝার ক্ষমতা থাকতে হবে। এ সব দিক বিবেচনা ছাড়া ফাতাওয়া প্রদান করা যাবে না। বর্তমানে যারা উপর্যুক্ত শর্ত পূরণ না করে গবেষক সেজে যাচ্ছেন, তারা জাতীর জন্য বড় হুমকি স্বরূপ। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوْا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ﴾

"আর তোমাদের জিহ্বা দ্বারা বানানো মিথ্যার উপর নির্ভর করে বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম, আল্লাহর উপর মিথ্যা রটানোর জন্য। নিশ্চয় যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটায়, তারা সফল হবে না।"[২১৫]

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) উম্মাতকে কঠিনভাবে সতর্ক করে বলেন :

«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

"যে জেনে-বুঝে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জেনে নেয়– তার ঠিকানা জাহান্নাম।"[২১৬]

তাই এসব যুবককে আমরা সতর্কতা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করি এবং বেশি বেশি জ্ঞান অর্জনের উপদেশ দেই।

প্রশ্ন ০৮ : ***মাসিক মদীনার (মার্চ-২০১৯) প্রশ্নোত্তর বিভাগে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার হতে মারফূ'সূত্রে বলা হয়েছে– কোন ব্যক্তি দৈনিক ২০ জনকে সালাম দিলে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। হাদীসটি সহীহ কি-না?***

মো. রোকনুযযামান
সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।

জবাব : না, এটি য'ঈফ হাদীস। এ হাদীসের বর্ণনা সূত্রে মাসলামা ইবনু 'আলী নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন, যিনি য'ঈফ হওয়ার কারণে তাঁর বর্ণিত হাদীস হুজ্জাত

---

[২১৩] *সহীহুল বুখারী- হা/৩৫০৮।*
[২১৪] *মুসনাদে আহমাদ- হা/২৯২১।*
[২১৫] *আল কুরআন : সূরা আন্ নাহ্‌ল/১১৬।*
[২১৬] *সহীহুল বুখারী- হা/১০৭, সহীহ মুসলিম- হা/০৪, সুনান ইবনু মাজাহ্- হা/৩০ (সহীহ), জামি' আত্ তিরমিযী- হা/২৬৫৯ (সহীহ)।*

আকারে পেশ করা যাবে না। তাই এটি 'আমল যোগ্য নয়। এছাড়া অনির্ধারিত বেশি বেশি সালাম দেয়ার বহু ফযীলত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

প্রশ্ন ০৯ : ***আমাদের সমাজের অনেক মহিলা ইদানিং নেইল পলিশ ব্যবহার করেন। আমার প্রশ্ন– এরূপ নেইল পলিশ ব্যবহার করলে কি ওযূ হবে? সালাত হবে এবং কুরআন পড়া যাবে? দয়া করে জানিয়ে বাধিত করবেন।***

রুবাইয়া আক্তার
বংশাল, ঢাকা।

জবাব : মহিলারা নিজ স্বামীর কাছে সৌন্দর্য্য প্রকাশের জন্য প্রয়োজনে নেইল পলিশ ব্যবহার করতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে, ওযূ করার আগে সেই নেইল পলিশ ভালো করে ঘষে উঠে ফেলতে হবে। কেননা, এটি এমন একটি পদার্থ, যার ভেতরে পানি প্রবেশ করে না। আর নখের গোড়ায় পানি প্রবেশ না করলে ওযূ হবে না। একথা কারোর জানার বাকী নেই যে, ওযূ না হলে সালাত হবে না। কুরআন ওযূ ছাড়া পড়া যায়। তবে ওযূসহ কুরআন স্পর্শ করাই উত্তম। –আল্লা-হু আ'লাম।

প্রশ্ন ১০ : ***সালাতে পায়ের সাথে পা মেলানোর ফযীলত রয়েছে কী? বর্তমানে এ বিষয়টি নিয়ে অনেকে দ্বি-মত পোষণ করছেন এবং বাপ-দাদার কথা বলে এ সুন্নাতটির উপর 'আমল করছেন না। কাজেই সংক্ষেপ হলেও দু'একটি দলীল পেশ করেন– এটা আমার অনুরোধ।***

হা. আব্দুল্লাহ
গাজীপুর সদর, গাজীপুর।

জবাব : হ্যাঁ, সালাতে এক মুসল্লি আরেক মুসল্লি'র পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়ানোর ফযীলত সহীহ হাদীস দ্বারা বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فِيْ صَفٍّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

"যে ব্যক্তি কাতারের মাঝে ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়াবে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।"[২১৭]

অপর হাদীসে আছে–

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً.

"নিশ্চয় আল্লাহ এবং ফেরেশ্তগণ তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করেন, যারা কাতারবন্দী হয়ে সালাত আদায় করেন। আর যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়ায়, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।"[২১৮]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন :

أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثَلاَثًا وَاللهِ لَتُقِيْمُنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ قَالَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ.

"তোমরা কাতার সোজ করো। এভাবে তিনি তিনবার বলতেন। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করবে অথবা মহান আল্লাহর তোমাদের অন্তরের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করে দিবেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমি দেখতাম, মুসল্লি তার সাথী ভাইয়ের কাঁধে কাঁধ, হাঁটুর পার্শ্বের সাথে হাঁটুর পার্শ্ব এবং টাখনুর সাথে টাখনু ভিড়িয়ে দিত।"[২১৯]

আজ এ সুন্নাতের প্রতি উদাসীনতা দেখা দিয়েছে। অনেকেই মাযহাব বা সামাজিকতার দোহাই দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর এ প্রিয় ও ফযীলতপূর্ণ সুন্নাতটিকে অবজ্ঞা করে চলছেন। এ জন্য শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লা-হ) দুঃখ প্রকাশ করে বলেন,

وَمِنَ الْمُؤَسِّفِ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةُ مِنَ التَّسْوِيَّةِ قَدْ تَهَاوَنَ بِهَا الْمُسْلِمُوْنَ بَلْ أَضَاعُوْهَا إِلَّا الْقَلِيْلَ مِنْهُمْ فَإِنِّيْ لَمْ أَرَهَا عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا أَهْلَ الْحَدِيْثِ فَإِنِّيْ رَأَيْتُهُمْ فِيْ مَكَّةَ سَنَةَ حِرِّيْصِيْنَ عَلَى التَّمَسُّكِ بِهَا كَغَيْرِهَا مِنْ سُنَنِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ مِنْ أَتْبَاعِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ لَا أَسْتَثْنِيْ مِنْهُمْ حَتَّى الْحَنَابِلَةِ فَقَدْ صَارَتْ هَذِهِ السُّنَّةُ عِنْدَهُمْ نَسْيًا مَنْسِيًّا بَلْ إِنَّهُمْ تَتَابَعُوْا عَلَى هُجْرِهَا وَ الْإِعْرَاضِ عَنْهَا ذٰلِكَ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَذَاهِبِهِمْ نَصَّتْ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْقِيَامِ التَّفْرِيْجُ بِيْنَ الْقَدَمَيْنِ بِقَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ فَإِنْ زَادَ كُرِهَ كَمَا جَاءَ مُفَصَّلًا فِيْ "الفقه على المذاهب الأربعة"، وَالتَّقْدِيْرُ الْمَذْكُوْرُ لَا أَصْلَ لَهُ فِي السُّنَّةِ وَ إِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ رَأْيٍ.

---

[২১৭] *ত্বাবারানী, সিলসিলা সহীহাহ্- হা/১৮৯২।*

[২১৮] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা/৯৯৫, মুসনাদ আহমাদ- হা/২৪৬৩১, সিলসিলা সহীহাহ্- হা/২৫৩২।*

[২১৯] *সুনান আবূ দাউদ- হা/৬৬২ (সহীহ)।*

"দুঃখজনক বিষয় হলো, কাতার সোজা করার সুন্নাতকে মুসলিমরা অবজ্ঞা করে চলেছে; বরং কিছু সংখ্যক মানুষ ব্যতীত অন্যরা সবাই এই সুন্নাতকে নষ্ট করেছে। নিশ্চয় আমি সেই দলগুলোর মধ্যে 'আহলে হাদীস' ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে উক্ত সুন্নাত দেখিনি। আমি মক্কায় (১৩৬৮ হিঃ) তাদেরকে দেখেছি, তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর অন্যান্য সুন্নাতকে যেমন আঁকড়ে ধরে আছে, তেমনি এই সুন্নাতকেও আঁকড়ে ধরার প্রতি অতীব অনুরাগী। চার মাযহাবের অনুসারীদের বিপরীতে তারাই একে আঁকড়ে ধরে আছে। হাম্বলীদেরকেও আমি এদের মধ্য থেকে পৃথক করি না। কারণ তাদের মধ্য হতে এটা সম্পূর্ণই উঠে গেছে। বরং তারা এই সুন্নাতকে পরিত্যাগ করা এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পথ অবলম্বন করছে। অধিকাংশ মাযহাব এই সুন্নাহর বিরুদ্ধে দলীল পেশ করছে যে, কাতারে দাঁড়ানোর সময় উভয় মুসল্লীর পায়ের মাঝে 'চার আঙ্গুল' ফাঁক রাখতে হবে। যদি এর অতিরিক্ত ফাঁক হয় তবে অপসন্দনীয়। যেমন- 'আল-ফিক্বহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ' (১/২০৭ পৃঃ) গ্রন্থের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা এসেছে। অথচ সুন্নাহর মধ্যে উক্ত পরিমাণের কোন ভিত্তি নেই; স্রেফ কল্পনা মাত্র'।"[২২০]

অতএব, এ বিষয়ে আমাদের সচেতনতা বাড়াতে হবে। মানুষের সামনে দলীল পেশ করতে এবং ধৈর্যের সাথে এগিয়ে যেতে হবে, যাতে মানুষ জামা'আতে কাতার সোজা করে পয়ের সাথে পা ও কাধের সাথে কাধ মিলিয়ে সুন্নাত মুতাবেক্ব সালাত আদায় করে।

প্রশ্ন (১১) : ***কোন মুসলিম যদি মদ, এলকোহল ইত্যাদি হারাম মাল অমুসলিমের কাছে বিক্রি করে টাকা উপার্জন করে, তাহলে কি তার উপার্জন বৈধ হবে? এ ব্যাপারে শরী'আতের হুকুম কি?***

মো. আবূ হানিফ
জলডাকা, নীলফামারী।

জবাব : আল্লাহ তা'আলা কোন বস্তুকে হারাম করলে তার মূল্যও হরাম করেন। কাজেই হারাম বস্তু অমুসলিমের কাছে বিক্রি করে উপার্জন করলেও তা হারাম হবে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

«لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَبَاعُوْهَا، وَأَكَلُوْا أَثْمَانَهَا إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ».

"ইয়াহূদীদের প্রতি মহান আল্লাহর লা'নাত। তাদের উপর চর্বি হারাম করা হয়েছিল। অথচ তারা তা বিক্রি করল এবং এর মূল্য খাইল। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বস্তুকে হরাম করেন, তখন তার মূল্যও হারাম করেন।" হাদীসটি সহীহ।[২২১]

প্রশ্ন (১২) : ***আমরা জানি যে, সিয়াম শেষে ইফতার করা একটি মহত কাজ। কিন্তু বর্তমানে বাহারী ইফতারীর নামে যে অপচয় হয়, তা কি ইসলাম সমর্থন করে? লোক সমাজে প্রচলিত আছে– রামাযানের রাতে যে যত খেতে পারো খাও! ক্বিয়ামতে এর কোন হিসাব দিতে হবে না। একথা কি ঠিক?***

মামুনুর রশীদ
উত্তরা, ঢাকা।

জবাব : সিয়াম শেষে ইফতার করার পদ্ধতি ইসলামে বর্ণিত আছে। এ ব্যাপারে প্রিয় নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারী সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা)-এর 'আমল আমাদের সামনে বলিষ্ঠ প্রমাণ। রামাযানে রাতে খানা-পিনা করার নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। কিন্তু তিনি সকল প্রকার অপচয়কে না করেছেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

"আর তোমরা খাও এবং পান করো, আর ইস্রাফ বা অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।"[২২২]

আমাদের সমাজের কোথাও কোথাও ইফতারের নামে বেশি অপচয় হয়। এটি গর্হিত কাজ। ইসলাম তা কখনও সমর্থন করে না; নিন্দা জানিয়ে এর অশুভ পরিণতির কথা উল্লেখ করেছে। আর রামাযানে খেলে হিসাব হবে না– মর্মে কথাটি সম্পূর্ণ বানোয়াট।

প্রশ্ন (১৩) : ***আমাদের সমাজের অনেক মা-বোন রামাযানের শেষ দশকে নিজ নিজ বাসায় ই'তিকাফ করে থাকেন। আসলে মহিলাদের ই'তিকাফের বিধান কি? ঘরে বা বাবার বাড়ীতে ই'তিকাফ করলে সহীহ হবে কি?***

মো. জুবায়ের সাদী
ফুলপুর, ময়মনসিংহ।

জবাব : রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করা অতি ফযীলতপূর্ণ 'আমল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মাসজিদেই ই'তিকাফ করেছেন। তাঁর সহধর্মিনীরা ই'তিকাফ করতে চাইলে মাসজিদে পর্দাবৃত্ত স্থান স্থির করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর আল্লাহ তা'আলা

---

২২০) *সিলসিলা সহীহাহ্- হা/৩২-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।*

২২১) *দেখুন : 'গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজি আহাদিসিল হালা-লি ওয়াল হারাম'- আলবানী, হা/৩১৮।*

২২২) *আল-কুরআন : সূরা আল আ'রাফ/৩১।*

ই'তিকাফ-এর মাস'আলা বর্ণনার ক্ষেত্রে মাসজিদের কথা আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

"আর তোমরা মাসজিদসমূহে ই'তিকাফ অবস্থায় তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সহবাস করো না।"[২২৩]

মহিলারা নিজ বাসায় ই'তিকাফ করার সমর্থনে কোন বর্ণনা নেই। এটি কেবল ক্বিয়াস ভিত্তিক ফাতাওয়া মাত্র। কাজেই সুন্নাতের বিপরীতে কোন 'আমল করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। –আল্লা-হু আ'লাম।

প্রশ্ন (১৪) : ***রামাযান মাসে কেউ মারা গেলে জান্নাতে যাবে –এ কথাটা কি ঠিক? দয়া করে একটু বুঝিয়ে বলবেন।***

সৈয়দ নুরুদ্দিন
কানাইঘাট, সিলেট।

জবাব : রামাযান মাস আসলে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়- এর অর্থ নেক 'আমলকারীকে ভালো কাজে উৎসাহিত করা, যাতে সে পূর্ণ ঈমান নিয়ে একাগ্রচিত্তে 'ইবাদত করতে পারে। আর যেন সে কোন নাফরমানী না করে। রামাযানে মৃত্যুবরণ করলে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে– মর্মে কোন বর্ণনা নেই। মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যাদের সর্ম্পকে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে বলেছেন, তারা হলেন– যারা কোন ঝাড়ফুঁক চান না, লোহা পুড়ে দাগ দিয়ে কোন চিকিৎসা গ্রহণ করেন না, কোন কিছু দেখে শুভ-অশুভ নির্ধারণ করেন না; বরং তারা তাদের রবের প্রতি পূর্ণ ভরসাকারী।"[২২৪]

প্রশ্ন (১৫) : ***সাজদাহ্ অবস্থায় দুই হাতের কনুই মাটিতে রাখা যাবে না মর্মে কোন সু-স্পষ্ট হাদীস আছে কি? থাকলে উল্লেখ করে বাধিত করবে।***

হায়াত আকন্দ
পীরগাছা, রংপুর।

জবাব : সাজদাবস্থায় দুই কনুই মাটিতে বিছানো যাবে না মর্মে একাধিক সহীহ বর্ণনা রয়েছে। আপনার সুবিধার্থে কেবল একটি হাদীস উল্লেখ করলাম। মানতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি সহীহ হাদীসই যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

«إِذَا سَجَدْتَ، فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ».

"তুমি যখন সাজদাহ্ করবে, তখন তোমার দু'হাত মাটিতে রাখবে এবং কনুইদ্বয় মাটি হতে উঁচু করে রাখবে।"[২২৫] ###

[২২৩] *আল-কুরআন : সূরা আল বাক্বারাহ/১৮৭।*
[২২৪] *সহীহুল বুখারী- হা/৬৫৪১, সহীহ মুসলিম- হা/২১৮।*
[২২৫] *সহীহ মুসলিম- হা/১৯৪, ৪৯৪।*

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ও বংশাল বড়.....

[৪৮ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

অতঃপর জুমু'আর খুতবাহ্ প্রদান করেন বংশাল বড় জামে মাসজিদের খত্বীব শাইখ হাফেয আবূ হানিফ মাদানী। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী ০৫ (পাঁচ)টি মাসজিদে খুতবাহ্ প্রদান করেন শাইখ খুরশিদ আলম মুরশিদ, শাইখ আব্দুল মালেক আহমাদ মাদানী, শাইখ হাফেয ইসরাফিল বিন তমিজ উদ্দীন, শাইখ মুহাম্মদ জাহিদ ও শাইখ আব্দুর রহমান। বাদ 'আসর থেকে 'ইশা পর্যন্ত কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তাবলীগী টিমের নেতৃবৃন্দ ও অত্র এলাকার মুসল্লীগণ। এ সফরে নেতৃত্ব দেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ এলাকা ও বংশাল বড় মাসজিদ শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস- মাসিক দা'ওয়াহ ও তাবলীগের সভাপতি হাজী মুহাম্মদ হাসমত আলী, সহ-সভাপতি হাজী হাবিবুল্লাহ হাবু ও মুহাম্মদ সুফিয়ান সোহেল এবং কোষাধ্যক্ষ মুহাম্মদ হাসেম সরকার। উক্ত সফরের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হাফেয ইবরাহীম বিন আব্দুর রউফ সরকার। অতঃপর সফরকারী নেতৃবৃন্দ সালাতুল 'ইশা আদায় করে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা করেন।

কিশোরগঞ্জের সুনামগঞ্জে জমঈয়তের শাখা গঠন

বিগত ২১ মার্চ কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল থানাধীন সুনামগঞ্জ বাজার শাখা জমঈয়ত গঠন উপলক্ষে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা জমঈয়ত সভাপতি শাইখ মুহাম্মদ ইদরীস মাদানী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জমঈয়ত সেক্রেটারী মুহাম্মদ আলী আরজু, কোষাধ্যক্ষ মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দীন প্রমুখ। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের পর নেতৃবৃন্দ দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ নিয়ে সুনামগঞ্জ শাখা জমঈয়ত গঠন করা হয়।

সভাপতি- মুহাম্মদ সালেক মিয়া, সহ-সভাপতি- মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ- মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, সেক্রেটারী- মুহাম্মদ শাহ আলম, সহ-সেক্রেটারী- মুহাম্মদ রাসেল মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক- মুহাম্মদ খলিলুর রহমান, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক- মুহাম্মদ মারুফ, পাঠাগার সম্পাদক- মুহাম্মদ সাদেক মিয়া, দাঈ/মুবাল্লিগ- মুহাম্মদ বাদল মিয়া, অফিস সম্পাদক- মুহাম্মদ দুলাল মিয়া। সদস্যবৃন্দ– মুহাম্মদ সোহেল মিয়া, মুহাম্মদ জয়নাল মিয়া, মুহাম্মদ দেলোয়ার, মুহাম্মদ নাঈম, মুহাম্মদ জিয়া উদ্দিন, জনি ভূঁইয়া, মুহাম্মদ রিমোন মিয়া, মুহাম্মদ সহিদুল ইসলাম, মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ।